Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 17-05-2026 02:13 Page 1

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

www.nayajamana.com ২ জ্যৈষ্ঠ ।। ১৪৩৩।। রবিবার ১৭ মে ২০২৬ ।। ১১ ম বর্ষ ৪৮৮ সংখ্যা।। ১৪ পাতা বুলেটিন সংখ্যা

সাতদিনে অ্যাকশন মোডে শুভেন্দু

দীপঙ্কর দোলাই ● নয়া জামানা

ক্ষমতায় আসার আগে প্রতিশ্রুতি দেওয়া সহজ, কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের পথে প্রশাসনিক দক্ষতা ও দ্রুত সিদ্ধান্তই হয়ে ওঠে আসল পরীক্ষার মাপকাঠি। আর সেই পরীক্ষাতেই কি প্রথম সাতদিনে প্রাথমিকভাবে পাশ করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী? এমন প্রশ্নই এখন রাজনৈতিক মহলের একাংশে ঘুরপাক খাচ্ছে।গত ৯ মে শপথ গ্রহণের পর মাত্র সাতদিনের মধ্যেই একের পর এক প্রশাসনিক ও নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়ে কার্যত সক্রিয়তার বার্তা দিয়েছেন নতুন মুখ্যমন্ত্রী। বিরোধী দলনেতার আসন থেকে রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধানের চেয়ারে বসার পর তাঁর পদক্ষেপে স্পষ্ট হয়েছে, দ্রুত ছাপ ফেলতে চাইছে নতুন সরকার।রাজ্যের মসনদে বসেই কি কি করলেন তিনি।

নবান্ন থেকে রাইটার্স

প্রশাসনিক কাজের শুরু হওয়ার আগেই প্রশাসনিক দপ্তর পদে ফেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল বিজেপি। ব্রিটিশ আমলের ঐতিহ্যবাহী লাল বিল্ডিং বা রাইটার্স বিল্ডিং থেকেই প্রশাসনিক কাজকর্ম করবে সেই মতো সাজিয়ে ফেলা হচ্ছে রাইটার্স এবং মুখ্যমন্ত্রী ঘরও।

অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার

বিজেপির নির্বাচনী প্রচারে প্রধান প্রতিশ্রুতি ছিল মহিলাদের মাসিক ৩০০০ টাকা অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার দেওয়া হবে। সেইমতো সরকার গঠনের পর প্রথম কেবিনেট বৈঠকে অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার চালু করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, এবং মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানান পহেলা মে থেকে সরাসরি একাউন্টে ঢুকবে টাকা এবং মহিলাদের জন্য সরকারি বাসে বিনামূল্যে যাতায়াতের সুবিধা ঘোষণা করে।

৪৫ দিনের মধ্যে সীমান্তের জমি হস্তান্তর

তৃণমূল জামানায় বারে বারে অভিযোগ করে করে এসছে, জমি না দেওয়াই কাঁটাতার দেওয়ার জন্য বাংলাদেশ সীমান্তে জমি দিচ্ছে না।এমনকি কেন্দ্র টাকা মিটিয়ে দেওয়ার পরও জমি হস্তান্তর হয়নি বলে অভিযোগ উঠে সেই মতো ৪৫ দিনের মধ্যে জমি হস্তান্তর করার সিদ্ধান্ত নেয় নয়া সরকার।

আর-জি-কর ফাইল

আর-জি-কর ফাইল খোলা হবে এটাই ছিল বিজেপির নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি। সরকারি এসে সাত দিনের মধ্যে আরজিকর কান্ডের জড়িত আইপিএস অফিসার বিনীত কোয়েল ইন্দ্রিয়া মুখার্জি অভিষেক গুপ্তা সাসপেন্ড করে দেওয়া হয়েছে।

চিংড়িঘাটায় জুড়ছে মেট্রো

অবশেষে শুরু ৩৬৬ মিটার যুক্ত করার কাজ । বন্ধ থাকা একটা আস্ত মেট্রো রুট করা যাচ্ছে না মমতা সরকারের আমলে অনেক সংযত হয়েছে মামলা মোকদ্দমা হয়েছে ।

হেলমেট অভিযান

নিয়ম ছিল আগেই আইনও ছিল তবে সেটা কাজ সেটা সর্বত্র করা হাতে কার্যকর করতে নির্দেশ দিয়েছে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সাহায্যে সেই নির্দেশ কার্যত করতে তৎপর পুলিশের ধরপাকড় বেড়েছে গত কয়েকদিন ধরে।

হাসপাতালে বেড সংক্রান্ত নির্দেশ

স্বাস্থ্য দপ্তরের খোলনচনে বদলাতে উদ্যোগে শুভেন্দু সরকার শুক্রবার নিজের বৈঠক থেকে মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছেন বেড নেই বলে রোগীকে করা যাবে না অন্যান্য কোন হাসপাতাল বা কেন্দ্র হাসপাতালে ভর্তি করা করতে হবে সব সরকারি হাসপাতাল। এক ছাতার তলায় আনার বার্তা দিয়েছেন তিনি।

তিলজলাই বুলডোজার

অগ্নিকাণ্ড আগে একাধিকবার ঘটেছে শহরে তবে অগ্নিকাণ্ডের চেয়ে বেআইনি নির্মাণের প্রশ্ন সামনে আসতে যেভাবে ২৪ ঘন্টার মধ্যে বুলডোজার চালানো হয়েছে।

ধর্মীয় স্থানে শব্দবাজি বন্ধ

ধর্মীয় স্থানে শব্দের সীমা বেঁধে দিয়েছে নয়া সরকার। নির্ধারিত মাত্রায় বাইরের শব্দ নয়। শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণে এই সিদ্ধান্ত বলে উল্লেখ করা হয় প্রশাসনিক এই ব্যাপারে বিশেষ সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে।

স্কুলে বাধ্যতামূলক বন্দেমাতরম

সব সরকারি স্কুলে প্রার্থনা সংগীতি বন্দেমাতরম গাওয়া বাধ্যতামূলক বিকাশ ভবন থেকে আগেই স্কুলগুলিকে হোয়াটসঅ্যাপ এর মাধ্যমে বার্তা দেওয়া হয়েছিল। পরে মুখ্যমন্ত্রী নিজেই ঘোষণা করে।

প্রকাশ্যে পশু হত্যা বন্ধ

প্রকাশ্যে পশু হত্যা বন্ধ করার উদ্যোগ নিয়েছে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী গোমাতা হত্যার ক্ষেত্রে বেশ কিছু সত্য মানতে হবে থাকতে হবে থাকতে হবে নির্দিষ্ট সার্টিফিকেট কসাইখানার বাইরে হত্যা করা যাবে না।

টলের ধাপ বন্ধ

তৃণমূল জামানায় শিরোনামে উঠে এসেছিল টোল রমরমা। সরকারি টোল প্লাজা নয় কাজে তো পাড়ায় পাড়ায় তোলের নামে নেয়া হতো ঢাকা। শুভেন্দু শপথ নেওয়ার চার দিনের মধ্যে সেই টোল প্লাজায় ঝাপ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে এই টোল গুলি বেআইনি।

আলু চাষীদের মুখে হাসি

নয়া সরকারের দিকে তাকিয়ে ছিল বিপর্যস্ত বা ক্ষতিগ্রস্ত আলো চাষীরা, পুরনো সরকারের ভিন্ন রাজ্যের রপ্তানি বন্ধ করে দেওয়ায় বিপাকে পড়তে হয়েছিল আলু চাষিদের ক্ষমতায় এসে সেই রপ্তানি চালু করার নির্দেশ দিয়েছে।

চীনের উপহার ডাস্টবিনে !

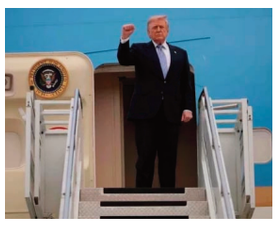

নয়া জামানা ঃ বেইজিং সফর শেষে নজিরবিহীন কড়া বার্তা দিল ট্রাম্প প্রতিনিধিদল। বিমানবন্দরে ওঠার আগে চীনের দেওয়া প্রেস পাস, বিশেষ পিন, এমনকি অস্থায়ী ফোনও ডাস্টবিনে ফেলে দেন মার্কিন কর্মকর্তারা। নিরাপত্তা ও গুপ্তচরবৃত্তির আশঙ্কাতেই এই সিদ্ধান্ত বলে জানা গিয়েছে। সফরজুড়ে সৌহার্দ্যের ছবি দেখা গেলেও পর্দার আড়ালে ছিল তীব্র অবিশ্বাস ও নিরাপত্তা টানাপোড়েন।মার্কিন সাংবাদিকদের গতিবিধি নিয়েও শেষ মুহূর্তে তৈরি হয় উত্তেজনা। মার্কিন গণমাধ্যম বলছে, সম্ভাব্য নজরদারি বা ট্র্যাকিং ঠেকাতেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়। দীর্ঘদিন ধরেই যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যে গুপ্তচরবৃত্তি ও সাইবার নিরাপত্তা ইস্যুতে উত্তেজনা রয়েছে।ওয়াশিংটনে ফেরার আগে ট্রাম্প সাংবাদিকদের বলেন, আমরাও তাদের ওপর ব্যাপকভাবে গুপ্তচরবৃত্তি করি।

সমুদ্রমন্থনে মোদি সরকার

নয়া জামানা ঃ হরমুজ সংকটে জ্বালানি আমদানিতে চাপ বাড়তেই বঙ্গোপসাগরে তেল-গ্যাসের খোঁজে বড় অভিযান শুরু করল কেন্দ্র। ডিজিএইচের উদ্যোগে পূর্ব উপকূল, আন্দামান, কৃষ্ণা-গোদাবরী ও কাবেরী অববাহিকায় সমুদ্রতলে বিশেষ জরিপ চলবে আগামী দু'বছর। অত্যাধুনিক সিসমিক প্রযুক্তিতে সমুদ্রের গভীরে সম্ভাব্য তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাসের ভাণ্ডার চিহ্নিত করা হবে।বিশেষজ্ঞদের মতে, এই অনুসন্ধান সফল হলে জ্বালানি ক্ষেত্রে আত্মনির্ভরতার পথে বড় পদক্ষেপ নিতে পারবে ভারত।

কেন্দ্রকে তোপ বিজয়ের

নয়া জামানা ঃ পেট্রোল-ডিজেলের দাম লিটার প্রতি ৩ টাকা বৃদ্ধির সিদ্ধান্তে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সরব তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী সি জোসেফ বিজয়।এই মূল্যবৃদ্ধিকে তঅতি-মুনাফার রাজনীতিদ বলে কড়া আক্রমণ শানিয়ে অবিলম্বে সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছেন তিনি। বিজয়ের অভিযোগ, আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম কমলেও তার সুফল সাধারণ মানুষ পান না। জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধিতে মধ্যবিত্ত, ক্যাব চালক ও ক্ষুদ্র শিল্প সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে বলেও সতর্ক করেছেন তিনি।যদিও কেন্দ্র যুদ্ধ পরিস্থিতি ও হরমুজ প্রণালীর সংকটকেই দায়ী করেছে।

ওবিসি মামলা প্রত্যাহার করতে চায় রাজ্য, আবেদন শীর্ষ আদালতে

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ ওবিসি সংরক্ষণ সংক্রান্ত মামলায় বড় পদক্ষেপ নিল রাজ্যের নবগঠিত সরকার। সুপ্রিম কোর্টে দায়ের করা আপিল মামলা প্রত্যাহার করে নেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় রেজিস্ট্রারের কাছে আবেদন জানিয়েছে রাজ্য। জানা গিয়েছে, রাজ্যের পক্ষে আইনজীবী কুনাল মিমানি গত বৃহস্পতিবার এই মর্মে চিঠি পাঠিয়েছেন। পাশাপাশি, মামলাটি দ্রুত শুনানির তালিকাভুক্ত করার আবেদনও জানানো হয়েছে। প্রসঙ্গত, ২০২৪ সালের ২২ মে কলকাতা হাইকোর্ট তৎকালীন তৃণমূল সরকারের তৈরি ওবিসি তালিকা বাতিল করে দেয়। বিচারপতি তপব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার ডিভিশন বেঞ্চ রায়ে জানায়, সংরক্ষণের ক্ষেত্রে যথাযথ সমীক্ষা হয়নি। সেই সঙ্গে নতুন করে সমীক্ষা চালিয়ে তালিকা প্রকাশের নির্দেশ দেওয়া হয়। হাইকোর্টের ওই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করেই সুপ্রিম কোর্টে যায় তৎকালীন রাজ্য সরকার। বর্তমানে মামলাটি প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্তের বেঞ্চে বিচারাধীন।নতুন সরকারের সিদ্ধান্তে মামলার মোড় ঘোরার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। তবে মামলাকারী অমলচন্দ্র দাসের আইনজীবী বিক্রম বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, শুধুমাত্র একটি মামলা প্রত্যাহার করলেই পুরো জট কাটবে না। তাঁর বক্তব্য, ওবিসি সংরক্ষণ নিয়ে মোট তিনটি মামলা বিচারাধীন রয়েছে। পাশাপাশি, তৎকালীন সরকারের জারি করা বিজ্ঞপ্তিগুলিও প্রত্যাহার করতে হবে।আইনজীবীর দাবি, ২০২৫ সালে হাইকোর্টের নির্দেশে রাজ্যের অনগ্রসর শ্রেণি কমিশন নতুন সমীক্ষা চালিয়ে ১৪০টি শ্রেণিকে ওবিসি তালিকাভুক্ত করে। সেই তালিকাকেও চ্যালেঞ্জ করে মামলা হয়েছে। এছাড়া জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষায় ওবিসি সংরক্ষণ সংক্রান্ত আরও একটি মামলা বিচারাধীন রয়েছে। ফলে শুধুমাত্র ২০২৪ সালের মামলার আপিল প্রত্যাহার করলেই আইনি জট পুরোপুরি মিটবে না বলেই মত বিশেষজ্ঞ মহলের।উল্লেখ্য, ধর্মের ভিত্তিতে ওবিসি সংরক্ষণ দেওয়া হচ্ছে এবং প্রকৃত প্রাপকেরা বঞ্চিত হচ্ছেন; এই অভিযোগ তুলে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেছিলেন অমলচন্দ্র দাস। সেই মামলার রায়েই তৎকালীন সরকারের ৭৭টি সম্প্রদায়কে ওবিসি তালিকাভুক্ত করার সিদ্ধান্ত খারিজ হয়। পরে পুরনো তালিকায় আংশিক পরিবর্তন করে নতুন করে ১৪০টি সম্প্রদায়ের তালিকা প্রকাশ করা হয়, যা নিয়েও আইনি লড়াই এখনও চলমান।

সিএএ-তে মতুয়াদের নাগরিকত্বের আশ্বাস

অশোক কীর্তনিয়ার

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ রাজ্যে এসআইআর আবহে মতুয়া সম্প্রদায়ের বহু মানুষের নাম বাদ পড়ার অভিযোগকে ঘিরে উদ্বেগ বাড়ছে। এই পরিস্থিতিতে উদ্বাস্তু মতুয়াদের উদ্দেশে আশ্বাসের বার্তা দিলেন রাজ্যের নতুন খাদ্যমন্ত্রী অশোক কীর্তনিয়া। তিনি স্পষ্ট জানিয়েছেন, কোনও উদ্বাস্তু মতুয়াকে সরকারি পরিষেবা থেকে বঞ্চিত করা হবে না। পাশাপাশি দ্রুত সিএএ-তে আবেদন করার আহ্বানও জানিয়েছেন তিনি।রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় এসআইআরের কারণে বহু মানুষের নাম বাদ যাওয়ার অভিযোগ উঠেছে। তার মধ্যে বনগাঁ মহকুমা অঞ্চলে বসবাসকারী মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষের একাংশও রয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। বিষয়টি ঘিরে রাজনৈতিক মহলেও জোর চর্চা শুরু হয়েছে। বিশেষ করে মতুয়া অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে এবারের নির্বাচনের ফলাফল কোন দিকে যাবে, তা নিয়ে আগ্রহ ছিল রাজনৈতিক মহলে। তবে ভোটের ফলাফলে দেখা যায়, মতুয়া অধ্যুষিত আসনগুলিতে নিজেদের প্রভাব ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে বিজেপি। বনগাঁ উত্তর কেন্দ্র থেকে জয়ী হয়ে রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব পেয়েছেন অশোক কীর্তনিয়া।নাম বাদ পড়া মতুয়াদের মধ্যে সরকারি পরিষেবা বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে খাদ্যমন্ত্রী বলেন, যাঁরা এখনও সিএএ-তে আবেদন করেননি, তাঁরাও সরকারি সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবেন না। তবে উদ্বাস্তু মতুয়াদের নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করার পরামর্শ দিয়েছেন।

জুনেই মোদি মন্ত্রিসভায় রদবদল,এবার বাংলা পাবে পূর্ণমন্ত্রী ? তুঙ্গে জল্পনা

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ আগামী ২১ মে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হতে চলা কেন্দ্রীয় মন্ত্রিপরিষদের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠককে ঘিরে দেশের রাজনৈতিক মহলে জোর জল্পনা শুরু হয়েছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, ২০২৭ সালের একাধিক রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন এবং ২০২৯ সালের লোকসভা ভোটকে সামনে রেখে বিজেপি এখন থেকেই সাংগঠনিক ও প্রশাসনিক স্তরে বড়সড় পুনর্বিন্যাসের প্রস্তুতি নিচ্ছে।বর্তমানে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় ৭২ জন সদস্য রয়েছেন। যদিও সাংবিধানিকভাবে আরও কয়েকজন মন্ত্রী নেওয়ার সুযোগ রয়েছে।

সেই কারণেই সম্ভাব্য মন্ত্রিসভা রদবদল নিয়ে রাজনৈতিক মহলে কৌতূহল ক্রমশ বাড়ছে। সূত্রের খবর, পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরপ্রদেশ, বিহার এবং দক্ষিণ ভারতের প্রতিনিধিত্ব বাড়ানোর লক্ষ্যে নতুন মুখকে মন্ত্রিসভায় জায়গা দেওয়া হতে পারে।বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে বঙ্গ বিজেপির কয়েকজন সাংসদের নামও সম্ভাব্য তালিকায় উঠে এসেছে। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশের মতে, বাংলা ও পূর্ব ভারতের রাজনৈতিক সমীকরণকে গুরুত্ব দিয়েই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে। এখনও পর্যন্ত মোদি সরকারের মন্ত্রিসভায় বাংলার প্রতিনিধিত্ব মূলত প্রতিমন্ত্রী স্তরেই সীমাবদ্ধ ছিল।

তবে বাংলায় বিজেপির সাম্প্রতিক সাফল্যের পর সেই সমীকরণে পরিবর্তন আসতে পারে বলেই মনে করা হচ্ছে।বিজেপি সূত্রের দাবি, রাজ্য বিজেপি সভাপতি সমিক ভট্টাচার্য এবং বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খান কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় জায়গা পেতে পারেন। যদিও এ বিষয়ে এখনও পর্যন্ত দলের তরফে কোনও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করা হয়নি।অন্যদিকে, সাম্প্রতিক একাধিক বিতর্কের জেরে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রকের কাজকর্ম নিয়ে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের অসন্তোষ রয়েছে বলেও রাজনৈতিক মহলে আলোচনা শুরু হয়েছে। বিশেষ করে নিট-ইউজি প্রশ্নফাঁস বিতর্কে শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান-এর ভূমিকা নিয়ে চাপ তৈরি হয়েছে বলে জল্পনা চলছে। পাশাপাশি রেল সংক্রান্ত বিভিন্ন ইস্যুর কারণে রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব-এর দপ্তরেও পরিবর্তনের সম্ভাবনার কথা শোনা যাচ্ছে।

এছাড়াও বিজেপির সাংগঠনিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করা কয়েকজন নেতাকে বড় দায়িত্ব দেওয়া হতে পারে বলেও সূত্রের ইঙ্গিত। চর্চায় উঠে আসছে শিবরাজ সিং চৌহান, ভূপেন্দর যাদব এবং জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া-র নাম।তবে এখনও পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর বা বিজেপির তরফে সম্ভাব্য রদবদল নিয়ে কোনও আনুষ্ঠানিক মন্তব্য করা হয়নি।

ফলে গোটা বিষয়টি আপাতত জল্পনার পর্যায়েই রয়েছে। তবুও ২১ মে-র বৈঠককে ঘিরে রাজধানীর রাজনৈতিক মহলে উত্তেজনা ও কৌতূহল ক্রমশ বাড়ছে।

পুলিশ ওয়েলফেয়ার বোর্ড ভেঙে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ আগে শাসকের আইন ছিল, এখন আইনের শাসন হবে।রাজ্যে পুলিশ প্রশাসনের আমূল সংস্কারের বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। একইসঙ্গে দীর্ঘদিনের 'পুলিশ ওয়েলফেয়ার বোর্ড' ভেঙে দেওয়ার ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। ডায়মন্ড হারবার থেকে সাংবাদিক বৈঠক করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই বোর্ডগুলি আসলে রাজনৈতিক দলের শাখা সংগঠনে পরিণত হয়েছিল।তাঁর অভিযোগ, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই বোর্ডগুলি কার্যত রাজনৈতিক দলের শাখা সংগঠনে পরিণত হয়েছিল।মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পুলিশ ওয়েলফেয়ার বোর্ড মূলত পুলিশকর্মীদের কল্যাণের উদ্দেশ্যে গঠিত হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে তা রাজনৈতিক প্রভাবের কেন্দ্রে পরিণত হয়। সাধারণ পুলিশকর্মীরা কতটা উপকৃত হয়েছেন, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে তিনি জানান, কিছু নির্দিষ্ট আধিকারিক বিশেষ সুবিধা পেয়েছেন বলেই অভিযোগ সামনে এসেছে। সেই কারণেই অবিলম্বে বোর্ড ভেঙে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।পুলিশ প্রশাসনের ভবিষ্যৎ কাঠামো নিয়েও গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত দেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান, আগামী তিন মাসের মধ্যে নতুন রূপরেখা তৈরি করা হবে। এই সংস্কার প্রক্রিয়ার জন্য মুখ্যসচিবের নেতৃত্বে একটি উচ্চপর্যায়ের কমিটি গঠন করা হবে। তাঁর দাবি, পুলিশ প্রশাসনকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত করে আরও পেশাদার ও স্বচ্ছ ব্যবস্থার দিকে নিয়ে যেতেই এই উদ্যোগ।সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যেও কড়া বার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, কোনও সাধারণ নাগরিক যদি পুলিশের দ্বারা হয়রানি বা অত্যাচারের শিকার হন, তাহলে সরাসরি থানায় গিয়ে অভিযোগ জানাতে পারবেন। আইন সবার জন্য সমান বলেও স্পষ্ট করেন তিনি।

এদিন টোটো, অটো ও হকারদের কাছ থেকে তোলাবাজির অভিযোগ নিয়েও সরব হন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর নির্দেশ, রাস্তায় গাড়ি থামিয়ে বা টোলের নামে কোনও ধরনের বেআইনি টাকা আদায় বরদাস্ত করা হবে না। কেউ এই ধরনের ঘটনার শিকার হলে সরাসরি অভিযোগ জানানোর আহ্বানও জানান তিনি।পুলিশ প্রশাসন কীভাবে পরিচালিত হবে, তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ভারতীয় ন্যায় সংহিতা-এর আওতায় থাকা আইন মেনেই পুলিশকে চলতে হবে। আইনভঙ্গ বা দুর্নীতির বিরুদ্ধে যেমন কঠোর অবস্থান নেওয়া হবে, তেমনই কর্তব্যরত পুলিশকর্মীদের নিরাপত্তা নিয়েও সরকার আপসহীন থাকবে বলে জানান তিনি।মুখ্যমন্ত্রীর স্পষ্ট বার্তা, আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করতে গিয়ে পুলিশের উপর হামলা বা আক্রমণের ঘটনা কোনওভাবেই মেনে নেওয়া হবে না। এ ধরনের ঘটনায় দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলেও সতর্ক করেন তিনি।

ফলতায় 'ভাইপো' ইস্যুতে বিস্ফোরক শুভেন্দু

মানস দাস ● নয়া জামানা

ফলতা উপনির্বাচনের আগে দক্ষিণ ২৪ পরগনার রাজনৈতিক আবহ শনিবার আরও উত্তপ্ত হয়ে উঠল মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর বিস্ফোরক মন্তব্যে। ফলতার নির্বাচনী সভা থেকে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক ব্যানার্জি-কে নাম না করে 'ভাইপো বাবু' বলে কটাক্ষ করেন তিনি। একইসঙ্গে কলকাতা পুরসভার নথির ভিত্তিতে তাঁর একাধিক সম্পত্তির তথ্য হাতে এসেছে বলেও দাবি করেন মুখ্যমন্ত্রী।সভামঞ্চ থেকে শুভেন্দুর অভিযোগ, কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকায় 'ভাইপো বাবু'-র নামে ও ঘনিষ্ঠদের মাধ্যমে বিপুল সম্পত্তি তৈরি হয়েছে। তিনি বলেন, তলিপস অ্যান্ড বাউন্ডস থেকে শুরু করে কলকাতাজুড়ে একাধিক সম্পত্তির খোঁজ মিলেছে। আমতলায় প্রাসাদের মতো অফিস তৈরি করা হয়েছে। যদিও এই অভিযোগের স্বপক্ষে কোনও নথি প্রকাশ করেননি তিনি। তবুও তাঁর এই মন্তব্য ঘিরে রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক চর্চা শুরু হয়েছে।শুধু সম্পত্তি ইস্যুই নয়, এদিনের সভায় ভোট-পরবর্তী হিংসা, প্রশাসনের ভূমিকা এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়েও সরব হন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি দাবি করেন, আগের সরকারের আমলে বিরোধী কর্মীদের উপর পরিকল্পিতভাবে অত্যাচার চালানো হয়েছিল। ২০২৩ সালের হটুগঞ্জের ঘটনার প্রসঙ্গ টেনে শুভেন্দু বলেন, আমার সভায় আসা সাধারণ মানুষকে যেভাবে আক্রমণ করা হয়েছিল, তা মানুষ ভুলে যায়নি।প্রশাসনের উদ্দেশে কড়া বার্তা দিয়ে তিনি জানান, অতীতের সমস্ত অভিযোগ গ্রহণের নির্দেশ ইতিমধ্যেই পুলিশকে দেওয়া হয়েছে। তাঁর কথায়, গত পাঁচ বছর কিংবা তারও আগে যেসব অত্যাচারের অভিযোগ জমা পড়েছে, সব এফআইআর নিতে হবে। কোনও দুষ্কৃতীকে রেয়াত করা হবে না। বিশেষ করে মহিলা ও শিশু নির্যাতনের ঘটনায় দ্রুত ও কঠোর পদক্ষেপের আশ্বাসও দেন তিনি।সভায় 'জয় বাংলা' স্লোগান নিয়েও বিতর্কিত মন্তব্য করেন শুভেন্দু। তাঁর দাবি, বাংলাদেশের স্লোগান ব্যবহার করে যারা রাজনীতি করছে, তাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পাশাপাশি তিনি ঘোষণা করেন, ভোট-পরবর্তী হিংসায় নিহত ১৮ থেকে ৪৫ বছর বয়সি বিজেপি কর্মীদের পরিবারকে চাকরি দেওয়ার পরিকল্পনা করছে রাজ্য সরকার।সিএএ প্রসঙ্গেও নিজের অবস্থান স্পষ্ট করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন,যাঁরা প্রকৃত শরণার্থী, তাঁরা এদেশে থাকবেন। কিন্তু অনুপ্রবেশকারীদের বিদায় নিতে হবে।এছাড়াও আর জি কর মামলার প্রসঙ্গ টেনে তিনি দাবি করেন, কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তির কল রেকর্ড ও চ্যাট সামনে এলে রাজ্যের মানুষ বহু অজানা তথ্য জানতে পারবেন।ফলতা উপনির্বাচনের আগে শুভেন্দুর এই আক্রমণাত্মক ভাষণ রাজ্যের রাজনৈতিক পারদ আরও কয়েক ধাপ বাড়িয়ে দিল বলেই মত রাজনৈতিক মহলের একাংশের।

সম্পাদকীয়

নয়া জামানা

সম্পাদকীয়

জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধি ও কেন্দ্রের দায়িত্ব

পেট্রোল ও ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধি বর্তমান ভারতের অর্থনীতি ও সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রায় সবচেয়ে বড় উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। জ্বালানি তেলের দাম বাড়লে তা কেবল যানবাহন চালকদের পকেটেই টান ফেলে না বরং তার একটি মারাত্মক চেইন রিঅ্যাকশন বা ধারাবাহিক প্রভাব পড়ে সমগ্র বাজারে। নিত্যপ্রয়োজনীয় চাল, ডাল, আনাজপাতি থেকে শুরু করে জীবনদায়ী ওষুধ সব কিছুরই পরিবহন খরচ বেড়ে যায়। ফলে পরোক্ষভাবে প্রতিটি পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি ঘটে যা সাধারণ মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত মানুষের জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে। এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে দেশের শাসনভার পরিচালনাকারী কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকা এবং দায়িত্বশীলতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক তবে একই সাথে সরকারের সীমাবদ্ধতা ও গৃহীত পদক্ষেপের উদ্দেশ্যটিকেও আমাদের বুঝতে হবে।একটি কল্যাণকামী রাষ্ট্রের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত জনগণের আর্থিক স্থায়িত্ব বজায় রাখা। বারবার পেট্রোল ও ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধি দেশের মুদ্রাস্ফীতিকে উস্কে দেয় যা দীর্ঘমেয়াদে অর্থনৈতিক ভারসাম্যের ক্ষতি করে। আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দামের ওঠানামা অবশ্যই একটি বড় কারণ কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি ও কর কাঠামোর ভূমিকাও এখানে অনস্বীকার্য। দেশের সাধারণ মানুষ আশা করে, কেন্দ্র সরকার বাজারের এই ওঠানামা থেকে তাদের রক্ষা করার জন্য একটি স্থায়ী ও দীর্ঘমেয়াদী বর্ম তৈরি করবে। ভর্তুকি বা কর হ্রাসের মাধ্যমে হোক কিংবা জ্বালানি নীতিতে বড় কোনো সংস্কার এনে বারবার দাম বাড়ার এই প্রবণতা রুখতে কেন্দ্রকে আরও বেশি সচেতন ও দূরদর্শী হতে হবে। জনগণের দুর্ভোগ কমাতে কেন্দ্র সরকারের আরও সংবেদনশীল ও দায়িত্বশীল হওয়া একান্ত প্রয়োজন।তবে মুদ্রার অপর পিঠটিও আমাদের উপেক্ষা করলে চলবে না। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি ও পদক্ষেপের দিকে তাকালে বোঝা যায়, তারা কেবল সাময়িক স্বস্তির কথা না ভেবে দেশের দীর্ঘমেয়াদী অর্থনৈতিক সুরক্ষার কথা ভাবছে। বিগত বছরগুলোতে বিশ্বজুড়ে যে ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতা, যুদ্ধ এবং অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দিয়েছে তার ধাক্কা ভারতের মতো এক বিশাল আমদানিনির্ভর দেশে পড়াটাই স্বাভাবিক ছিল। এই কঠিন সময়েও কেন্দ্র সরকার দেশের অর্থনীতিকে ভেঙে পড়তে দেয়নি। জ্বালানি তেলের ওপর সংগৃহীত করের একটি বড় অংশ দেশের পরিকাঠামো উন্নয়ন, জাতীয় সড়কের সম্প্রসারণ, ডিজিটাল ইন্ডিয়ার রূপান্তর এবং প্রান্তিক মানুষের জন্য বিনামূল্যে রেশন ও চিকিৎসার মতো বৃহৎ সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পে ব্যয় হচ্ছে। একটি উন্নয়নশীল দেশের ভিত শক্ত করতে এই ধরনের পরিকাঠামোমূলক বিনিয়োগ অপরিহার্য।

াছাড়া, কেন্দ্র সরকার যে সম্পূর্ণ উদাসীন তা কিন্তু নয়। আন্তর্জাতিক স্তরে ভারতের কূটনীতি আজ অত্যন্ত শক্তিশালী। বৈশ্বিক চাপ অগ্রাহ্য করেও দেশের স্বার্থে অপেক্ষাকৃত সস্তা দরে অপরিশোধিত তেল আমদানি করার যে সাহসী সিদ্ধান্ত কেন্দ্র নিয়েছে তা প্রশংসার দাবি রাখে। এর পাশাপাশি, পেট্রোল-ডিজেলের ওপর চিরস্থায়ী নির্ভরতা কমাতে মোদী সরকারের বিকল্প জ্বালানি নীতি যেমন ইথানল মিশ্রণ, বৈদ্যুতিক যানবাহন এর প্রসার এবং সবুজ হাইড্রোজেনের ওপর জোর দেওয়া ভবিষ্যতের ভারতের জন্য এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ। সরকার বুঝতে পেরেছে যে, জীবাশ্ম জ্বালানির দামের আন্তর্জাতিক অনিশ্চয়তা থেকে দেশকে বাঁচাতে হলে আত্মনির্ভর হওয়া ছাড়া গতি নেই।পরিশেষে বলা যায়, বর্তমান ভারতের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ধরে রাখতে এবং আন্তর্জাতিক মঞ্চে দেশের ভাবমূর্তি অক্ষুণ্ণ রাখতে কেন্দ্র সরকার যে দূরদর্শী ও শক্ত পদক্ষেপ নিচ্ছে, তাকে সমর্থন জানানোই সংগত। তবে একই সাথে সরকারের প্রতি আহ্বান থাকবে, দূর ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে যেন বর্তমানের সাধারণ মানুষের পিঠ দেওয়ালে ঠেকে না যায়। আন্তর্জাতিক বাজারের অজুহাতে বারবার মূল্যবৃদ্ধি না করে অভ্যন্তরীণ করের সামঞ্জস্য বিধান করে আমজনতাকে কিছুটা স্বস্তি দেওয়া হোক। পরিকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সচ্ছলতা বজায় রাখাও সরকারেরই পরম কর্তব্য। কেন্দ্র সরকার তার এই দ্বিমুখী দায়িত্ব আরও সচেতনভাবে পালন করবে এটাই দেশবাসীর প্রত্যাশা।

জীবনী

মেঘনাদ সাহা

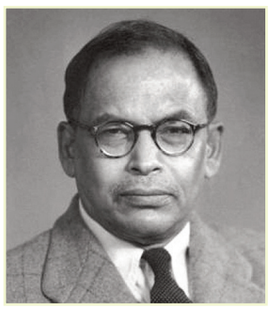

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ভারতীয় বাঙালি তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানী, জ্যোতির্বিজ্ঞানী এবং সমাজ-সংস্কারক মেঘনাদ সাহা উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এক অতি সাধারণ গ্রামীণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করে নিজের মেধা ও কঠোর পরিশ্রমে বিশ্ববিজ্ঞানের দরবারে এক উজ্জ্বল নক্ষত্রে পরিণত হয়েছিলেন। ১৮৯৩ সালের ৬ অক্টোবর অবিভক্ত বাংলার ঢাকা জেলার শ্যাওড়াতলী গ্রামে তাঁর জন্ম হয়। শৈশব থেকেই অত্যন্ত মেধাবী মেঘনাদ দারিদ্র্যের সাথে কঠোর সংগ্রাম করে পড়াশোনা চালিয়ে যান। ঢাকার কিশোরীলাল জুবিলী স্কুল এবং ঢাকা কলেজ থেকে কৃতিত্বের সাথে প্রবেশিকা ও ইন্টারমিডিয়েট পাস করার পর তিনি কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন। সেখানে তিনি শিক্ষক হিসেবে পেয়েছিলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও জগদীশচন্দ্র বসুর মতো দিকপালদের, আর সহপাঠী হিসেবে পেয়েছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ বসু ও নিখিলরঞ্জন সেনের মতো প্রতিভাধর ব্যক্তিত্বদের। ১৯১৫ সালে ফলিত গণিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জনের পর তিনি নবগঠিত বিজ্ঞান কলেজে অধ্যাপক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন।মেঘনাদ সাহার সর্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক কীর্তি হলো 'সাহা সমীকরণ' বা 'সাহা আয়োনাইজেশন ইকুয়েশন' আবিষ্কার যা ১৯২০ সালে প্রকাশিত হয়।এই একটিমাত্র আবিষ্কার জ্যোতির্বিজ্ঞানের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী বিপ্লব এনে দিয়েছিল। নক্ষত্রের ভেতরের অতি উচ্চ তাপমাত্রা এবং চাপে গ্যাসের পরমাণুগুলো কীভাবে আয়নিত হয় এবং তা থেকে নির্গত আলোর বর্ণালী বিশ্লেষণ করে কীভাবে নক্ষত্রের তাপমাত্রা, চাপ ও রাসায়নিক উপাদান নিখুঁতভাবে নির্ধারণ করা যায় তা এই সমীকরণের মাধ্যমেই প্রথম ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়। তাঁর এই থিওরি নক্ষত্রের ভেতরের ভৌত ও রাসায়নিক অবস্থা বোঝার মূল চাবিকাঠি হিসেবে গণ্য করা হয় যা আধুনিক জ্যোতির্পদার্থবিদ্যার ভিত্তি স্থাপন করেছিল। বিখ্যাত ব্রিটিশ জ্যোতির্বিজ্ঞানী আর্থার এডিংটন মেঘনাদ সাহার এই কাজকে গ্যালিলিওর পর জ্যোতির্বিজ্ঞানের অন্যতম প্রধান দশটি আবিষ্কারের একটি হিসেবে অভিহিত করেছিলেন। কেবল গবেষণাগারের চার দেওয়ালে নিজের বিজ্ঞানচর্চাকে সীমাবদ্ধ না রেখে মেঘনাদ সাহা দেশের সাধারণ মানুষের কল্যাণ ও জাতীয় উন্নয়নে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিলেন। ভারতের বন্যা সমস্যা বিশেষ করে দামোদর উপত্যকার বিধ্বংসী বন্যা তাঁকে গভীরভাবে ব্যথিত করেছিল। তিনি নদীমাতৃক ভারতের বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও জলসম্পদ ব্যবহারের জন্য বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা তৈরি করেন যা পরবর্তীকালে 'দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন' বা ডিভিসি (ঙ)ঙ) গঠনে প্রধান ভূমিকা রেখেছিল। ভারতের জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি গঠনেও বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহার অবদান ছিল অনস্বীকার্য যেখানে তিনি বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিনির্ভর শিল্পায়নের পক্ষে সওয়াল করেছিলেন।

কবি নজরুলের শৈশবের দিনগুলো

সুনীল মাইতি
সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক

১৩০৬ সালের ১১ই জ্যৈষ্ঠ (ইংরেজি ১৮৯৯ সালের ২৪ শে মে) কাজী নজরুল ইসলাম জন্মগ্রহণ করেন বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে। দারিদ্রতায় ভরা থাকলেও এই পরিবারটি কিন্তু সম্ভ্রান্ত ছিল। এক ডাকে সকলেই চিনতো। পিতা কাজী ফকির আহমেদ; মাতা জাহিদা খাতুন পাড়ার শুধু নয় ;পাড়ার বাইরে ও সকলের নিকট সম্মানীয় ছিলেন। নিজেদের দারিদ্রতা থাকলেও মাতা জাহেদা গরিব পাড়ার মানুষদের প্রতি ছিলেন বিশেষ যত্নশীল। তাদের যেকোন ব্যাপারে তার অকৃপণ হাত এগিয়ে যেত। তাই তিনি হয়ে উঠেছিলেন সকলের মা।

প্রথম পুত্র কাজী সাহেবজানের পর তিনটি সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার কয়েক দিনের মধ্যেই মারা যায়। এরপর আমাদের প্রিয় মহান কবি কাজী নজরুল ইসলাম বড়ই দুখের দিনে তার আবির্ভাব। তাই তার আদরের নাম দুখু। এক বোন উম্মে কুলসুম আর কনিষ্ঠ ভ্রাতা হলেন কাজী আলী হোসেন।

কবি নজরুলের জন্ম কালের বিবরণ তাঁর পিতামাতার মুখে শোনার পর কবি নিজেই সেই বৃত্তান্ত কবিতার মাধ্যমে প্রকাশ করে গেছেন। কবিতাটি শুরু ছিল এরকমখ..

অবিশ্বাসীরা শোনো শোনো সবে জন্ম কাহিনী মোর
আমার জন্ম ক্ষণে উঠেছিল ঝঞ্ঝা তুফান ঘোর
উড়ে গিয়েছিল ঘরের ছাদ ও ভেঙেছিল গৃহ দ্বার
ইসরাফিলের বজ্র বিষাণ বেজেছিল বারবার।

দুরন্ত নজরুল চুরুলিয়ার সেরা ছেলে গানে ;কবিতায় ;লেটোর গানে ;পালা রচনা তার কাছে জলভাত। চাচা বজলে করিমের হাত ধরে শিখলেন ফার্সি আর লেটো গান কেমন ভাবে আসরে পরিবেশন করতে হয়। তখ নকার দিনে প্রায় প্রতিটি গ্রামে পীর সাহেবের মাজারে তাদের জন্মদিন কে উপলক্ষ করে পাঁচ দিন থেকে সাত দিনের মেলা বসতো; আর সেই মেলায় অপরিহার্য ছিল অলেটো গানদ যা আজ প্রায় উঠেই গেছে। প্রতিটি গ্রামেই একজন করে পীর সাহেব আস্তানা গেড়েছিলেন। চুরুলিয়াতে আবার দুজন পীরের মাজার রয়েছে একটি হল তপীর হাজীপাহালসাহেবদঅপরটি হল দাতা সাহেব। অনেকেই বলেন চার আউলিয়া নিয়ে চুরুলিয়া।

কাজী ফজলে আহমেদ ছিলেন চুরুলিয়া মক্তবের (অধুনা নজরুল বিদ্যাপীঠ) শিক্ষক। তিনিও নজরুলকে ভালোবাসতেন। যত্ন করে পড়াতেন ফার্সি ;উর্দু ;বাংলা। লোকমত অনুযায়ী নজরুলের পিতা কাজী ফকিরের বাড়ির দক্ষিণ দিকে একটি তপীরপুকুর তছিল। প্রাচীনকালে ওখানে এক পীর বাবার আবাস ছিল। নবাব সিরাজউদ্দৌলার কাছ থেকে প্রাপ্তই জমিতে পীরবাবা এই পুকুরটি খনন করেন এবং একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। পীর বাবার মৃত্যুর পর নজরুলের পিতামহ কাজী আমিন উল্লাহের উপর এই পুকুর এবং মসজিদের ভার পড়ে। বংশানুক্রমে নজরুলের পিতা ও দেখাশোনার ভার পেয়েছিলেন। বড় ওস্তাদজী বাইরে কোথাও গেলেই স্কুলের ছেলেমেয়েদের পড়ানোর দায়িত্ব ছোট ওস্তাদজীর হাতেই ন্যস্ত থাকত। লম্বা একটা আকড় গাছের ছড়ি নাচিয়ে নাচিয়ে ক্লাসময় বেড়াতেন বালক নজরুল। সন্ধ্যেবেলায় চিরাগ হাতে দেখা যেত পীরপুকুরের পাড়ে অবস্থিত তহাজী পাহালোয়ানদ সাহেবের দরগায় পিতা -পুত্রকে। সন্ধ্যার আযানের সঙ্গে সঙ্গে চলে আসতেন মসজিদে। পিতা ফকির আহমেদ ছিলেন সুফি মানুষ। নিরহঙ্কার এই মানুষটি ছিলেন গ্রামের মানুষের নিকট অতিপ্রিয় এক স্বজন উদার পন্ডিত মানুষ। তার পাশা খেলার নেশা ছিল। এই পাশা খেলাকে কেন্দ্র করে আইমা সম্পত্তির অনেকটা তিনি নষ্ট করে ফেলেন। সেই সময় প্রত্যেক পাড়াতেই পাশা খেলার একটা রেয়াজ ছিল। আঁশ পরিবার; সাধু পরিবার; বাড়ুজ্যে ;মুখার্জি সব পরিবারেই এই পাশা খেলার একটা চল ছিল।উল্লেখ থাকে যে সেই সময় নজরুল দাবা খেলার এক মস্ত দাবাড়ু হয়ে উঠেছিলেন। যা তার উপন্যাস কুহেলিকায় পাওয়া যায়।

এখানে উল্লেখ্য ১৯২৫ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত দাবা প্রতিযোগিতায় হাঙ্গেরি দাবা খেলোয়াড় ৯ পয়েন্ট পেয়ে প্রথম হয়েছিলেন। নজরুল দেড় পয়েন্ট পেয়ে চতুর্থ স্থানে থেকেদ কিংসপনদ পেয়েছিলেন। কথা সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দাবা প্রেমিক ছিলেন। মাঝে মাঝে তার কলকাতার বাড়িতে দাবার আসল বস্তু এবং নজরুল আমন্ত্রিত হতেন। শরৎচন্দ্র সারাক্ষণ প্রচুর চা ও পান জোগাতেন; শেষে খানাপিনা ও চলত।

খামখেয়ালি নজরুল। বহরমপুরে যুব সম্মেলনে বেরিয়েছেন বাসা থেকে। অধ্যাপক নামকরা দাবাড়ু উপস্থিত। কবি সাথীদের বললেন.. আপনারা যান; আমি ১১ টার ট্রেনে যাচ্ছি। বহরমপুর স্টেশন থেকে অনুষ্ঠান স্থান লোকে লোকারণ্য নজরুল দর্শন এর জন্য। কিন্তু নজরুল কোথায়? রাত্রি ১১ টায় কবি বাড়িতে ফিরে দেখা গেল খাওয়া-দাওয়া ত্যাগ করে কবি এখনো হা হা করে হাসছেন আর প্রতিপক্ষকে চিৎকার করে বলছেন;এবার তোমার রাজা সামলাও বন্ধু!.. এই ছিলেন নজরুল।

কাজী নজরুল ইসলাম ১৯১৭ সালে সিয়ারসোল রাজ হাই স্কুল থেকে চলে যান যুদ্ধে। যোগদান করেন বেঙ্গল রেজিমেন্টে। এই রেজিমেন্ট ভাঙ্গার মুখে একদিন হঠাৎ করে দুটি দিনের প্রাণ হাতে বেতন মিলিটারি পোশাক পরা এক উন্নত শির যুবক চুরুলিয়া স্টেশনে নেমেছিলেন। স্থানীয় মানুষরা দেখে তো অবাক। কে এই মিলিটারি ম্যান? তাঁর কি উদ্দেশ্য? তিনি অমন করে স্টেশনের চতুর্দিকে চোখ মেলে কি খুঁজছেন? অর্থাৎ একজনকে জাপটে ধরে বললেন তুমি আমাকে চিনতে পারলে না হবু; আমি তোমাদের সেই দুখু। জাপটে ধরা দেখে আর যারা ছিল তারা দে দৌড়। কারণ ব্রিটিশ আমলে পুলিশ এবং মিলিটারি দেখলে মানুষজন ভয়ে কাছে কেউ ঘেঁষতো না। লোক গুলো দেখছে; আরে হবুর সঙ্গে মিলিটারি ম্যান কথা বলছে! হাসাহাসি করছে! তাদের ভয় কেটে যাওয়ার পর তারাও এগিয়ে এলো। এখন জানতে পারলেও তাদের দুখু গ্রামে ফিরে এসেছে। সে কি উল্লাস! সেদিন তারা পাথর কয়লা ফায়ার ক্লে; চালানো বন্ধ করে তাদের প্রিয় দুখুর ট্র্যাঙ্ক গরুর গাড়িতে চাপিয়ে মিছিল করে চলল কাজীপাড়ার উদ্দেশ্যে। পথে পড়ে রুইদাস পাড়া; সাধুপাড়া, চাটুজ্যে; মুখার্জি ; নাপিত পাড়া সর্বত্রই লোকে লোকারণ্য।

মাতা জাহিদা খাতুন তখন পেয়ে গেছেন তার প্রাণাধিক পুত্র দুখুকে। যুদ্ধে যাওয়ার পর থেকেই মাতার ক্রন্দন থামেনি। চোখে তিনি এখনো অস্পষ্ট দেখেন। পর্দানশীন মাতা সেই দিন বাঁধ ভাঙ্গা চোখের জলে রাস্তার উপর এসে জড়িয়ে ধরে বলেছিলেন দুখু- এলি বাবা। মাতা ও পুত্রের চোখের জলে সেদিন চুরুলিয়ার শুকনো মাটিতে যেন প্লাবন ডেকেছিল। ১৯০৮ সালে নজরুলের পিতা ফকির আহমেদ ইহলোক ত্যাগ করেন। নজরুলের বয়স তখন মাত্র আট বছর আর বড় ভাতা সাহেব জানের বয়স ১৭ থেকে ১৮ বছর। কনিষ্ঠ ভ্রাতা আলী হোসেনের বয়স চার বছর ;উম্মে কুলসুমের বয়স ৬ বছর। পিতার মৃত্যুর পর সাহেবজান মস্ত বিপদে পড়েছিলেন। গ্রামের কিছু মানুষ কয়লা খাদানে ঠিকাদারি করতেন। চাষবাস কোলিয়ারীতে কাজ -এটাই ছিল এলাকার মানুষের জীবিকা। গ্রামের একজন সহৃদয়ব্যক্তি সাহেবজানকে বলেছিল -কি গো কাজী সাহেব আব্বা তো মারা গেলেন এখন তো সংসারের হাল তোমাকেই ধরতে হবে। চলো আমার সঙ্গে খাদানে; সেখানে আমার মুন্সির কাজ করবে। সাহেবজান রাজি হয়ে যান। মাতা জাহেদা কে সাহেবজান বললে ,মা আমি একটা কাজ পেয়ে গেছি। ভাই বোন গুলোকে মানুষ করতে পারব; চিন্তা কোরো না। আর তুমি যেমন গ্রামের মেয়েদের কেতাব পড়িয়ে যা আয় করো সেটাও সংসারে কাজে লাগবে। সুতরাং আমাদের বিশেষ অসুবিধে থাকবে না। কবি মাতা শুধুই চোখের জল ফেলে যান। কাজী বজলে করিম তখন অধিকাংশ সময় লেটো দলের পরিচর্যায় ব্যস্ত থাকতেন। বিয়ে করেছিলেন খোট্টাডিহি পিমসা গ্রামে। বেশিরভাগ সময় তিনি সেখানেই বাস করতেন। তিনি তার সময়মতো নজরুলের খবর রাখতেন। এর মধ্যে নজরুল বেরিয়ে পড়েছেন কখনো আসানসোল রুটি দোকানে চাকরি করতে; গার্ড সাহেবের স্ত্রীকে গান শোনাবার অঙ্গীকারে গার্ড সাহেবকে সঙ্গ দেওয়ার এক অভিনব জীবিকা নির্বাহ করতেন।

নবীনচন্দ্র ইনস্টিটিউশনের হেডমাস্টার ছিলেন কবি কুমুদ রঞ্জন মল্লিক। পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রকে কে আর মনে রাখে। পরে তিনি বলেছিলেন একটা ছেলে ক্লাসে গেলেই আগে ভাগে উঠে দাঁড়াতো। দুরন্তপনায় ভরা একটা মুখ। নজরুল তাঁর প্রধান শিক্ষককে মনে রেখেছিলেন গভীর সম্মাননায়। কলকাতায় দেখা হতেই কবি পায়ের ধুলো নিয়ে বলেছিলেন আমি সেই নজরুল; যে আপনার স্কুলে পড়েছিল। সেদিন কীর্তিমান যুব কবিকে আরেক কবি বুকে টেনে নিয়েছিলেন। তখন দুই বাংলায় তিনি তবিদ্রোহী কবিদ হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছেন। আর কুমুদ রঞ্জন মল্লিক পল্লী কবি হিসেবে চিহ্নিত হয়েছেন।

জ্ঞানপিপাসু ছাত্র এপার বাংলার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত শুধু লেখাপড়ার জন্য ছুটে বেড়িয়েছেন। আসানসোলে রুটির দোকানে যখন কাজ করছিলেন তখনই তার সাথে দেখা হয়েছিল ওপার বাংলার মানুষ-আসানসোলের দারোগা রফিজুল্লাহ সাহেবের সঙ্গে। তিনি রোজই ছেলেটিকে দেখতেন। একদিন জিজ্ঞাসা করেন তোমার নাম কি? সটান উত্তর -কাজী নজরুল ইসলাম। চুরুলিয়া গ্রামের বাড়ি ওখান থেকে দশ মাইল হবে। দারোগা সাহেব ও কাজী ছিলেন; ফলে মমত্ববোধটা বেশি করে বেড়ে গেল,বললেন যাবে আমার সঙ্গে ওখানে স্কুলে ভর্তি করে দেব। ইতিমধ্যে রফিজ উল্লাহ সাহেব তার গুণের পরিচয় পেয়েছেন তার দোকানের মালিকের নিকট থেকে। সে আপন মনে গান গায়। আলমারির পায়ার গায়ে কবিতা লেখে চকখড়ি দিয়ে ইত্যাদি। দারোগা সাহেব জিজ্ঞাসা করেন বাড়িতে তোমার কে কে আছেন? নজরুল বলেন আমার মা; দাদা ; ভাই ;বোন আছে; বাবা নেই তিনি ইন্তেকাল করেছেন। ছেলেটির প্রতি দারোগা সাহেবের মায়া পড়ে যায়। একদিন তাকে নিয়ে ময়মনসিংহ জেলার ত্রিশালে নিজ বাড়িতে চলে আসেন এবং নজরুলকে ভর্তি করে দেন দরিরামপুর স্কুলে।

কোথাও মন টিকে না তার। দুরন্ত নজরুল ওপার বাংলায় থাকাকালীন এ বিষয়ে বেশ কয়েকটি ছোট গল্প লিখে গেছেন যার মধ্যে আমরা সেই নজরুলকে খুঁজে পাই। এই ছোট গল্পগুলি এখানকার লেখকদের তঅনুগল্পদ হিসেবে চলতে পারে। সমস্ত গল্পগুলি রিক্তের বেদন তশিউলি মালাদ গ্রন্থে রয়েছে। ১৯২৬ সালের ময়মনসিংহ জেলার কৃষক শ্রমিক সম্মেলনে উপস্থিত থাকার জন্য একটি অনুরোধপত্র আসে। নজরুল তখন কৃষ্ণনগরে অসুস্থ; তাই তিনি যেতে পারেননি। উত্তরে লেখেন;

আমার প্রিয় ময়মনসিংহের প্রজা ও শ্রমিক ভাতৃবৃন্দ আপনারা আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা গ্রহন করুন।এই ময়মনসিংহ আমার নিকট নতুন নহে। এই ময়মনসিংহ জেলার নিকট অশেষ ঋণে ঋণী। আমার বাল্যকালের অনেকগুলি দিন ইহার বুকে কাটিয়া গিয়াছে। আমার সেই শৈশব চেনা ভূমির পবিত্র মাটি মাথায় লইয়া ধন্য হইব।

তার ছোট গল্প 'রাক্ষসী'; 'জিনের বাদশা'; অগ্নিগিরি; 'পদ্ম গোখরা' এই গল্প গুলির মধ্যে নজরুলকে খুঁজে পাওয়া যায়। খুব অল্প সময়ের জন্য হলেও খুবই মূল্যবান হৃদয়গ্রাহী সম্পদ রয়েছে এর মধ্যে। যাইহোক এক বৎসরের পর তিনি চলে আসেন চুরুলিয়া গ্রামের সেখান থেকে তার এক বন্ধুর আগ্রহে ভর্তি হন সিয়ারশোল রাজ হাই স্কুলে। ওই স্কুলে বন্ধুটিও পড়াশোনা করতেন।

এখানেই পরিচয় ঘটে শৈলজানন্দের সঙ্গে; তিনি রাণীগঞ্জ হাইস্কুলের ছাত্র ছিলেন। অন্ডালে তাদের বাড়ি ছিল। এই শৈলজানন্দ মুখার্জী পরবর্তী সময়ে বিখ্যাত ঔপন্যাসিক রূপে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। তিনি তার বন্ধু সম্পর্কে স্মৃতিকথা লিখে গেছেন,দকেউ ভোলে না কেউ ভোলেদ-একটি মূল্যবান গ্রন্থ। আজও সেই গ্রন্থ পাঠে ভিজে যায় হৃদয় মন। আরেক খ্রিস্টান বন্ধু ছিলেন শৈলেন ঘোষ। রোজ সন্ধ্যায় তিন বন্ধু একত্রিত হতেন। নানান কাহিনীতে ভরা আনন্দ রথে যাত্রা তিনটি জীবন। বিচিত্র সেই জীবন। ভাগ্যের কি পরিহাস -এই শৈলেন ঘোষের দিদি ছিলেন হিরণ প্রভা যিনি গার্ড সাহেবের স্ত্রী। যেখানে নজরুল কাজ নিয়েছিলেন গান শোনাবার। পরবর্তী সময়ে গার্ড সাহেবের দুর্বিনীত আচরণের ফলে তার দিদির সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। দিদি ডাক্তারি পড়ার জন্য লন্ডনে চলে যান। ডাক্তারি পড়া শেষ করে ফিরে আসেন হিরন প্রভা। তখন তিনি ডাক্তার অরুনা ঘোষ। কলকাতায় তার চিকিৎসার প্রসার হয় যথেষ্ট। দিদির কথা নজরুলের কানে যায়। তিনি একদিন তার সেই দিদির সাথে দেখা করেন। পুরানো সেই দিনগুলি কেউই ভুলতে পারেন নি। দিদি একদিন বুক ভরা ভালবাসা দিয়ে ও ডাগর চোখে আর ঝাঁকড়া চুলে নজরুলকে ধরে রাখ তে পারেননি। সংসারের কুটিল চক্রান্তের ফলে নজরুল কে রাতের অন্ধকারে এক কুৎসিত অপবাদ মাথায় নিয়ে দিদির সম্মান রক্ষার জন্য চলে আসতে হয়। সেদিনও বিদায় ক্ষণে নজরুলের মাথায় হাত রেখে দিদি ঝরঝর করে কেঁদেছিলেন। যাবার সময় ছোট্ট ভাইটির হাতে গভীর মমতায় গুঁজে দিয়েছিলেন কিছু টাকা। সেই দিনটি ও তাদের মনে পড়ে।

গভীর বেদনায় দিদি ও ছোট ভাই নজরুলের চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠে। এরপর তিনি সুযোগ পেলেই দিদির সাথে দেখা করতে যেতেন। কিন্তু তার পরের অধ্যায়টি সম্পর্কে আর কেউ কিছু বলতে পারেন না।

নজরুলের বয়স যখন মাত্র ১১; পুরো দমে তিনি লেটো দলের জন্য পালা ;সং মারফতি ইসলামী সংগীত রচনা করে চলেছেন। সেই সময় অকস্মাৎ কাজী বজলে করিম মারা যান। পিতার মৃত্যুর পর অসহায় পরিবারটি একটু একটু করে যখন নিজের পায়ের উপর দাঁড়াবার চেষ্টা করছে; সেই সময় পুনরায় আরেকটা আঘাত। ব্যথিত নজরুল গানের ছন্দে ছন্দে তার প্রিয় কাকা ও লেটো গানের গুরুকে এই গানটির মধ্য দিয়ে প্রাণের আবেগ ও অকৃত্রিম ভালবাসা তুলে ধরলেন। স্মরণীয় সেই মুহূর্তের গানটি আজও আমাদের চঞ্চল করে তোলে;-

হয়! আমরা কি ভাগ্যহীন
হেনো ওস্তাদ প্রতীম কাজী বজলে করিম হারিয়েছি।
ধিক এ ছার পোড়া কপাল হারায়ে রত্ন অমূলে
শোকে বুক নয়ন জলে ভাসিতেছি।

এই মর্সিয়া গানটি বজলে করিমের মৃত্যুর পর নজরুল লেটো গানের উপযোগী করে লেখেন। এই গানটি তিনি লিখেন সম্ভবত ১৯১০ থেকে ১১ সালে। তখন তিনি লেটো দলের সঙ্গেই ছিলেন। তারপর বেরিয়ে পড়েন তদেখব এবার জগৎটাকে ত-এই মানসিকতায় প্রথমে পড়াশোনা করার জন্য মাথরণ নবীনচন্দ্র ইনস্টিটিউশন; তারপর পুনরায় বাসুদেবের দলে গান-বাজনা মেতে ওঠা; তারপর গার্ড সাহেবের স্ত্রী কে গান শোনানোর কাজ এটাই ছিল তার আসল কাজ। সেখান থেকে আসানসোল এম .এ .বক্সের রুটির দোকানে কাজ; দারোগার মফিজ উল্লাহ সাহেবের তত্ত্বাবধানে ময়মনসিংহ জেলার দারিবাস পুরগমন এবং সেখানে স্কুলে ভর্তি। সেখানে এক বছর ছিলেন। পুনরায় সিয়ারসোল রাজ হাইস্কুলে ভর্তি ১৯১৫ সালে। ১৯১৭ সালে যুদ্ধে গমন। যুদ্ধ থেকে ১৯২০ সালে ফিরে আসেন। এইভাবেই কেটেছিল প্রাণের প্রিয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের শৈশব কৈশোর কাল।

১৩০৬ সালের ১১ই জ্যৈষ্ঠ (ইংরেজি ১৮৯৯ সালের ২৪ শে মে) কাজী নজরুল ইসলাম জন্মগ্রহণ করেন বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে। দারিদ্রতায় ভরা থাকলেও এই পরিবারটি কিন্তু সম্ভ্রান্ত ছিল। এক ডাকে সকলেই চিনতো। পিতা কাজী ফকির আহমেদ; মাতা জাহিদা খাতুন পাড়ার শুধু নয় ;পাড়ার বাইরে ও সকলের নিকট সম্মানীয় ছিলেন। নিজেদের দারিদ্রতা থাকলেও মাতা জাহেদা গরিব পাড়ার মানুষদের প্রতি ছিলেন বিশেষ যত্নশীল। তাদের যেকোন ব্যাপারে তার অকৃপণ হাত এগিয়ে যেত। তাই তিনি হয়ে উঠেছিলেন সকলের মা।
প্রথম পুত্র কাজী সাহেবজানের পর তিনটি সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার কয়েক দিনের মধ্যেই মারা যায়। এরপর আমাদের প্রিয় মহান কবি কাজী নজরুল ইসলাম বড়ই দুখের দিনে তার আবির্ভাব। তাই তার আদরের নাম দুখু। এক বোন উম্মে কুলসুম আর কনিষ্ঠ ভ্রাতা হলেন কাজী আলী হোসেন।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 17-05-2026 02:13 Page 3

মহানগর
নয়া জামানা

মিঠুনই নেপথ্যের কারিগর, শুভেন্দুর প্রশংসায় মহাগুরুও

নিউটাউনের বৈঠকে জমজমাট সৌজন্য

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ নিউটাউনে বর্ষীয়ান অভিনেতা তথা বিজেপি নেতা মিঠুন চক্রবর্তীর সঙ্গে দেখা করলেন পশ্চিমবঙ্গের নতুন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। নির্বাচনের পর এই প্রথম দুই নেতার মুখোমুখি বৈঠক ঘিরে রাজনৈতিক মহলে তুমুল চর্চা শুরু হয়েছে। বৈঠকে একে অপরের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলেন দুজনেই। শুভেন্দু অধিকারী স্পষ্ট জানান, তাঁর মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার নেপথ্যে অন্যতম প্রধান কারিগর হলেন মিঠুন চক্রবর্তী। অন্যদিকে, মিঠুনও গ্যারান্টি দিয়ে বলেন যে, শুভেন্দুর থেকে ভালো মুখ্যমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গ আর পেতেই পারত না।এবারের নির্বাচনে মিঠুন চক্রবর্তীর অক্লান্ত পরিশ্রমের কথা স্মরণ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ক্ষুমিঠুনদা বলেছিলেন দেখা করতে চান, কিন্তু আমি বলেছিলাম; আপনি নন, আমি নিজেই আসব।ক্ষু শুভেন্দুর সংযোজন, বাংলার হৃতগৌরব ফিরিয়ে আনতে এবং মা-বোনদের সুরক্ষিত করতে মিঠুন চক্রবর্তী যেভাবে নিরলস পরিশ্রম করেছেন, তার কোনো তুলনা হয় না। কোনো সাংগঠনিক পদ না নিয়েও গত ৮-১০ মাস ধরে তিনি যেভাবে বুথ স্তরে এবং ঘরে ঘরে গিয়ে প্রচার চালিয়েছেন, তা সত্যিই অভাবনীয়। নির্বাচনের সর্বোচ্চ সভা ও রোড শো করার জন্য মিঠুনদাকে বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানান মুখ্যমন্ত্রী। পাল্টা জবাবে শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বের ভূয়সী প্রশংসা করেন মহাগুরু। তিনি বলেন, আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলছি, শুভেন্দুর থেকে ভালো মুখ্যমন্ত্রী আর কেউ হতে পারে না। শপথ নেওয়ার পর মুহূর্ত থেকেই উনি বাংলার মানুষের জন্য কাজ শুরু করে দিয়েছেন। ওনাকে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে পেয়ে আমরা আশীর্বাদধন্য। আগামী দিনে শুভেন্দুকে এক লড়াকু যোদ্ধা আখ্যা দিয়ে মিঠুন জানান, এই লড়াইয়ে তিনি সবসময় নেপথ্যে থেকে শুভেন্দুর হাত শক্ত করবেন।

বর্ষার আগাম আগমন

উত্তরবঙ্গে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস

থাকলেও দক্ষিণবঙ্গে বজায় থাকবে গরম

টিনা প্রামাণিক ।। নয়া জামানা ।। কলকাতা

প্যাচপ্যাচে গরম থেকে অবশেষে মুক্তি মিলতে চলেছে। নির্ধারিত সময়ের আগেই দেশে বর্ষা প্রবেশের সুখবর শোনাল মৌসম ভবন। সাধারণত ১ জুন কেরলে মৌসুমি বায়ু প্রবেশ করলেও, এবার আগামী ২৬ মে-র মধ্যেই তা দেশের মূল ভূখণ্ডে ঢুকে পড়তে পারে। এমনকি আজই আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে বর্ষার আগমন ঘটছে। দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া একটি সুস্পষ্ট নিম্নচাপ ক্ষেত্রের কারণেই দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু প্রবলভাবে সক্রিয় হয়ে উঠেছে। এর পাশাপাশি একটি নিম্নচাপ অক্ষরেখা পশ্চিম মধ্য প্রদেশ থেকে উত্তর বাংলাদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে, যা উত্তরবঙ্গের ওপর দিয়ে গিয়েছে।এই আবহাওয়ার জেরে উত্তরবঙ্গে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে। আজ শনিবার থেকেই দার্জিলিং, কালিম্পং, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ারে বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি হতে পারে। উত্তরবঙ্গের আট জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পাশাপাশি ঘণ্টায় ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। রবিবার আলিপুরদুয়ারে অতি ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে। সোমবারও জলপাইগুড়ি ও কোচবিহারে ভারী বৃষ্টি চলবে। তবে বুধবার থেকে উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির দাপট কিছুটা কমবে।উত্তরের পরিস্থিতি এমন হলেও, দক্ষিণবঙ্গের ভাগ্য এখনই ফিরছে না। সেখানে ভারী বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। আজ বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া ও পূর্ব মেদিনীপুরের মতো পশ্চিমের কিছু জেলায় ৩০ থেকে ৫০ কিলোমিটার বেগে দমকা হাওয়া এবং বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। কলকাতা-সহ বাকি জেলাগুলিতে আকাশ আংশিক মেঘলা থাকবে এবং স্থানীয়ভাবে বজ্রগর্ভ মেঘ তৈরি হতে পারে। তবে রবিবার থেকে বৃহস্পতিবারের মধ্যে দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনা আরও কমবে এবং গরম ও অস্বস্তিকর আবহাওয়া ক্রমশ বৃদ্ধি পাবে।কলকাতাতেও আজ রোদের তেজ থাকবে এবং গরম বাড়বে। গত ২৪ ঘণ্টায় কলকাতায় ১৬.৪ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে, তবে আজ ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা খুবই সামান্য। গতকাল শহরের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৫.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ সর্বোচ্চ ৯৪ শতাংশ হওয়ায় অস্বস্তি বজায় থাকবে। এদিকে দেশের মধ্যে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে মহারাষ্ট্রের অমরাবতীতে (৪৫.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস) এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল অসমের হাফলং-এ (১৭.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস)। উত্তরবঙ্গে বর্ষার আমেজ তৈরি হলেও, দক্ষিণবঙ্গে বর্ষা কবে আসবে তা এখনও স্পষ্ট করেনি হাওয়া অফিস।

ডায়মন্ড হারবার রোডের বহুতল ভাঙায় হাইকোর্টের স্থগিতাদেশ

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ ডায়মন্ড হারবার রোডের একটি ছয়তলা আবাসন ভেঙে ফেলার নির্দেশ ঘিরে শুরু হয়েছে বিতর্ক। দমকল বিভাগের জারি করা নোটিসের বিরুদ্ধে আদালতের দ্বারস্থ হন আবাসনের বাসিন্দারা। শনিবার জরুরি শুনানির পর সেই নোটিসে অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট।

দমকল বিভাগের দাবি, বহুতলটিতে পর্যাপ্ত অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা নেই। সেই কারণেই বাসিন্দাদের দ্রুত ফ্ল্যাট খালি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। পাশাপাশি আলিপুর থানাকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ভবনটি ভেঙে ফেলার জন্যও জানানো হয়। এই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেন আবাসনের বাসিন্দারা। মামলার শুনানিতে বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য নির্দেশ দেন, আগামী ৩০ জুন পর্যন্ত ওই বহুতলের বিরুদ্ধে কোনও ভাঙার পদক্ষেপ করা যাবে না।শুধু স্থগিতাদেশই নয়, এত কম সময়ের মধ্যে ভেঙে ফেলার নির্দেশ কেন দেওয়া হল, তা নিয়েও দমকল বিভাগের কাছে ব্যাখ্যা চেয়েছে আদালত। আগামী ৮ জুন মামলার পরবর্তী শুনানি রয়েছে। সম্প্রতি শহরের বিভিন্ন এলাকায় বেআইনি নির্মাণ ও অগ্নি নিরাপত্তা নিয়ে প্রশাসনের কড়া অবস্থানের মধ্যেই এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে।

কলকাতার খাদ্যপ্রেমীদের খারাপ খবর!

নিজামসে আপাতত নেই গোমাংসের পদ

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ শহরের বিখ্যাত খাবারের ঠিকানাগুলির মধ্যে অন্যতম নিজামস। বিশেষ করে কাঠি রোল, কাবাব ও তন্দুরি আইটেমের জন্য বহু বছর ধরেই খাদ্যরসিকদের কাছে আলাদা জনপ্রিয়তা রয়েছে এই ঐতিহ্যবাহী রেস্তরাঁর। তবে এবার সেই নিজামস থেকেই এল খারাপ খ বর। আপাতত বন্ধ রাখা হয়েছে গোমাংসের বিভিন্ন পদ।রেস্তরাঁ সূত্রে জানা গিয়েছে, গোমাংসের জোগানে ঘাটতির কারণেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ফলে মেনু থেকে সাময়িকভাবে বাদ পড়েছে কয়েকটি জনপ্রিয় বিফ আইটেম। আর তাতেই কিছুটা হতাশ নিয়মিত ক্রেতারা।প্রতিদিন শহরের নানা প্রান্ত থেকে বহু মানুষ নিজামসে ভিড় জমান বিশেষ স্বাদের রোল ও কাবাব খেতে। তার মধ্যে গোমাংসের তৈরি পদগুলির চাহিদা ছিল সবচেয়ে বেশি। হঠাৎ সেই পদ না মেলায় অনেকেই অবাক হয়েছেন।যদিও রেস্তরাঁ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, এটি সাময়িক সমস্যা। জোগান স্বাভাবিক হলে ফের আগের মতোই গোমাংসের পদ মেনুতে ফিরিয়ে আনা হবে।কলকাতার খাদ্যপ্রেমীদের একাংশের মতে, নিজামসের গোমাংসের বিশেষ স্বাদই ছিল আলাদা আকর্ষণ। তাই আপাতত সেই প্রিয় পদ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় মনখারাপ অনেকেরই।

বস্তিবাসীদের স্বস্তি

ব্রেস ব্রিজ রেল স্টেশন চত্বরে উচ্ছেদে অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ হাইকোর্টের

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ ব্রেস ব্রিজ রেল স্টেশন চত্বর থেকে বস্তি উচ্ছেদের নোটিসের উপর অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি হিরন্ময় ভট্টাচার্য স্পষ্ট জানিয়েছেন, আগামী ২০ মে পর্যন্ত বা আদালতের পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত এই স্থগিতাদেশ জারি থাকবে। গত ৯ মে পূর্ব রেলের তরফে একটি উচ্ছেদ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল, যা নিয়ে তীব্র বিতর্ক তৈরি হয়। সেই নোটিসকে চ্যালেঞ্জ করে আদালতের দ্বারস্থ হন ওই এলাকায় বসবাসকারী প্রায় ৬ হাজার বস্তিবাসী। মামলাকারীদের অভিযোগ, পাবলিক প্রেমিসেস অ্যাক্ট, ১৯৭১-এর অধীনে যে বাধ্যতামূলক আইনি প্রক্রিয়া রয়েছে, তা অনুসরণ না করেই কর্তৃপক্ষ গণউচ্ছেদ অভিযান চালানোর চেষ্টা করছে। শুক্রবার এই মামলার শুনানিতে বিচারপতি হীরন্ময় ভট্টাচার্য জানান, সংশ্লিষ্ট চত্বর থেকে আবেদনকারীদের উচ্ছেদের ক্ষেত্রে আইনানুগ এবং নির্ধারিত প্রক্রিয়া সঠিকভাবে মেনে চলা হয়েছে কি না, তা গভীরভাবে খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। আদালতের এই সিদ্ধান্তের ফলে আপাতত বড়সড় স্বস্তি পেলেন ব্রেস ব্রিজ স্টেশন সংলগ্ন এলাকার হাজার হাজার বাসিন্দা।

আগামী দিনে আইন মেনে পদক্ষেপ করা হয়েছে কি না, তার ওপরই নির্ভর করবে এই উচ্ছেদ অভিযানের ভবিষ্যৎ।

সুরেন্দ্রনাথ কলেজে ভর্তির নামে কোটি টাকার আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ বিজেপির, নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি সজল ঘোষের

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ সুরেন্দ্রনাথ কলেজকে ঘিরে উঠল কোটি টাকার আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ। কলেজের ছাত্র সংসদের তহবিলে বিপুল পরিমাণ টাকা জমা হওয়া নিয়ে প্রশ্ন তুলে তদন্তের দাবি জানাল বিজেপি। এই বিষয়ে মুখ ্যমন্ত্রীর কাছে লিখিত অভিযোগ পাঠিয়েছেন বরানগরের বিধায়ক সজল ঘোষ। বিজেপির অভিযোগ, কলেজে ভর্তির নাম করে দীর্ঘদিন ধরে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে বেআইনিভাবে মোটা অঙ্কের টাকা তোলা হয়েছে। সেই টাকার বড় অংশ ছাত্র সংসদের অ্যাকাউন্টে জমা পড়েছে বলেও দাবি করা হয়েছে।ব্যাঙ্কের নথির তথ্য তুলে ধরে সজল ঘোষ বলেন, সাধারণত ছাত্র সংসদের জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে অল্প টাকা নেওয়া হয়। সেখানে বছরে কয়েক কোটি টাকা জমা হওয়া স্বাভাবিক নয় বলেই তাঁর দাবি।বিজেপির আরও অভিযোগ, এই ঘটনার সঙ্গে কলেজের কিছু শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মীর একাংশও জড়িত থাকতে পারেন। তাই পুরো বিষয়টির নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়া প্রয়োজন বলে দাবি গেরুয়া শিবিরের।ঘটনাকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলে ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে জোর আলোচনা। যদিও এই অভিযোগের বিষয়ে এখনও পর্যন্ত কলেজ কর্তৃপক্ষের তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

আরজি কর কাণ্ডে নতুন মোড়!

বিশেষ বেঞ্চ গঠন কলকাতা হাইকোর্টের

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ আরজি কর মেডিক্যাল কলেজে তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় দায়ের হওয়া মামলায় নতুন মোড় এল। মামলার দ্রুত ও বিস্তারিত শুনানির স্বার্থে বিশেষ ডিভিশন বেঞ্চ গঠন করল কলকাতা হাইকোর্ট। এবার বিচারপতি শম্পা সরকার এবং বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের বেঞ্চে মামলার শুনানি হবে।

এর আগে সময়ের অভাবের কারণ দেখিয়ে মামলা থেকে সরে দাঁড়িয়েছিল বিচারপতি দেবাংশু বসাকের ডিভিশন বেঞ্চ। পরে একই কারণে মামলাটি থেকে অব্যাহতি নেয় বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার বেঞ্চও। এরপর মামলাটি নতুন বিশেষ বেঞ্চে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল।আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, নির্যাতিতার পরিবারের পক্ষ থেকে জমা দেওয়া অতিরিক্ত হলফনামার ভিত্তিতে সিবিআইকে রিপোর্ট জমা দিতে বলা হয়েছিল। সেই রিপোর্ট সম্প্রতি মুখ বন্ধ খামে আদালতে জমা দেয় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। তারপরই বিচারপতি মান্থার বেঞ্চ মামলা থেকে সরে দাঁড়ানোর কথা জানায়।শুনানির সময় বিচারপতি মান্থা মন্তব্য করেন, এই মামলার দ্রুত নিষ্পত্তি প্রয়োজন। রাজ্যজুড়ে এই ঘটনাকে ঘিরে উদ্বেগ রয়েছে বলেও উল্লেখ করেন তিনি। পাশাপাশি বিস্তারিত শুনানির জন্য পর্যাপ্ত সময় দিতে পারবেন এমন বেঞ্চেই মামলাটি পাঠানো উচিত বলে মত প্রকাশ করেন বিচারপতি।এদিকে, আরজি কর কাণ্ডে বিচারবিভাগীয় কমিশন গঠনের সম্ভাবনাও সামনে এসেছে।

গোটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে এখনও রাজ্য রাজনীতি ও প্রশাসনিক মহলে জোর চর্চা চলছে।

সাইবার জালিয়াতির নতুন ফাঁদ!

ডিজিটাল অ্যারেস্টে ৪৫ লক্ষ খোয়ালেন অধ্যাপক

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ ডিজিটাল অ্যারেস্টের ফাঁদে পড়ে ৪৫ লক্ষ টাকা খোয়ালেন লেক এলাকার এক অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক। ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে কলকাতা পুলিশের সাইবার বিভাগ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, কয়েকদিন আগে ওই অধ্যাপকের মোবাইলে একটি ফোন আসে। ফোনে নিজেদের কুরিয়ার সংস্থার কর্মী পরিচয় দিয়ে জানানো হয়, তাঁর নামে দুবাই থেকে একটি সন্দেহজনক পার্সেল এসেছে।

এরপর আধার নম্বর চাওয়া হলে তিনি তা দিয়ে দেন। পরে তাঁকে ভিডিও কলে আসতে বলা হয়। ভিডিও কলে এক ব্যক্তি নিজেকে মুম্বই পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চের অফিসার পরিচয় দিয়ে দাবি করেন, অধ্যাপকের আধার ব্যবহার করে বেআইনি লেনদেন ও হাওলার মাধ্যমে টাকা পাচার হয়েছে।

এরপর তাঁকে 'ডিজিটাল অ্যারেস্ট'-এর ভয় দেখিয়ে গ্রেপ্তারের হুমকি দেওয়া হয়। অভিযোগ,

আতঙ্কে পড়ে প্রতারকদের দেওয়া একাধিক ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে মোট ৪৫ লক্ষ টাকা পাঠিয়ে দেন ওই অধ্যাপক। পরে আরও টাকা দাবি করা হলে তাঁর সন্দেহ হয়। এরপর তিনি লেক থানায় অভিযোগ দায়ের করেন।

কবি সুভাষে মেরামতির কাজ, রবিবার ব্যাহত হবে মেট্রো পরিষেবা

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ মেট্রো যাত্রীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করল কলকাতা মেট্রো কর্তৃপক্ষ। কবি সুভাষ স্টেশনে চলতে থাকা সংস্কার ও মেরামতির কাজের জন্য ব্লু লাইনের

একাংশে মেট্রো পরিষেবা বন্ধ রাখা হবে।মেট্রো সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার শহিদ ক্ষুদিরাম থেকে মহানায়ক উত্তমকুমার (টালিগঞ্জ) স্টেশন

পর্যন্ত কোনও মেট্রো চলবে না। রেক পরিবর্তনের কাজ সহজে ও দ্রুত শেষ করার জন্য এই ট্রাফিক ব্লকের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

তবে টালিগঞ্জ থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত মেট্রো পরিষেবা স্বাভাবিক থাকবে। ফলে ওই অংশের যাত্রীরা আগের মতোই মেট্রো ব্যবহার করতে পারবেন।উল্লেখ্য, গত বছর কবি সুভাষ

স্টেশনের প্ল্যাটফর্মের একটি পিলারে ফাটল ধরা পড়ার পর থেকেই ওই অংশে মেট্রো চলাচল বন্ধ রয়েছে।

কলকাতা, হাওড়া ও হুগলি জেলার মহকুমা ও প্রতিটি ব্লকে সাংবাদিক প্রয়োজন। যোগাযোগ ৯০০২৯৮৯১৩২

8
১৭ মে ২০২৬

উত্তরবঙ্গ

নয়া জামানা

শুভেন্দুর কনভয়ে হামলা মামলায় গ্রেপ্তার ৪

প্রদীপ কুন্ডু ।। নয়া জামানা ।। কোচবিহার

রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর পুরনো একাধিক স্পর্শকাতর মামলায় নতুন করে সক্রিয় হয়ে উঠেছে পুলিশ প্রশাসন। তারই অঙ্গ হিসেবে কোচবিহারের খাগড়াবাড়িতে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী-র কনভয়ে হামলার ঘটনায় বড় পদক্ষেপ নিল পুলিশ। শুক্রবার বিকেলে এই ঘটনায় চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুন্ডিবাড়ী থানা। ধৃতদের মধ্যে রয়েছেন কোচবিহার ২ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি শুভঙ্কর দে, পুন্ডিবাড়ী গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান নুর আলম, বর্তমান পঞ্চায়েত সদস্য রঘুনাথ সরকার এবং জাহাঙ্গীর খান। উল্লেখযোগ্যভাবে, গত বছরের ৫ আগস্ট খাগড়াবাড়ি এলাকায় শুভেন্দু অধিকারীর কনভয়ে হামলার অভিযোগ ঘিরে তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়েছিল গোটা রাজ্য রাজনীতিতে। অভিযোগ ছিল, কনভয়ের উপর ইট-পাথর ছোড়া হয় এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশকে হস্তক্ষেপ করতে হয়। ঘটনার পর মামলা দায়ের হলেও দীর্ঘদিন ধরে তদন্ত কার্যত স্থবির হয়ে পড়ে।

বিরোধীদের অভিযোগ ছিল, শাসকদলের প্রভাবশালী নেতাদের ছত্রছায়ায় থাকায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কোনও কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। সরকার পরিবর্তনের পর সেই চিত্র বদলাতে শুরু করেছে বলে রাজনৈতিক মহলের একাংশ মনে করছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনার ভিডিও ফুটেজ, প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্যপ্রমাণ খতিয়ে দেখেই এই চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তদন্তে আরও বেশ কিছু নাম উঠে আসতে পারে বলেও ইঙ্গিত মিলেছে। শনিবার ধৃত চারজনকে কোচবিহার জেলা আদালতে পেশ করা হয়। এই গ্রেপ্তারিকে ঘিরে ফের চাপের মুখে পড়েছে তৃণমূল কংগ্রেস-এর জেলা নেতৃত্ব। অন্যদিকে, পুলিশের এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছে বিরোধী শিবির। রাজনৈতিক পালাবদলের পর আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় প্রশাসনের ভূমিকা কতটা কঠোর হয়, এখন সেদিকেই নজর জেলার সাধারণ মানুষের।

শপথের পর সংবর্ধনায় ভাসলেন বিধায়ক

নয়া জামানা, কোচবিহার ঃ দ্বিতীয়বার তুফানগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্র থেকে জয়ী হয়ে শপথ গ্রহণের পর শনিবার কোচবিহারে ফিরলেন বিজেপি
বিধায়ক মালতি রাভা রায়। নিউ কোচবিহার স্টেশনে পৌঁছাতেই দলীয় কর্মী-সমর্থকদের উচ্ছ্বাসে মুখ র হয়ে ওঠে স্টেশন চত্বর। ফুলের মালা, শুভেচ্ছা ও স্লোগানে তাঁকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানো হয়। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিধায়ক বলেন, তুফানগঞ্জের
মানুষের আস্থার মর্যাদা রক্ষা করাই তাঁর প্রধান লক্ষ্য। রাস্তা, পানীয় জল, স্বাস্থ্য ও
শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে আরও সক্রিয়ভাবে কাজ করার আশ্বাস দেন তিনি।
সাধারণ মানুষের পাশে থাকার বার্তাও দেন নবনির্বাচিত বিধায়ক।

অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেপ্তার বৃদ্ধ

সামির হোসেন, নয়া জামানা, দিনহাটা ঃ আবারও বড় সাফল্য পেল পুলিশ। গোপন সূত্রে প্রাপ্ত খ বরের ভিত্তিতে শুক্রবার গভীর রাতে সাহেবগঞ্জ থানা-র ওসি নকুল রায়ের নেতৃত্বে অভিযান চালিয়ে এক ব্যক্তিকে আগ্নেয়াস্ত্রসহ গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতের নাম গোপীনাথ সাহা (৬৩)।
তাঁর বাড়ি সাহেবগঞ্জ থানার ঘাটপার এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বড়শাকদল গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত নিগমনগর ঘাটপার ব্রিজ সংলগ্ন এলাকা থেকে তাঁকে আটক করা হয়। তল্লাশি চালিয়ে ধৃতের কাছ থেকে দুটি দেশি আগ্নেয়াস্ত্র এবং এক রাউন্ড গুলি উদ্ধার করে পুলিশ। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ মনে করছে, এই আগ্নেয়াস্ত্রগুলি বেআইনি উদ্দেশ্যে মজুত করা হয়েছিল। শনিবার ধৃতকে দিনহাটা আদালত-এ তোলা হলে বিচারক তাঁকে তিন দিনের পুলিশি হেফাজতে রাখার নির্দেশ দেন। আগামী ১৯ মে ফের তাঁকে আদালতে তোলা হবে বলে জানানো হয়েছে। উল্লেখ্য, বিধানসভা ভোটের আগেই দিনহাটা মহকুমার বিভিন্ন এলাকায় অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্রের আমদানি বৃদ্ধি পেয়েছিল বলে অভিযোগ ওঠে। এর আগেও একাধিক অভিযানে পুলিশ বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করেছে। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বাইরে থেকে এই ধরনের আগ্নেয়াস্ত্র আনা হচ্ছিল বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহলের একাংশ। পুলিশ পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখছে এবং ঘটনার সঙ্গে আর কেউ যুক্ত আছে কি না, তা জানার চেষ্টা চলছে।

চুরি মামলায় সাফল্য পুলিশের

নয়া জামানা, শিলিগুড়ি ঃ ভোট পর্ব শেষ হতেই অপরাধ দমনে ফের অ্যাকশন মোডে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশ। শহরের একাধিক চুরি মামলার তদন্তে উল্লেখ যোগ্য সাফল্যের কথা জানাল পুলিশ প্রশাসন।
শনিবার সাংবাদিক বৈঠকে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের ডিসিপি রানা মুখার্জী। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, চলতি বছরের জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসে শহরে দুটি বড় চুরির ঘটনা ঘটে। জানুয়ারিতে একটি বিএসএফ ক্যাম্প থেকে কম্পিউটারসহ গুরুত্বপূর্ণ সরঞ্জাম চুরি হয়। ফেব্রুয়ারিতে সেবক রোডের মিলিটারি স্টেশন এলাকা থেকে একটি মোটরবাইক চুরি যাওয়ার অভিযোগ ওঠে। তদন্তে নেমে সিসিটিভি ফুটেজ ও তথ্যপ্রমাণ বিশ্লেষণ করে ভক্তিনগর থানার কুখ্যাত চোর রাকেশ মিস্ত্রিকে মূল অভিযুক্ত হিসেবে চিহ্নিত করে পুলিশ।
কিছুদিন পলাতক থাকার পর তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। জেরায় তার কাছ থেকে চুরি যাওয়া সরঞ্জাম ও মোটরবাইক উদ্ধার হয়েছে। এছাড়াও আসিঘর এলাকায় একটি বাড়ি থেকে সাড়ে চার লক্ষ টাকা নগদ ও সোনার গয়না চুরির ঘটনায় কুমার রায় নামে এক অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তার কাছ থেকে প্রায় ৩ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা ও সমস্ত সোনার গয়না উদ্ধার করেছে পুলিশ। ডিসিপি জানান, তিনটি পৃথক ঘটনায় অভিযুক্তদের রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। শহরের বাকি তদন্তাধীন মামলাগুলিতেও দ্রুত সাফল্য আসবে বলে আশ্বাস দেয় শিলিগুড়ি পুলিশ।

কাটমানি ফেরতের দাবি মানুষের

সামির হোসেন, নয়া জামানা, দিনহাটা ঃ আবাস যোজনার ঘরের নাম করে টাকা নেওয়ার অভিযোগে শনিবার দুপুরে পুটিমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের জড়াবাড়ি এলাকায় তীব্র বিক্ষোভ ছড়ায়।
পুটিমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান প্রিয়ঙ্কর রায় বর্মনের বাড়ির সামনে জড়ো হয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা দাবি করেন, ঘর পাইয়ে দেওয়ার নাম করে তাঁদের কাছ থেকে ১০ থেকে ২০ হাজার টাকা পর্যন্ত নেওয়া হয়েছে। ফলে বহু দরিদ্র পরিবার ঘরের কাজ অসম্পূর্ণ অবস্থায় রেখে বিপাকে পড়েছেন। বিক্ষোভকারীরা অভিযোগের তালিকা পেশ করে নেওয়া টাকা অবিলম্বে ফেরতের দাবি জানান।
কয়েকজন জানান, টাকা দেওয়ার পরও ঘরের অর্থ তাঁদের অ্যাকাউন্টে ঢোকেনি বা অন্য অ্যাকাউন্টে গেছে। প্রশাসনের কাছে দ্রুত তদন্ত ও কড়া পদক্ষেপের দাবি তুলেছেন এলাকাবাসী।

স্বপ্না বর্মনের বাড়িতে আগুন

নয়া জামানা, জলপাইগুড়ি ঃ রাতের অন্ধকারে জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জ বিধানসভা এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়াল।
তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী তথা এশিয়াডে সোনাজয়ী অ্যাথলিট স্বপ্না বর্মন-এর বাড়িতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকাজুড়ে তীব্র উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে। জলপাইগুড়ির পাতকাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘোষপাড়ায় স্বপ্না বর্মনের দুটি বাড়ি রয়েছে। এর মধ্যে একটি বাড়িতে তিনি পরিবার নিয়ে বসবাস করেন। ঘটনাটি ঘটে শুক্রবার রাত আনুমানিক সাড়ে আটটা নাগাদ। জানা যায়, তাঁর পুরনো ও বর্তমানে পরিত্যক্ত বাড়িতে হঠাৎ আগুন লাগার খবর সামনে আসে।
স্বপ্না বর্মন নিজেই তাঁর ফেসবুক অ্যাকাউন্টে অগ্নিকাণ্ডের বিষয়টি পোস্ট করতেই দ্রুত তা ছড়িয়ে পড়ে এবং এলাকায় চাঞ্চল্য দেখা দেয়। খ বর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ ও দমকল বাহিনী। ঘটনার সময় বাইরে মুষলধারে বৃষ্টি চলছিল, ফলে আগুন ঘরের বাইরে ছড়িয়ে পড়তে পারেনি। দমকল কর্মীরা দ্রুত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে,
ওই বাড়িতে কেউ বসবাস করতেন না। একটি ঘরের ভিতরে রাখা কিছু জ্বালানি কাঠ ও কাগজপত্রে আগুন লেগেছিল বলে প্রাথমিকভাবে অনুমান। অগ্নিকাণ্ড কীভাবে ঘটল, তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোটা এলাকায় এখন নানা প্রশ্ন ও জল্পনা চলছে।

টিকিয়াপাড়ায় ড্রাগস বিরোধী অভিযানে হামলা

নয়া জামানা, শিলিগুড়ি ঃ টিকিয়াপাড়া এলাকায় ড্রাগস বিরোধী অভিযানে অংশ নেওয়ার পর আক্রান্ত হওয়ার অভিযোগ উঠল দুই বিজেপি কর্মীকে ঘিরে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে শিলিগুড়ির ২৮ নম্বর ওয়ার্ডে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। শুক্রবার বিজেপির ৫ নম্বর মণ্ডলের উদ্যোগে টিকিয়াপাড়া এলাকায় মাদক বিরোধী সচেতনতা ও প্রতিরোধমূলক অভিযান চালানো হয়। অভিযোগ, অভিযান শেষ করে বাড়ি ফেরার সময় দিলীপ গুপ্তা ও বিনোদ সাউ নামে দুই বিজেপি কর্মীকে একা পেয়ে আক্রমণ করে এলাকার কয়েকজন মাদক ব্যবসায়ী। বেধড়ক মারধরের ফলে দু'জনই গুরুতরভাবে আহত হন বলে অভিযোগ। স্থানীয়দের সহায়তায় আহত কর্মীদের উদ্ধার করে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।
বর্তমানে সেখানেই তাঁদের চিকিৎসা চলছে। চিকিৎসক সূত্রে জানা গিয়েছে, দু'জনেরই শারীরিক অবস্থা আপাতত স্থিতিশীল, তবে আরও কিছুদিন পর্যবেক্ষণে রাখা প্রয়োজন। ঘটনার খবর পেয়ে শনিবার সকালে হাসপাতালে আহত কর্মীদের দেখতে যান শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ।
তিনি আহতদের সঙ্গে কথা বলেন এবং পরিবারের সদস্যদের পাশে থাকার আশ্বাস দেন। এই ঘটনায় বিজেপির তরফে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়েছে। দলের দাবি, এলাকায় মাদক কারবারের বিরুদ্ধে সরব হওয়াতেই এই হামলা। অবিলম্বে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানানো হয়েছে। পুলিশ পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

ময়নাগুড়িতে সিটবেল্ট অভিযান পুলিশের

রঞ্জন সাহা, নয়া জামানা, ময়নাগুড়ি ঃ রাজ্য সরকারের নির্দেশে শনিবার ময়নাগুড়ি শহর ও ট্রাফিক মোড়ে সিট বেল্ট ও হেলমেট ব্যবহারের উপর বিশেষ অভিযান চালাল ময়নাগুড়ি ট্রাফিক পুলিশ। ময়নাগুড়ি ট্রাফিক ওসি জয় সরকারের নেতৃত্বে এই অভিযানে মোটরসাইকেল, স্কুটি ও চারচাকা গাড়ির চালকদের কড়া নজরদারির মধ্যে রাখা হয়। ট্রাফিক পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, হেলমেট না পরা বাইক ও স্কুটি চালক এবং সিট বেল্ট ব্যবহার না করা চারচাকা গাড়ির চালকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়।
এদিন প্রায় ৬০ থেকে ৭০ জন চালকের কাছ থেকে জরিমানা আদায় করা হয় এবং তাঁদের হাতে আইনি রসিদ তুলে দেওয়া হয়। পাশাপাশি চালকদের নিরাপত্তা সংক্রান্ত নিয়ম মেনে চলার জন্য সতর্কও করা হয়। অভিযান চলাকালীন ট্রাফিক পুলিশের পক্ষ থেকে চালকদের উদ্দেশ্যে সচেতনতা বার্তা দেওয়া হয়। বাইক ও স্কুটি চালকদের হেলমেট পরা এবং চারচাকা চালকদের সিট বেল্ট বাঁধার গুরুত্ব বোঝানো হয়। পুলিশ জানিয়েছে, এই ধরনের অভিযান আগামী দিনেও নিয়মিত চলবে। উল্লেখ্য, সাম্প্রতিক সময়ে ময়নাগুড়ি ট্রাফিক ও হাইওয়ে পুলিশের যৌথ অভিযানের ফলে বহু চালকই এখন আইন মেনে হেলমেট ও সিট বেল্ট ব্যবহার করছেন বলে লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

বেপরোয়া গতিতে টোটো দুর্ঘটনা শিমুলতলায়

নয়া জামানা, খড়িবাড়ি ঃ খড়িবাড়ির পানিট্যাঙ্কি এলাকার শিমুলতলা সংলগ্ন রাস্তায় শুক্রবার রাতে এক ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হলেন সাতজন টোটোযাত্রী। জানা গিয়েছে, নকশালবাড়ি দিক থেকে বাতাসির উদ্দেশ্যে একটি টোটোয় করে সাতজন যাত্রী যাচ্ছিলেন। সেই সময় পিছন দিক থেকে বেপরোয়া গতিতে আসা একটি চারচাকা গাড়ি চলন্ত টোটোটিকে সজোরে ধাক্কা মারে।
ধাক্কার তীব্রতায় টোটোটি রাস্তার উপর ছিটকে পড়ে যায় এবং টোটোতে থাকা সকল যাত্রী গুরুতরভাবে আহত হন। দুর্ঘটনার পর ঘটনাস্থলে চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু হলে স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত ছুটে আসেন। আহতদের উদ্ধার করে প্রথমে নকশালবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতাল-এ নিয়ে যাওয়া হয়। পরে কয়েকজন যাত্রীর শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁদের উন্নত চিকিৎসার জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল-এ স্থানান্তরিত করা হয়। ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়ি-র পুলিশ। পুলিশ ঘাতক চারচাকা গাড়িটিকে আটক করার পাশাপাশি চালককেও হেফাজতে নিয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে অনুমান করা হচ্ছে, অতিরিক্ত গতির কারণেই এই দুর্ঘটনা ঘটে থাকতে পারে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, ওই রাস্তায় দীর্ঘদিন ধরেই বেপরোয়া গতিতে গাড়ি চলাচল করছে, অথচ প্রশাসনিক নজরদারি অত্যন্ত কম। দ্রুত গতি নিয়ন্ত্রণ ও নিয়মিত পুলিশি নজরদারির দাবি তুলেছেন তাঁরা।

ডেঙ্গু রুখতে ফারাবারিতে সচেতনতা র‍্যালি

নয়া জামানা, শিলিগুড়ি ঃ আন্তর্জাতিক ডেঙ্গু দিবস উপলক্ষে সচেতনতার বার্তা ছড়াতে ফারাবারি মহাদেব স্পোর্টিং ক্লাব ও এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার উদ্যোগে বর্ণাঢ্য র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়। পড়ুয়াদের অংশগ্রহণে র‍্যালিটি এলাকার গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা ঘুরে ডেঙ্গু প্রতিরোধের বার্তা দেয়। প্ল্যাকার্ড ও স্লোগানে জল জমতে না দেওয়া, পরিষ্কার-
পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা এবং মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধের আহ্বান জানানো হয়। আয়োজকদের মতে, বর্ষার আগে এই উদ্যোগ জনসচেতনতা বাড়াতে সহায়ক।
ক্লাব সদস্য ও স্থানীয় বাসিন্দাদের অংশগ্রহণে কর্মসূচিটি প্রশংসিত হয়। ভবিষ্যতেও এমন উদ্যোগ চলবে বলে জানানো হয়েছে।

আলিপুরদুয়ারে উচ্ছ্বাসে ভাসলেন পরিতোষ

বিধায়ক হিসেবে শপথ গ্রহণের পর শনিবার আলিপুরদুয়ারে ফিরেই কর্মী-সমর্থকদের উষ্ণ সংবর্ধনায় ভাসলেন আলিপুরদুয়ারের নবনির্বাচিত বিধায়ক পরিতোষ দাস। এদিন নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশন-এ পদাতিক এক্সপ্রেসে পৌঁছতেই দলীয় কর্মী ও সমর্থকদের ভিড়ে মুখর হয়ে ওঠে গোটা স্টেশন চত্বর। ফুলের মালা, শুভেচ্ছা ও স্লোগানে নবনির্বাচিত বিধায়ককে অভিনন্দন জানানো হয়।

অভিজিত চক্রবর্তী, নয়া জামানা, আলিপুরদুয়ার ঃ বিধায়ক হিসেবে শপথ গ্রহণের পর শনিবার আলিপুরদুয়ারে ফিরেই কর্মী-সমর্থকদের উষ্ণ সংবর্ধনায় ভাসলেন আলিপুরদুয়ারের নবনির্বাচিত বিধায়ক পরিতোষ দাস। এদিন নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশন-এ পদাতিক এক্সপ্রেসে পৌঁছতেই দলীয় কর্মী ও সমর্থকদের ভিড়ে মুখর হয়ে ওঠে গোটা স্টেশন চত্বর। ফুলের মালা, শুভেচ্ছা ও স্লোগানে নবনির্বাচিত বিধায়ককে অভিনন্দন জানানো হয়। স্টেশন থেকে বেরিয়ে একটি হুড খোলা গাড়িতে তাঁকে নিয়ে শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা ধরে মিছিল করে সমর্থকেরা। রাস্তার দু'ধারে দাঁড়িয়ে সাধারণ মানুষও নবনির্বাচিত বিধায়ককে শুভেচ্ছা জানান। এরপর নিজের পাড়ায় পৌঁছে পারিবারিক মন্দিরে মায়ের পুজো দিয়ে আশীর্বাদ নেন তিনি। পুরো কর্মসূচি জুড়ে ছিল উৎসবমুখ র পরিবেশ। স্টেশন চত্বরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে পরিতোষ দাস বলেন, কর্মী-সমর্থকদের এই স্বতঃস্ফূর্ত ভালোবাসায় তিনি গভীরভাবে আপ্লুত। সাধারণ মানুষ যে আস্থা ও আশীর্বাদ তাঁর উপর রেখেছেন, সেই দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করাই তাঁর প্রধান লক্ষ্য। তিনি আরও জানান, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশিত পথ অনুসরণ করে আলিপুরদুয়ার জেলার সার্বিক উন্নয়ন, কর্মসংস্থান, পরিকাঠামো ও জনকল্যাণমূলক কাজই এখন তাঁর ধ্যান-জ্ঞান। নবনির্বাচিত বিধায়কের প্রত্যাবর্তনে আলিপুরদুয়ার জুড়ে উৎসবের আবহ তৈরি হয়।

ইন্দিরা মোড়ে দুর্ঘটনায় আহত দুই

নয়া জামানা, ময়নাগুড়ি ঃ শনিবার রাত আনুমানিক দশটা নাগাদ ময়নাগুড়ির ইন্দিরা মোড় সংলগ্ন জাতীয় সড়কে এক পথ দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হন দু'জন। ময়নাগুড়ি হাইওয়ে ট্রাফিক পুলিশের সূত্রে জানা যায়, একটি ভুটভুটিকে দ্রুতগতির একটি গাড়ি ধাক্কা মেরে পালিয়ে যায়। ধাক্কার জেরে ভুটভুটিটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে জাতীয় সড়কের পাশে উল্টে যায়। ঘটনাস্থলে থাকা স্থানীয় বাসিন্দা ও ট্রাফিক পুলিশ দ্রুত আহতদের উদ্ধার করে ময়নাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতাল-এ নিয়ে যান। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর আহতদের শারীরিক অবস্থা গুরুতর হওয়ায় উন্নত চিকিৎসার জন্য জলপাইগুড়িতে রেফার করা হয়। ট্রাফিক পুলিশ জানিয়েছে, আহতদের বাড়ি চ্যাংড়াবান্ধার ভোটবাড়ি এলাকায়। তাঁদের মধ্যে একজনের নাম শহিদুল হক (বয়স আনুমানিক ৪০ বছর)।

'শনিবার রাত আনুমানিক দশটা নাগাদ ময়নাগুড়ির ইন্দিরা মোড় সংলগ্ন জাতীয় সড়কে এক পথ দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হন দু'জন। ময়নাগুড়ি হাইওয়ে ট্রাফিক পুলিশের সূত্রে জানা যায়, একটি ভুটভুটিকে দ্রুতগতির একটি গাড়ি ধাক্কা মেরে পালিয়ে যায়।'

অপর আহত ব্যক্তির পরিচয় এখনও জানা যায়নি। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে হাইওয়ে ট্রাফিক পুলিশ। এদিকে এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ, ইন্দিরা মোড়ে দীর্ঘদিন ধরেই একের পর এক দুর্ঘটনা ঘটে চলেছে। কিছুদিন আগে একটি লরির ধাক্কায় ট্রাফিক বুথ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় সিগন্যাল ব্যবস্থা বন্ধ ছিল বলেও দাবি স্থানীয়দের। বাসিন্দাদের দীর্ঘদিনের দাবি, এই গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে একটি উড়ালপুল নির্মাণ করা হোক।
তাঁদের মতে, উড়ালপুল না হলে ভবিষ্যতেও বড়সড় দুর্ঘটনার আশঙ্কা থেকেই যাবে। পুলিশ জানিয়েছে, ট্রাফিক বুথ ও সিগন্যাল ব্যবস্থা দ্রুত চালু করার কাজ চলছে।

রেগুলেটেড মার্কেটে ডাকাতি ছক

নয়া জামানা, শিলিগুড়ি ঃ ডাকাতির পরিকল্পনা বানচাল করে পাঁচ দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করল প্রধাননগর থানার পুলিশ। গভীর রাতে রেগুলেটেড মার্কেট এলাকায় গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সাদা পোশাকে অভিযান চালানো হয়। ঘটনাস্থল থেকেই বিজয় পাসোয়ান, রঞ্জিত গুপ্তা, রোহিত দাস, দীপঙ্কর সরকার ও বিক্রম শিকদারকে হাতেনাতে পাকড়াও করা হয়। পুলিশ জানায়, ধৃতদের কাছ থেকে ধারালো অস্ত্রসহ ডাকাতির কাজে ব্যবহৃত একাধিক সরঞ্জাম উদ্ধার হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করছিল তারা। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, অভিযুক্তদের অধিকাংশই মাদকাসক্ত। শনিবার ধৃতদের শিলিগুড়ি আদালতে পেশ করা হয়েছে। তদন্ত চলছে।

ভক্তিনগরে আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেপ্তার যুবক

নয়া জামানা, শিলিগুড়ি ঃ ভোটের ডিউটি শেষ হতেই অ্যাকশন মুডে নেমেছে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশ।
গভীর রাতে ভক্তিনগর থানার অন্তর্গত ইন্দিরা গান্ধী ময়দান সংলগ্ন এলাকায় দেশী পিস্তল নিয়ে ঘোরাফেরা করার সময় দীপঙ্কর রায় নামে এক যুবককে হাতেনাতে গ্রেপ্তার করে ভক্তিনগর থানার অ্যান্টি-ক্রাইম উইং।
গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালিয়ে ধৃতের কাছ থেকে একটি দেশী পিস্তল ও দুই রাউন্ড কার্তুজ উদ্ধার হয়। পুলিশ জানায়, এর আগেও তার বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ ছিল। শনিবার ধৃতকে জলপাইগুড়ি আদালতে পেশ করে রিমান্ড চাওয়া হয়েছে। অস্ত্র নিয়ে ঘোরার উদ্দেশ্য খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

বিয়ের সুযোগে চুরি, গ্রেপ্তার ২

নয়া জামানা, শিলিগুড়ি ঃ বিয়ে বাড়িতে যাওয়ার সুযোগ নিয়ে চুরির ঘটনায় বড় সাফল্য পেল মাটিগাড়া থানার পুলিশ। হালেরমাথা এলাকায় একটি বাড়িতে চুরির অভিযোগের তদন্তে দুই যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গত ১১ তারিখ বাড়ির মালিক তপন রায় পরিবার নিয়ে বিয়ে বাড়িতে গেলে ফাঁকা বাড়িতে চুরি হয়। পরে লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সাধন মোড় এলাকা থেকে দীপঙ্কর সিংহ ও পরে বিধান বর্মনকে আটক করা হয়। ধৃতদের কাছ থেকে চুরি যাওয়া সোনা ও রূপোর গয়নার বড় অংশ উদ্ধার হয়েছে। শনিবার দু'জনকেই শিলিগুড়ি আদালতে পেশ করে তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

বিয়ে বাড়িতে যাওয়ার সুযোগ নিয়ে চুরির ঘটনায় বড় সাফল্য পেল মাটিগাড়া থানার পুলিশ। হালেরমাথা এলাকায় একটি বাড়িতে চুরির অভিযোগের তদন্তে দুই যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গত ১১ তারিখ বাড়ির মালিক তপন রায় পরিবার নিয়ে বিয়ে বাড়িতে গেলে ফাঁকা বাড়িতে চুরি হয়। পরে লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়।

কোচবিহার,আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি,দার্জিলিং জেলার মহকুমা ও প্রতিটি ব্লকে সাংবাদিক প্রয়োজন।
যোগাযোগ ঃ ৯০০২৯৮৯১৩২

১৭ মে ২০২৬

গৌড়বঙ্গ

নয়া জামানা

চাল বোঝাই লরিতে হঠাৎ আগুন,

অল্পের জন্য রক্ষা পেল চালক-খালাসি

গোলাম হাবিব, নয়া জামানা, মালদা ঃ রাস্তায় চলতে চলতেই হঠাৎ দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল ভারতীয় খাদ্য নিগম এর চাল বোঝাই একটি লরিতে। মুহূর্তের মধ্যেই আগুন গ্রাস করে লরির কেবিন।

অল্পের জন্য প্রাণে রক্ষা পান লরির চালক ও খালাসি।শনিবার বিকেল প্রায় চারটে নাগাদ এই ঘটনাকে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে মালদা জেলার মোথাবাড়ি থানার অন্তর্গত মোথাবাড়ি সিনেমা হল সংলগ্ন এলাকায়।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মালদা থেকে চাল বোঝাই ১২ চাকার লরিটি মোথাবাড়ির একটি চাল গোডাউনের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিল।গোডাউনের কাছাকাছি পৌঁছাতেই আচমকা লরির কেবিন থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখা যায়। চালকের দাবি, প্রথমে শর্ট সার্কিট হয় এবং তারপরই মুহূর্তের মধ্যে কেবিনে ভয়াবহ আগুন ছড়িয়ে পড়ে। পরিস্থিতি বুঝে দ্রুত লরি থেকে নেমে প্রাণ বাঁচান চালক ও খালাসি।আগুন দেখতে পেয়েই স্থানীয় বাসিন্দারা ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। জল ঢেলে আগুন নেভানোর প্রাথমিক চেষ্টা চালান তাঁরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় মোথাবাড়ি থানার পুলিশ, আধা সামরিক বাহিনী এবং পরে দমকল বাহিনীর একটি ইঞ্জিন। দমকল কর্মীদের চেষ্টায় আগুন সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আসে।এই ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর না মিললেও লরির কেবিনের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ঠিক কী কারণে আগুন লাগল, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ ও দমকল বিভাগ। তবে প্রাথমিক অনুমান, শর্ট সার্কিটের জেরেই এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে।

কুমারগঞ্জে বিশেষ বৈঠক, ঈদে গরু

জবাইয়ের কড়াকড়িতে ব্যথিত মুসলিম সমাজ

সাজাহান আলি , নয়া জামানা, দক্ষিণ দিনাজপুর ঃ আসন্ন ঈদ উল আযহা বা কোরবানি ঈদ নিয়ে প্রশাসনের ডাকা বৈঠকের পর হতাশ মুসলিম ধর্মাবলম্বী মানুষজন। রাজ্য সরকারের পাঠানো নির্দেশিকা অনুসরণ করে আদৌ পশু কোরবানি দেওয়া সম্ভব নয় বলে চরম হতাশা প্রকাশ করে ও ক্ষোভের সঙ্গে জানালেন বৈঠকে উপস্থিত মানুষজন। কুমারগঞ্জ ব্লক প্রশাসনের তরফে আয়োজিত এই ঈদ নিয়ে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কুমারগঞ্জের বিডিও শুভঙ্কর সাহা , জয়েন্ট বিডিও পবিত্র বর্মন , ডিএসপি(ডি অ্যান্ড টি) শাহজাহান মন্ডল , কুমারগঞ্জের আইসি মানবেন্দ্রনাথ সাহা , দক্ষিণ দিনাজপুর মাদ্রাসা সমন্বয় সমিতির (রাবেতা) জেলা সম্পাদক মৌলানা মাকসুদ আলী কাসেমী , ইমাম ও ঈদগাহের প্রতিনিধি হিসেবে মাইমুর সুলতান , আনিসুর রহমান সরকার , আজাদ আলী মন্ডল , মৌলানা মোস্তাফিজুর রহমান সহ আরো অনেকে । কিন্তু কুমারগঞ্জে উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও তৃতীয়বারের জন্য নির্বাচিত বিধায়ক তোরাফ হোসেন মন্ডল কেন এমন গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে উপস্থিত হলেন না তা নিয়ে ইমাম ও মোয়াজ্জিনদের একাংশের মধ্যে ক্ষোভ প্রকাশ করতে দেখা যায় কোরবানি ঈদ নিয়ে আয়োজিত কুমারগঞ্জ ব্লকের প্রশাসনিক বৈঠকে বিডিও শুভঙ্কর সাহা রাজ্য সরকারের পাঠানো নির্দেশিকা সকলকে পড়ে শোনান। এক্ষেত্রে পশু কোরবানি দিতে হলে তার বয়স , সংশ্লিষ্ট জায়গা থেকে নেওয়া শংসাপত্র ও অন্যান্য বিধি নিষেধের কথা পরিষ্কারভাবে পড়ে শোনান। এই নির্দেশিকায় বলা হয়েছে , যারা পশু কোরবানি সংক্রান্ত নির্দেশিকা অমান্য করবেন তাদের এক হাজার টাকা জরিমানা কিংবা ছয় মাসের জেল অথবা উভয় শাস্তি একসঙ্গে হতে পারে।

কুমারগঞ্জ ব্লকের সমস্ত ইমাম , মুয়াজ্জিন , ঈদগা কমিটি তথা মুসলিম ধর্মাবলম্বী মানুষজনের মাঝে রাজ্য সরকারের এই নির্দেশিকা পৌঁছে দেওয়ার জন্য বিডিও সকলকে অনুরোধ করেন। এদিনের প্রশাসনিক বৈঠকে উপস্থিত ইমাম , মুয়াজ্জিন ও মুসলিম প্রতিনিধিদের তরফে বিভিন্ন প্রশ্ন উত্থাপিত হলেও তার কোন সদুত্তর কোন আধিকারিক দিতে পারেননি এবং সব ক্ষেত্রেই রাজ্য সরকারের নির্দেশিকা মেনে চলতে হবে বলে জানানো হয় । বস্তুত , এ বিষয়ে মুসলিম প্রতিনিধিরা রীতিমতো হতাশা প্রকাশ করে নিরুপায় ভাবে ক্ষোভ ব্যক্ত করেন। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা মাদ্রাসা সমন্বয় সমিতির (রাবেতা) জেলা সম্পাদক মৌলানা মাকসুদ আলী কাসেমী বলেন , রাজ্য সরকারের এই নির্দেশ মেনে গোরু কোরবানি দেওয়া আদৌ সম্ভব নয়। কারণ নির্দেশিকায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে এত কঠোর ও জটিল ভাবে নিয়মগুলি বলা হয়েছে যা মেনে কারো পক্ষেই গোরু কোরবানি করা সম্ভব নয়। তিনি বলেন , রাজ্য সরকারের এই নির্দেশিকাতে মুসলিম সমাজ চরম হতাশ , দুঃখিত ও ব্যথিত । তিনি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ও রাজ্য সরকারের কাছে বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করে পূর্বের মতো শান্তিপূর্ণ ও সম্প্রীতির পরিবেশে ঈদ পালনের ব্যবস্থা করার অনুরোধ জানান।অন্যান্য মুসলিম প্রতিনিধিরাও এই বক্তব্যের সঙ্গে সহমত পোষণ করেন।

জাল লটারিচক্রে জড়িত থাকার সন্দেহে

গ্রেপ্তার জেলা তৃণমূল ছাত্র পরিষদ সভাপতি

শুভজিৎ দাস, নয়া জামানা, উত্তর দিনাজপুর ঃ মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েই শুভেন্দু অধিকারী জানিয়ে দিয়েছিলেন দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নেবে রাজ্য সরকার। এতদিন যাবত যে সকল অভিযোগ সাধারণ মানুষের থেকে উঠে আসতো, এবার সেই সকল অভিযোগের ভিত্তিতে দুর্নীতি দমনে কঠোর ভূমিকা নিতে শুরু করল রাজ্য সরকার। সেই রীতির অন্য তা দেখা গেল না উত্তর দিনাজপুর জেলার ক্ষেত্রেও। রাজ্যে পালা বদল হতেই একের পর এক চাঞ্চল্যকর ঘটনা রায়গঞ্জ শহরজুড়ে। জল লটারি সহ একাধিক অভিযোগে গ্রেপ্তার হল তৃণমূল ছাত্র পরিষদ জেলা সভাপতি রন্তু দাস। শুক্রবার রায়গঞ্জের প্রাক্তন কাউন্সিলর অভিজিৎ সাহাকে জবরদখল এবং প্রানে মারার হুমকি সহ একাধিক অভিযোগে গ্রেপ্তার করে রায়গঞ্জ থানার পুলিশ। ঠিক তারপরেই আজ শনিবার রায়গঞ্জ থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করল ছাত্রনেতা রন্তু দাসকে। অভিযুক্ত রন্তু দাস তৃণমূল ছাত্র পরিষদের জেলা সভাপতি। বিগত কিছুদিন ধরেই রন্তু দাসের বিরুদ্ধে শহরে বেআইনি জমি দখলকে কেন্দ্র করে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছিল। অভিযুক্ত রন্তু দাসকে কলকাতা থেকে গ্রেফতার করে পুলিশ। একই সাথে নবাব আলী নামে আরেক অভিযুক্তকে দার্জিলিং থেকে গ্রেফতার করা হয়। অভিযুক্ত রন্তু দাসের বিরুদ্ধে অনুমোদনহীন লটারি অফিস রাখা, প্রতারণা, অসততা, জালিয়াতি, জাল নথি ব্যবহার সহ বেশ কয়েকটি ধারায় মামলা রুজু করে পুলিশ। যদিও অভিযুক্ত রন্তু দাস নিজেকে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের শিকার বলে দাবি করেন। তার কথায় রাজ্যে পালাবদল হতেই রাজ্যজুড়ে তৃণমূল নেতাকর্মীদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। এই ঘটনা তারই প্রমান স্বরূপ। সরকারি আইনজীবী নীলাদ্রি সরকার জানান, দীর্ঘদিন ধরেই রায়গঞ্জ শহরে একটি জল লটারি চক্র সক্রিয় রয়েছে বলে অভিযোগ।এর আগেও জাল লটারির কারবার নিয়ে তদন্তে পুলিশ এক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে। তার কাছ থেকেই জেরায় রন্তু দাস ও নবাব আলীর নাম উঠে আসে। পুলিশের পক্ষ থেকে ১০ দিনের পুলিশি হেফাজত চাওয়া হলেও উপযুক্ত সাক্ষ্য প্রমাণের অভাবে জামিন মঞ্জুর করে আদালত।

টোটো স্ট্যান্ডে তোলাবাজি! কালিয়াচকে গ্রেপ্তার তৃণমূল কর্মী

নয়া জামানা, মালদহ ঃ কালিয়াচকের টোটো স্ট্যান্ডে দীর্ঘদিন ধরে টোটো চালকদের কাছ থেকে জোর করে তোলা আদায়ের অভিযোগে এক তৃণমূল কর্মীকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ।ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। ধৃতের নাম সাদ্দাম সেখ। তার বাড়ি কালিয়াচকের ঘাড়িয়ালিচক এলাকায় বলে জানা গিয়েছে।পুলিশ সূত্রে খবর, অভিযুক্ত সাদ্দাম সেখ দীর্ঘদিন ধরেই স্থানীয় টোটো চালকদের উপর চাপ সৃষ্টি করে নিয়মিত টাকা আদায় করছিল। অভিযোগ,টাকা না দিলে বিভিন্নভাবে ভয় দেখানো হত চালকদের।অবশেষে অতিষ্ঠ হয়ে কয়েকজন টোটো চালক কালিয়াচক থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ পাওয়ার পরই তদন্তে নামে কালিয়াচক থানার পুলিশ। এরপর শুক্রবার গভীর রাতে অভিযান চালিয়ে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়।শনিবার ধৃতকে মালদহ জেলা আদালতে পেশ করা হয়েছে।এই ঘটনায় মালদহ জেলা পুলিশ সুপার অনুপম সিং কড়া বার্তা দিয়ে জানিয়েছেন, জেলার কোথাও তোলাবাজি, সিন্ডিকেট রাজ কিংবা সাধারণ মানুষকে ভয় দেখিয়ে অবৈধ অর্থ আদায়ের মতো কর্মকাণ্ড বরদাস্ত করা হবে না।পুলিশের কাছে এমন অভিযোগ এলেই দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।তিনি আরও জানান,অপরাধ দমনে আগামী দিনেও পুলিশের অভিযান আরও জোরদার করা হবে।

দাসপাড়া অঞ্চলে বিজেপির বিজয় মিছিলে অকাল হোলি

সুবল গোপ, নয়া জামানা উত্তর দিনাজপুর ঃ গেরুয়া আবিরে অকাল হোলিতে মেতে উঠলো দাসপাড়া অঞ্চলের বিজেপির বিজয় মিছিল। শনিবার বিজেপির চোপড়া বিধানসভার নির্বাচন কনভেনার মিহির দাসের নেতৃত্বে দাসপাড়া ফুটবল মাঠ থেকে মিছিলটি শুরু করে দাসপাড়া বাজার হয়ে লালবাজার পর্যন্ত পৌঁছায়।মিছিলে কয়েক হাজার মানুষ গেরুয়া আবিরে ব্যান্ডপার্টি বাজনার তালে জয় উল্লাসে মেতে ওঠেন।এরপর পুনরায় পীর সাহেব মোড় হয়ে ফুটবল মাঠে এসে
মিছিলটি সমাপ্ত হয়। এ দিনের মিছিলে পা মেলান চোপড়া বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী শংকর অধিকারী , নির্বাচন কনভেনার মিহির দাস অসীম বর্মন সহ দলের অন্যান্য নেতৃত্বরা।মিহির দাস জানান, রাজ্যের মানুষ এবার দু হাত তুলে বিজেপিকে আশীর্বাদ করেছে। তাই রাজ্যে পরিবর্তন এসেছে।প্রত্যেক অঞ্চলের মানুষ বিজয় মিছিলে খুশিতে অংশগ্রহণ করছেন। প্রত্যেকের জন্য এদিন ছিল খিচুড়ির আয়োজন।

কাঁটাতারের জন্য জমি দিতে প্রস্তুত

কৃষকরা, মালদায় শুরু অধিগ্রহণের প্রক্রিয়া

দেবাশীষ পাল, নয়া জামানা, মালদা ঃ রাজ্যে নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পরপরই ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে তারকাঁটার বেড়া দিতে ৪৫ দিনের মধ্যে বিএসএফ-এর হাতে জমি তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে রাজ্য। আর সরকারের এই ঘোষণার পরপরই রাজ্য জুরে বিভিন্ন সীমান্ত এলাকায় শুরু হয়েছে জমি অধিগ্রহণের তোড়জোর। শুক্রবার এমনই তোড়জোরের ছবি নজরে এল মালদার হবিবপুর ব্লকের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের বিভিন্ন এলাকায়।

মালদা জেলা প্রশাসনের নির্দেশে এদিন সকাল থেকেই হবিবপুর ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার' দপ্তরের আধিকারিকরা সীমান্ত এলাকার কৃষকদের কাছ থেকে জমি অধিগ্রহণ করার প্রক্রিয়া শুরু করেন। জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া চলে হবিবপুর ব্লকের জাজইল অঞ্চলের ভবানীপুর, ভাবুক, আগ্রা, ইটাঘাটি, কোটালপুর সহ বিভিন্ন এলাকায়। প্রতিটি এলাকাতেই সীমান্ত এলাকার কৃষকরা ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে তারকাঁটার বেড়া তৈরির জন্য জমি দিতে স্বেচ্ছায়, হাসিমুখে এগিয়ে আসেন। জমি দিতে আসা কৃষকরা সরকারি ন্যায্যমূল্যের বিনিময়ে তাদের জমি তুলে দেওয়ার অঙ্গীকারপত্র স্বাক্ষর করেন। তাদের বক্তব্য, তারা দীর্ঘদিন ধরেই সীমান্তে তারকাঁটার বেড়া দেওয়ার দাবী জানিয়ে আসছিলেন। কারণ 'তারকাঁটার বেড়া না থাকার ফলে বাংলাদেশি দুষ্কৃতীরা ভারতীয় সীমান্তে প্রবেশ করে তাদের জমির ফসল কেটে নিয়ে যাচ্ছিল। গবাদি পশু চুরি করে বাংলাদেশ পাচার করছিল। তাই বর্তমান রাজ্য সরকার সীমান্তে তারকাঁটার বেড়া তৈরির জন্য বিএসএফ-এর হাতে ৪৫ দিনের মধ্যে জমি তুলে দেওয়ার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে তাতে তারা খুব খুশি। তাই খুশি খুশি মনেই ন্যায্যমূল্যের বিনিময়ে তাদের জমি তুলে দিচ্ছেন প্রশাসনিক আধিকারিকদের হাতে। এই প্রসঙ্গে হবিবপুর ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের আধিকারিক স্বপন তরফদার জানান, সীমান্তে তারকাঁটার বেড়া তৈরির জন্য রাজ্য সরকার বিএসএফ-এর হাতে জমি তুলে দেওয়ার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে সেই সিদ্ধান্তকে কার্যকর করতে তারা জমি অধিগ্রহণের কাজ শুরু করেছেন। কৃষকরা স্বেচ্ছায় তাদের জমি তুলে দিচ্ছেন। তাই আশা করছেন জমি অধিগ্রহণের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে পারবেন।

থানা চত্বরে ফুটপাত দখলমুক্ত

অভিযান, আবেগপ্রবণ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা

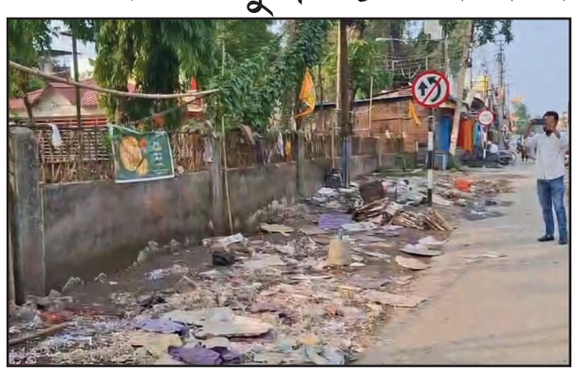

মোহম্মদ আলম,নয়া জামানা, উত্তর দিনাজপুর ঃ রাজ্যে নতুন সরকার গঠনের পর থেকেই বিভিন্ন এলাকায় বেআইনি জমি ও ফুটপাত দখলমুক্ত করার অভিযান জোরদার হয়েছে। কোথাও বুলডোজার অভিযান, আবার কোথাও প্রশাসনিক নির্দেশে উচ্ছেদ চলছে। সেই ধারাবাহিকতায় এবার ইসলামপুর থানার সামনের ফুটপাত দখলমুক্ত করা হল প্রশাসনের উদ্যোগে।জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরে ইসলামপুর থানার সামনে ফুটপাত দখল করে একাধিক অস্থায়ী দোকান বসিয়ে ব্যবসা চালিয়ে আসছিলেন কয়েকজন ব্যবসায়ী। প্রশাসনের পক্ষ থেকে সম্প্রতি ওই এলাকা খালি করার নির্দেশ দেওয়া হয়। নির্দেশ মেনেই শনিবার একাধিক ব্যবসায়ী স্বেচ্ছায় নিজেদের দোকান সরিয়ে নেন এবং ফুটপাত সম্পূর্ণ দখলমুক্ত করে দেন।স্থানীয় সূত্রে খবর, বহু বছর ধরে ছোট ব্যবসার উপর নির্ভর করেই সংসার চলত ওই ব্যবসায়ীদের। ফলে হঠাৎ দোকান সরিয়ে নেওয়ার পর পরিবার চালানো নিয়ে অনিশ্চয়তায় পড়েছেন তারা। ব্যবসায়ীদের একাংশের দাবি, বর্তমানে তাদের সামনে বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে জীবিকা নির্বাহের বিষয়টি।এদিন বক্তব্য রাখতে গিয়ে এক ব্যবসায়ী আবেগপ্রবণ হয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন। যদিও প্রশাসনের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ নেই বলেই জানান ব্যবসায়ীরা। আইন মেনেই তারা দোকান সরিয়ে নিয়েছেন বলে জানান তারা।প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সাধারণ মানুষের চলাচলের সুবিধার্থে এবং শহরের সৌন্দর্য বজায় রাখতেই এই দখলমুক্ত অভিযান চালানো হচ্ছে।

ঈদের আগে সমন্বয়ের বার্তা,

পুরাতন মালদায় পুলিশ প্রশাসনের বিশেষ বৈঠক

কুঞ্জ বিহারী শর্মা, নয়া জামানা, মালদা ঃ উৎসব মানেই আনন্দ, আর সেই আনন্দ যাতে কোনওভাবেই বিঘ্নিত না হয়, তা নিশ্চিত করতে আগেভাগেই মাঠে নেমেছে প্রশাসন। আসন্ন ঈদুল আযহাকে সামনে রেখে পুরাতন মালদায় পুলিশ প্রশাসনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল একটি সর্বদলীয় সমন্বয় বৈঠক।আগামী ২৭ মে ঈদুল আযহা পালিত হবে।

তার আগে এলাকার বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের সঙ্গে আলোচনা করে সব কিছু সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যেই এই বৈঠকের আয়োজন করা হয়। বৈঠকে মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন প্রশাসনিক আধিকারিক ও জনপ্রতিনিধিরা।

শনিবার সকাল ১১ টা নাগাদ আয়োজিত এদিন এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অভিষেক রায়, পুরাতন মালদা ব্লকের বিডিও অনিক রাই,মালদা থানার আইসি গোপাল বিশ্বাস, পুরাতন মালদা পৌরসভার চেয়ারম্যান বিভূতিভূষণ ঘোষ, পুরাতন মালদা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রুম্পা রাজবংশী সরকার, ভাইস চেয়ারম্যান শফিকুল ইসলাম, কাউন্সিলর সহ আরো অন্যান্যরা।আলোচনায় মূলত জোর দেওয়া হয় নিয়ম মেনে কুরবানি সম্পন্ন করা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা এবং পরিবেশের প্রতি সচেতন থাকার উপর। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, কুরবানির জন্য নির্দিষ্ট নির্দেশিকা মেনে চলতে হবে এবং প্রয়োজনীয় অনুমতি সংগ্রহ করতে হবে। খোলা জায়গায় কুরবানি না করার কথাও স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়।পাশাপাশি আরও জানানো হয়, যে কোনও ধর্মীয় স্থানেই হোক না কেন, শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে এবং নির্ধারিত নিয়ম মেনেই মাইক বা শব্দযন্ত্র ব্যবহার করতে হবে।বৈঠকের শেষে একটাই বার্তা উঠে আসে,সবাই মিলেই উৎসব, তাই নিয়ম মেনে ও পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমেই ঈদের আনন্দ ভাগ করে নেওয়ার আহ্বান জানায় প্রশাসন।

গাজোলের নদী ভাঙ্গন পরিদর্শনে জনতার মাঝে বিধায়ক

আহমেদ বাপি, নয়া জামানা, মালদা ঃ মালদার গাজোল ব্লকের সালাইডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় নদী ভাঙ্গন পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে সরজমিনে পরিদর্শনে গেলেন গাজোলের বিধায়ক। এলাকার জনসাধারণের সাথে সরাসরি কথা বলে তাঁদের সমস্যার কথা শোনেন তিনি। প্রসঙ্গত, গাজোল ব্লকের সালাইডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের বেশ কিছু এলাকায় নদী ভাঙ্গন এক বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে এদিন এলাকা পরিদর্শনে যান স্থানীয় বিধায়ক চিন্ময় দেব বর্মন। তিনি ভাঙ্গন কবলিত এলাকাগুলি ঘুরে দেখেন এবং নদীর গতিপ্রকৃতি লক্ষ্য করেন।পরিদর্শনকালে তিনি স্থানীয় জনসাধারণের সাথে দীর্ঘক্ষণ কথা বলেন। গ্রামবাসীরা তাঁদের ক্ষয়ক্ষতি এবং আতঙ্কের কথা বিধায়কের কাছে তুলে ধরেন। সাধারণ মানুষের সমস্যার কথা শোনার পর বিধায়ক তাঁদের পাশে থাকার আশ্বাস দেন। ভাঙ্গন রোধে এবং ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তায় কী কী পদক্ষেপ নেওয়া যায়, তা নিয়ে তিনি সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সঙ্গে কথা বলবেন বলে জানান। বিধায়কের এই পরিদর্শনে আশার আলো দেখছেন এলাকার বিপর্যস্ত মানুষ।

উত্তর দিনাজপুর,দক্ষিণ দিনাজপুর,মালদা জেলার জেলার মহকুমা ও প্রতিটি ব্লকে সাংবাদিক প্রয়োজন।
যোগাযোগ ঃ ৯০০২৯৮৯১৩২

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 17-05-2026 02:13 Page 6

নবনিযুক্ত বিধায়ক চিত্র মুখার্জিকে সম্বর্ধনা

রাজু শেখ,নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ জঙ্গিপুর পৌরসভার উদ্যোগে জঙ্গিপুর বিধানসভার নবনিযুক্ত বিধায়ক চিত্র মুখার্জিকে সংবর্ধনা জানাতে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। শহরের বিশিষ্ট নাগরিক, পৌর প্রতিনিধিবৃন্দ, বিভিন্ন সামাজিক এবং সাধারণ মানুষের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি এক উৎসবমুখর পরিবেশে পরিণত হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে পৌরসভার পক্ষ থেকে ফুলের তোড়া, ও স্মারক দিয়ে বিধায়ক চিত্র মুখার্জিকে সম্মান জানানো হয়।

বক্তব্য রাখতে গিয়ে পৌরসভার চেয়ারম্যান বলেন, জঙ্গিপুরের উন্নয়নের স্বার্থে আমরা সবাই একসঙ্গে কাজ করতে চাই। নবনিযুক্ত বিধায়কের নেতৃত্বে এলাকার সামগ্রিক উন্নয়ন আরও ত্বরান্বিত হবে বলে আমরা আশাবাদী। বিধায়ক চিত্র মুখার্জি তাঁর বক্তব্যে জঙ্গিপুরবাসীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, মানুষের ভালোবাসা ও আশীর্বাদই আমার সবচেয়ে বড় শক্তি। জঙ্গিপুরের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, রাস্তা, পানীয় জল এবং কর্মসংস্থানের উন্নয়নের জন্য আমি সর্বদা কাজ করে যাব। তিনি আরও জানান, সাধারণ মানুষের সমস্যা সমাধানকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হবে এবং প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় রেখে উন্নয়নের কাজ এগিয়ে নেওয়া হবে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও নবনিযুক্ত বিধায়ককে শুভেচ্ছা জানান এবং এলাকার উন্নয়নে তাঁর সফলতা কামনা করেন।

হেলমেট নিয়ে সচেতনতা অভিযান

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নতুন নির্দেশিকা অনুযায়ী এবার থেকে রাস্তায় মোটরসাইকেল চালাতে গেলে হেলমেট পরা বাধ্যতামূলক। চালক হোক কিংবা আরোহী, হেলমেট ছাড়া রাস্তায় বেরোলেই গুনতে হবে মোটা অঙ্কের জরিমানা। সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখেই এই আইন কার্যকর করেছে রাজ্য সরকার। আর সেই নির্দেশ মেনেই জোরদার অভিযান শুরু করেছে জঙ্গিপুর ট্রাফিক পুলিশ। জঙ্গিপুর ট্রাফিক বিভাগের পক্ষ থেকে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে চলছে কড়া নজরদারি। ট্রাফিক পুলিশের ইনচার্জ তন্ময় গনাই বাবু নিজে রাস্তায় দাঁড়িয়ে মোটরসাইকেল চালকদের সচেতন করছেন। তিনি সাধারণ মানুষকে বোঝাচ্ছেন, হেলমেট শুধুমাত্র আইনের জন্য নয়, নিজের জীবনের সুরক্ষার জন্য অত্যন্ত জরুরি।

দুর্ঘটনার সময় মাথায় গুরুতর আঘাত থেকে বাঁচাতে হেলমেটের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি বলেই তিনি উল্লেখ করেন। ট্রাফিক পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, প্রথমদিকে মানুষকে সচেতন করার উপরেই বেশি জোর দেওয়া হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রেই চালকদের থামিয়ে হেলমেট পরার গুরুত্ব বোঝানো হচ্ছে। তবে বারবার সতর্ক করার পরও যারা নিয়ম মানবেন না, তাদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। বিনা হেলমেটে গাড়ি চালাতে ধরা পড়লেই দিতে হবে ফাইন। তন্ময় গনাই বাবু বলেন, হেলমেট পড়ুন, নিরাপদে থাকুন। আপনার পরিবারের মানুষ আপনার জন্য অপেক্ষা করে থাকেন। তাই নিজের সুরক্ষার কথা ভেবেই হেলমেট ব্যবহার করুন। রাজ্য সরকারের মূল উদ্দেশ্য হলো সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যুর সংখ্যা কমানো এবং মানুষের প্রাণ রক্ষা করা। প্রতিদিনের ব্যস্ত জীবনে সামান্য অসাবধানতাই বড় বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। তাই প্রশাসনের তরফে বারবার আবেদন জানানো হচ্ছে, নিয়ম মেনে চলুন, হেলমেট পড়ুন এবং নিরাপদে যাতায়াত করুন।

ভোট পরবর্তী অভিযানে উদ্ধার আগ্নেয়াস্ত্র, গ্রেপ্তার ৪

মুক্ত দাস, নয়া জামানা হরিহরপাড়া ঃ ভোট পরবর্তী অভিযানে হরিহরপাড়া থানার বড়সড় সাফল্য । অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারকারী ও আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেপ্তার চার। উদ্ধার তিনটে দেশি আগ্নেয়াস্ত্র ও ৭ রাউন্ড গুলি। গত বুধবার সকালে হরিহরপাড়ার কিষান মান্ডি এলাকা থেকে গোলাম মোস্তফা মন্ডল ও ইদ্রিস মন্ডল নামের দুই ব্যক্তিকে একটি আগ্নেয়াস্ত্র ও তিন রাউন্ড গুলি সহ গ্রেপ্তার করে পুলিশ। বুধবার ধৃত দুজনকে আদালতে তোলা হলে, বিচারক চার দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন।তাদের দুজনকে পুলিশ হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদে উঠে আসে আরো তিনজনের নাম। তাদের মধ্যে দুজনকে পুলিশ গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়। তাদের নাম বুলবুল হোসেন ও মিনারুল শেখ। মিনারুল ও বুলবুলকে পুলিশ নিজেদের

হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে শুক্রবার তাদের কাছেও মজুদ থাকা আরও দুটি আগ্নেয়াস্ত্র ও চার রাউন্ড গুলি উদ্ধার করে পুলিশ। শনিবার ধৃত চারজনকে আদালতে তোলা হলে বিচারক১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন। কিভাবে এতগুলো অবৈধ অস্ত্র তাদের কাছে এসেছে, কেনই বা তারা নিজেদের কাছে অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র মজুদ রেখে ছিল সে বিষয়ে তদন্ত শুরু করেছে হরিহরপাড়া থানার পুলিশ।

গরমে রক্ত সংকট,হাসপাতালে রক্ত দিলেন আইটিবিপি জওয়ান

নয়া জামানা , মুর্শিদাবাদ ঃ প্রচণ্ড গরমের জেরে জঙ্গিপুর মহাকুমা হাসপাতাল সহ বিভিন্ন ব্লাড সেন্টারে রক্তের সংকট ক্রমশই প্রকট হয়ে উঠেছে। এই পরিস্থিতিতে মানবিকতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন এক আইটিবিপি পুলিশের কর্মী। তিনি স্বেচ্ছায় জঙ্গিপুর মহাকুমা হাসপাতালে এসে এক ইউনিট রক্তদান করেন। তার এই উদ্যোগকে ঘিরে হাসপাতাল চত্বরে উপস্থিত চিকিৎসাকর্মী ও সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রশংসার সুর শোনা যায়। রক্তদান করার পর ওই পুলিশ কর্মী জানান,

রক্তদান মহৎ দান। আমার এক ইউনিট রক্তে যদি অন্য কারও প্রাণ বেঁচে যায়, তাহলে এর থেকে বড় আনন্দ আর কিছু হতে পারে না। ভবিষ্যতেও যখনই প্রয়োজন হবে, আমি অবশ্যই রক্ত দিতে এগিয়ে আসব। তিনি আরও বলেন, দেশের ও দশের একজন সাধারণ মানুষ হিসেবেই মানুষের পাশে থাকতে চান। বর্তমান সময়ে গরমের কারণে অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়ছেন, পাশাপাশি রক্তদাতার সংখ্যাও কমে গিয়েছে। ফলে হাসপাতালগুলিতে থ্যালাসেমিয়া রোগী, প্রসূতি মা ও দুর্ঘটনাগ্রস্ত রোগীদের জন্য রক্ত জোগাড় করতে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে পরিবারগুলিকে। এমন পরিস্থিতিতে ওই আইটিবিপি পুলিশ কর্মীর এই মানবিক পদক্ষেপ সমাজের কাছে এক বড় বার্তা বলে মনে করছেন অনেকে। হাসপাতাল সূত্রেও জানানো হয়েছে, নিয়মিত স্বেচ্ছায় রক্তদানে এগিয়ে এলে বহু অসহায় রোগীর প্রাণ বাঁচানো সম্ভব হবে।

লাইসেন্স ছাড়া চলবে না কসাইখানা, সরকারি নির্দেশে কড়া হুঁশিয়ারি প্রশাসনের!

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ জঙ্গিপুর ফাঁড়িতে ডেকে কসাইদের লাইসেন্স যাচাই, জীবিকা নিয়ে চিন্তায় ব্যবসায়ীরা। সরকারি অনুমোদিত লাইসেন্স ছাড়া আর কোনওভাবেই গরু জবাই বা কসাইখানা চালানো যাবে না বলে কড়া হুঁশিয়ারি দিল প্রশাসন। শনিবার সকালে রঘুনাথগঞ্জ ২ নম্বর ব্লকের মিঠিপুর, সেকেন্দ্রা ও গিরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার সমস্ত কসাইদের জঙ্গিপুর ফাঁড়িতে ডেকে পাঠানো হয়। সেখানে তাদের লাইসেন্স যাচাই করে প্রশাসনের পক্ষ থেকে স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়, যাদের বৈধ লাইসেন্স নেই তারা আজ থেকেই গোহত্যা বা গরু জবাই বন্ধ রাখবেন। প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, শুধুমাত্র সরকারি অনুমোদিত লাইসেন্স থাকা কসাইরাই তাদের কসাইখানা চালিয়ে যেতে পারবেন। সরকারি নির্দেশে আইন মেনে ব্যবসা পরিচালনার উপর জোর দিয়েছে পুলিশ প্রশাসন। এদিন জঙ্গিপুর ফাঁড়িতে উপস্থিত ছিলেন ফাঁড়ির ওসি অভিজিৎ সরকার সহ অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকরা। প্রত্যেক কসাইয়ের লাইসেন্স খতিয়ে দেখা হয় এবং ভবিষ্যতে নিয়ম ভঙ্গ করলে আইনি পদক্ষেপ নেওয়ারও হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়। অন্যদিকে, প্রশাসনের এই কড়া পদক্ষেপে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন এলাকার কসাইরা। তাদের দাবি, হঠাৎ করে কসাইখানা বন্ধ করে দিলে সংসার চালানো কঠিন হয়ে পড়বে। অনেকেরই এখনও লাইসেন্সের প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়নি বলে দাবি। প্রশাসনের কাছে তারা কিছুটা সময় চেয়েছেন যাতে বৈধ কাগজপত্র তৈরি করে ব্যবসা চালিয়ে যেতে পারেন। ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় জোর চর্চা শুরু হয়েছে। প্রশাসনের এই পদক্ষেপে একদিকে যেমন আইন মেনে ব্যবসা পরিচালনার বার্তা দেওয়া হয়েছে, অন্যদিকে জীবিকা নিয়ে অনিশ্চয়তায় পড়েছেন বহু কসাই পরিবার।

ডোমকলের ‘লাল প্রত্যাবর্তন’, মেরুকরণের আবহে মানুষের প্রত্যাশা এখন উন্নয়ন ও শান্তির রাজনীতি

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ ডোমকল দীর্ঘদিন ধরেই বাংলার রাজনৈতিক মানচিত্রে এক আলোচিত কেন্দ্র। নির্বাচন এলেই এই অঞ্চলে উত্তেজনা, সংঘর্ষ ও বোমাবাজির অভিযোগ নতুন নয়। তবে এবারের বিধানসভা নির্বাচন সেই চেনা সমীকরণে কিছুটা বদলের ইঙ্গিত দিয়েছে। রাজনৈতিকভাবে উত্তপ্ত পরিবেশের মধ্যেও ডোমকল থেকে উঠে এসেছে এক ভিন্ন বার্তা; লাল আবিরে রঙিন হয়েছে কেন্দ্রটি, আর সেই সাফল্যের মুখ হয়েছেন সিপিএম নেতা মোস্তাফিজুর রহমান, যিনি স্থানীয় মানুষের কাছে বেশি পরিচিত ‘রানাদা’ নামেই। রাজ্যের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পালাবদলের আবহে যেখানে বিজেপি ও তৃণমূলের সরাসরি লড়াই ছিল মূল আকর্ষণ, সেখানে ডোমকলে বামেদের জয় অনেক রাজনৈতিক বিশ্লেষকের কাছেই তাৎপর্যপূর্ণ। সংগঠনের ভিত ধরে রেখে মানুষের সঙ্গে দীর্ঘদিনের যোগাযোগই এই সাফল্যের মূল কারণ বলে মনে করছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা। প্রথমবার বিধানসভায় বক্তব্য রেখে ও নজর কেড়েছেন রানাদা। স্থানীয় সমস্যা, কর্মসংস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং সীমান্তবর্তী এলাকার নিরাপত্তার মতো ইস্যু তুলে ধরে তিনি সংযত অথচ স্পষ্ট ভাষায় বক্তব্য রাখেন। রাজনৈতিক আক্রমণের বদলে মানুষের বাস্তব সমস্যার কথা বলায় তাঁর বক্তব্য শাসক-বিরোধী উভয় শিবিরের নজর কেড়েছে। বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ডোমকলের এই ফলাফলকে ঘিরে রাজ্যের বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতৃত্বও নিজেদের মতো করে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। নতুন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী প্রশাসনিক উন্নয়ন ও শান্তি বজায় রাখার বার্তা দিয়েছেন। অন্যদিকে সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম এই জয়কে আনুষের বিকল্প রাজনীতির প্রতি আস্থার প্রতিফলনদ বলে দাবি করেছেন। তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বিরোধী শক্তির উত্থানকে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার অংশ বলেই ব্যাখ্যা করেছেন। পাশাপাশি কংগ্রেস নেতা অধীর চৌধুরী ডোমকলের ফলাফলকে গ্রামীণ রাজনৈতিক মানসিকতার পরিবর্তনের ইঙ্গিতদ বলে মন্তব্য করেছেন। তবে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, ডোমকলের মানুষের কাছে এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন; নির্বাচনী সাফল্যের পর উন্নয়নের বাস্তব চিত্র কতটা বদলাবে। দীর্ঘদিনের পরিকাঠামোগত সমস্যা, বেকারত্ব, সীমান্তবর্তী এলাকার নিরাপত্তা এবং শিক্ষা-স্বাস্থ্যের মতো ইস্যুতে দ্রুত পদক্ষেপের দাবি উঠছে স্থানীয় স্তরে। রাজনৈতিক সংঘাতের পরিচিত কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত ডোমকল কি এবার উন্নয়ন ও সহাবস্থানের নতুন উদাহরণ হয়ে উঠতে পারে? সেই উত্তরই খুঁজছে এখন গোটা বাংলা।

‘কেউ আইনের ঊর্ধ্বে নয়’- অভিষেকের বিরুদ্ধে মামলায় মন্তব্য হুমায়ুনের

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জী-র বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া এফআইআর প্রসঙ্গে মুখ খুললেন আম জনতা উন্নয়ন পার্টির প্রধান হুমায়ুন কবির। তাঁর বক্তব্য, আইনের চোখে সকলেই সমান এবং কেউ আইনের ঊর্ধ্বে নন। হুমায়ুন কবীর বলেন, তাকারও জন্য আলাদা কোনও ব্যবস্থা থাকা উচিত নয়। বিচার সকলের জন্য সমান হওয়া উচিত। কেউ আইন ভাঙলে অবশ্যই ব্যবস্থা নেওয়া হবে।দ তাঁর দাবি, জনপ্রতিনিধি বা সাংসদ হলেও আইনভঙ্গের অভিযোগ উঠলে নিরপেক্ষ তদন্ত ও বিচার হওয়া প্রয়োজন।

সূত্রের খবর, সমাজকর্মী রাজীব সরকার নামে এক ব্যক্তি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়-র বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই বিধাননগর সাইবার ক্রাইম থানার পুলিশ এফআইআর রুজু করেছে বলে জানা গিয়েছে। অভিযোগকারী দাবি করেছেন, বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারের সময় একাধিক সভা ও জনসমাবেশে বিতর্কিত এবং উস্কানিমূলক মন্তব্য করেছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এমনকী দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ-কে উদ্দেশ্য করেও আপত্তিকর মন্তব্য করা হয়েছে বলে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে। অভিযোগের সমর্থনে কিছু ভিডিও ফুটেজ ও ডিজিটাল লিঙ্কও পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। প্রাথমিকভাবে খবর, এই ঘটনায় ভারতীয় ন্যায় সংহিতা-এর একাধিক ধারা এবং জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের অধীনে মামলা রুজু হয়েছে। এর মধ্যে কয়েকটি ধারা জামিন অযোগ্য বলেও সূত্রের দাবি। যদিও এই বিষয়ে এখনও পর্যন্ত তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগে গৃহবধূর মৃত্যু ঘিরে উত্তেজনা

মিলন সারোয়ার,নয়া জামানা , মুর্শিদাবাদ ঃ লালগোলায় চিকিৎসকদের চরম গাফিলতি ও সঠিক সময়ে চিকিৎসা না পাওয়ার অভিযোগে এক গৃহবধূর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়াল হাসপাতাল চত্বর ও আশপাশ এলাকায়।

মৃতার পরিবারের অভিযোগ, দায়িত্বপ্রাপ্ত চিকিৎসকদের উদাসীনতার কারণেই অকাল মৃত্যু হয়েছে মেনকা হালদারের। ঘটনার পর ক্ষোভে ফেটে পড়েন পরিবার-পরিজন ও স্থানীয় বাসিন্দারা। দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবিতে হাসপাতালের সামনে বিক্ষোভও দেখানো হয়। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত গৃহবধূ মেনকা হালদার লালগোলা ব্লকের বাহাদুরপুর এলাকার বাসিন্দা। পরিবারের দাবি, গতকাল আচমকাই গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তড়িঘড়ি তাঁকে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। অভিযোগ, হাসপাতালে পৌঁছানোর পর দীর্ঘক্ষণ ধরে চিকিৎসার জন্য অপেক্ষা করতে হয় রোগীকে।

পরিবারের সদস্যরা বারবার অনুরোধ করলেও কর্তব্যরত চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের তরফে প্রয়োজনীয় তৎপরতা দেখা যায়নি বলে অভিযোগ। এমনকি জরুরি চিকিৎসা পরিষেবাও সময়মতো মেলেনি বলেই দাবি পরিবারের। দীর্ঘক্ষণ বিনা চিকিৎসায় পড়ে থাকার ফলেই মেনকা দেবীর শারীরিক অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটে এবং শেষ পর্যন্ত মৃত্যু হয় তাঁর। ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই হাসপাতাল চত্বরে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। মৃতার আত্মীয়স্বজন ও স্থানীয় বাসিন্দারা হাসপাতালের সামনে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ বাহিনী। মৃতার এক আত্মীয় ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, চিকিৎসার অভাব আর ডাক্তারদের গাফিলতির কারণেই আমাদের পরিবারের সদস্যকে হারাতে হল। যারা এই ঘটনার জন্য দায়ী, তাদের উপযুক্ত শাস্তি চাই। এলাকাবাসীর একাংশের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই ওই হাসপাতালে চিকিৎসা পরিষেবার মান নিম্নমুখী। রোগীদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার এবং চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ প্রায়শই সামনে আসে। এই ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি তুলেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। বর্তমানে এলাকায় থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

উচ্চমাধ্যমিকে কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা তৃণমূলের

মুক্ত দাস, নয়া জামানা, হরিহরপাড়া ঃ হরিহরপাড়ার উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা দিলো হরিহরপাড়া ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস।এদিন হরিহরপাড়া ব্লকের মধ্যে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় স্থান অধিকারীদের বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে সংবর্ধনা দিলো তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিনিধি দল। প্রতিনিধিদের মধ্যে ছিলেন হরিহরপাড়া ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি জসিম উদ্দিন শেখ, হরিহরপাড়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মীর আলমগীর, তৃণমূল নেতা সাহানুজ্জামান সেখ, শাফিনুল বিশ্বাস সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা। এদিন হরিহরপাড়া বিধানসভার বিধায়ক নিয়ামত শেখ স্ব-শরীরে উপস্থিত না হতে পারলেও ভার্চুয়ালি ছাত্র-ছাত্রীদের আশীর্বাদ করেন এবং আগামী দিনের সাফল্য কামনা করেন। তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে জসিম উদ্দিন সেখ জানান এবছর কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা প্রদানে আগামী দিনে অন্যান্য ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসাহিত করবে। লক্ষ্যে আমাদের এই কর্মসূচি। শিক্ষা ক্ষেত্রে আরও অগ্রগতি আনার

হরিহরপাড়ার উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা দিলো হরিহরপাড়া ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস।এদিন হরিহরপাড়া ব্লকের মধ্যে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় স্থান অধিকারীদের বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে সংবর্ধনা দিলো তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিনিধি দল। প্রতিনিধিদের মধ্যে ছিলেন হরিহরপাড়া ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি জসিম উদ্দিন শেখ, হরিহরপাড়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মীর আলমগীর, তৃণমূল নেতা সাহানুজ্জামান সেখ, শাফিনুল বিশ্বাস সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা।

মুর্শিদাবাদ জেলার মহকুমা ও প্রতিটি ব্লকে সাংবাদিক প্রয়োজন। যোগাযোগ ঃ ৯০০২৯৮৯১৩২

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 17-05-2026 02:13 Page 7

সোশ্যাল মিডিয়ায় বিতর্কিত পোস্ট, অধ্যাপকের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ বিশ্বভারতীর

কার্তিক ভান্ডারী, নয়া জামানা, বীরভূম ঃ বিশ্বভারতীর বিরুদ্ধে সামাজিক মাধ্যমে মানহানিকর, মিথ্যা ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত পোস্ট করার অভিযোগে শ্রীরামপুর কলেজের বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. সুমন ঘোষের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নিল বিশ্বভারতী। শুক্রবার বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, গত কয়েক সপ্তাহ ধরে তিনি বিশ্বভারতী, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও আধিকারিকদের বিরুদ্ধে ধারাবাহিকভাবে ভিত্তিহীন অভিযোগ তুলে সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করে আসছিলেন।

বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ বিবৃতিতে আরও উল্লেখ করেছে, ড. সুমন ঘোষ বাংলা বিভাগের একটি শিক্ষকের পদের আবেদনকারী ছিলেন। তবে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের নির্ধারিত যোগ্যতার মানদণ্ড পূরণ না করায় তাঁকে ইন্টারভিউয়ের জন্য শর্টলিস্ট করা হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তব্য, একই কারণে অন্যান্য অযোগ্য

আবেদনকারীদেরও ওই তালিকায় রাখা হয়নি। যাঁরা বাদ গেছে তাঁদের ব্যাখ্যা জানার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। বহু আবেদনকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে জানতে চেয়ে উত্তরও পেয়েছেন। কিন্তু তিনি কোনও যথাযথ পদ্ধতিতে ব্যাখ্যা না চেয়ে সামাজিক মাধ্যমেই বিশ্বভারতীর বিরুদ্ধে আক্রমণ চালিয়ে গিয়েছেন বলে অভিযোগ। বিবৃতিতে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, এর আগেও ২০২৩ সালে বিশ্বভারতীতে চাকরির জন্য আবেদন করেছিলেন ড. সুমন ঘোষ। সেবারও ইউজিসির নির্ধারিত যোগ্যতা পূরণ না হওয়ায় তাঁর আবেদন গৃহীত হয়নি। পাশাপাশি, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়েও চাকরির ক্ষেত্রে অসফল হওয়ার পর তিনি একই ধরনের সামাজিক মাধ্যম পোস্ট করেছিলেন বলেও দাবি করেছে বিশ্বভারতী। এই পরিস্থিতিতে বিশ্বভারতী ড. সুমন ঘোষকে আইনি নোটিশ পাঠিয়েছে। নোটিশে সামাজিক মাধ্যম থেকে সমস্ত আপত্তিকর পোস্ট সরিয়ে নেওয়া এবং নিঃশর্ত ক্ষমা চাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে জানানো হয়েছে, এটি প্রাথমিক আইনি পদক্ষেপ এবং নির্দেশ না মানা হলে আরও কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে।

অন্যদিকে, ড. সুমন ঘোষ বলেন, সামাজিক মাধ্যমে করা সেই পোস্টগুলি আমি আগেই সরিয়ে নিয়েছিলাম। অনেক বন্ধু আমাকে অনুরোধ করেছিলেন। আর দুর্নীতি তো সারা বাংলা জুড়েই হয়েছে তৃণমূলের সময়ে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে মধ্যমেধার জয়জয়কার হয়েছে। আগামী দিনে সর্বত্র যাতে দুর্নীতিমুক্ত নিয়োগ প্রক্রিয়া হয়, সেই আশাই করব।

‘আর্তের সেবা’র মঞ্চে ২০২৬ এর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের সফল কৃতিরা

নয়া জামানা, বীরভূম ঃ বীরভূম জেলার আমোদপুরের সমাজসেবামূলক সংস্থা ‘আর্তের সেবা’-র উদ্যোগে ২০২৬ সালের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকে কৃতিত্ব অর্জনকারী ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা প্রদান করা হলো। শনিবার আমোদপুরে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে আর্তের সেবা-র পক্ষ থেকে আহমেদপুর জয় দুর্গা হাই স্কুল, আহমোদপুর জয়দুর্গা গার্লস স্কুল এবং রামকৃষ্ণ হাই স্কুল-এর একাধিক কৃতি ছাত্র-ছাত্রীকে ফুল, উত্তরীয় ও স্মারক তুলে সম্মান জানানো হয়।অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার সদস্যবৃন্দ, শিক্ষক-শিক্ষিকা, অভিভাবক ও এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। সংস্থার পক্ষ থেকে বিধান দে জানান, পড়াশোনার পাশাপাশি সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা গড়ে তোলার লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আগামী দিনেও মেধাবী ও আর্থিকভাবে পিছিয়ে থাকা ছাত্র-ছাত্রীদের পাশে থাকার আশ্বাস দেন উদ্যোক্তারা।সংবর্ধনা পেয়ে খুশি ছাত্র-ছাত্রীরাও।উদ্দীপ্ত দাস, বৃষ্টি মন্ডলেরা জানায়, এই সম্মান ভবিষ্যতে আরও ভালো ফল করার অনুপ্রেরণা জোগাবে। অনুষ্ঠানের শেষে সকল কৃতীদের শুভেচ্ছা ও মিষ্টিমুখের মাধ্যমে অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।

সংগঠনকে শক্তিশালী করতে কীর্ণাহারে রেল হকার্স ইউনিয়নের আলোচনা সভা

নয়া জামানা,বীরভূম ঃ রাজ্যে বিজেপির রাজনৈতিক শক্তি বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে সংগঠনকে আরও চাঙ্গা করতে একত্রিত হলেন কাটোয়া, আমোদপুর রেল রুটের হকার্স ইউনিয়নের সদস্যরা। শনিবার কীর্ণাহার রেলস্টেশন সংলগ্ন এলাকায় অনুষ্ঠিত হল বিজেপি পন্থী রেল হকার্স ইউনিয়নের একটি বিশেষ আলোচনা সভা।সভায় উপস্থিত ছিলেন ইউনিয়নের কীর্ণাহার শাখার সভাপতি দুর্যোধন সাহা, বিজেপির বোলপুর সাংগঠনিক জেলার সহ-সভাপতি বিনয় ঘোষ, ওবিসি মোর্চার সভাপতি সোমনাথ ঘোষ সহ অন্যান্য নেতৃত্ব ও সদস্যরা।

সংগঠনের ভবিষ্যৎ কর্মসূচি, হকারদের বিভিন্ন সমস্যা এবং রেল পরিষেবার উন্নয়ন নিয়ে এদিন বিস্তারিত আলোচনা হয়।সভায় বক্তারা সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করার উপর জোর দেন। পাশাপাশি রেল হকারদের অধিকার রক্ষা, জীবিকা সংক্রান্ত সমস্যা এবং রেল রুটে হকারদের কাজের পরিবেশ উন্নয়নের বিষয়েও মতবিনিময় করা হয়।

ইউনিয়নের কীর্ণাহার শাখার সভাপতি দুর্যোধন সাহা বলেন, রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় আসার ফলে রেলের উন্নয়নেও গতি বাড়বে বলে আমরা আশাবাদী। সেই সঙ্গে রেল হকারদের দীর্ঘদিনের বিভিন্ন সমস্যারও সমাধান হবে বলে আশা করছি।

সারপ্রাইজ অপারেশন তাহেরপুর থানার , আগ্নেয়াস্ত্রসহ গ্রেপ্তার ৪ জন দুষ্কৃতী

অঞ্জন শুকুল, নয়া জামানা, নদীয়া ঃ মাঝরাতে বড় সাফল্য নদীয়ার তাহেরপুরে! বড়সড় কোনো অপরাধ ঘটানোর উদ্দেশ্যে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে রওনা দিয়েছিল ৪ জনের একটি সশস্ত্র দুষ্কৃতী দল। কিন্তু আইনের লম্বা হাত থেকে রেহাই মিলল না। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে তাহেরপুর থানার পুলিশ আধিকারিকরা ফোর্স নিয়ে বীরনগর বড়বাজার এলাকায় ঘিরে ফেলেন দুষ্কৃতীদের গাড়িটি। পুলিশের ‘প্রম্পট অ্যাকশনে’ গাড়ি থেকেই হাতেনাতে গ্রেপ্তার করা হয় ৪ অপরাধীকে। উদ্ধার হয়েছে লোডেড পিস্তল ও তাজা কার্তুজ। তাহেরপুর থানা সূত্রে জানা গিয়েছে, গতকাল রাত সোয়া বারোটা নাগাদ পুলিশের কাছে একটি অত্যন্ত গোপন ও নির্ভরযোগ্য খবর আসে। জানা যায়, রানাঘাটের দিক থেকে একটি সাদা রঙের মালটানা গাড়ি ৩-৪ জন সশস্ত্র যুবককে নিয়ে বিননগরের দিকে ঢুকছে। তাদের উদ্দেশ্য, তাহেরপুর থানার অন্তর্গত আনন্দনগর এলাকায় কোনো বড়সড় অপরাধমূলক কাজ সংগঠিত করা। খবর পাওয়ামাত্রই বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট না করে তাহেরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক নিজের সাথে বেশ কয়েকজন অফিসার ও বিশাল পুলিশ ফোর্স নিয়ে অভিযানে নামেন।বীরনগর বড়বাজার এলাকায় ওত পেতে থাকে পুলিশ। নির্দিষ্ট গাড়িটি আসামাত্রই পুলিশ চারদিক থেকে সেটিকে ঘিরে ফেলে।পুলিশের অতর্কিত হানায় পালানোর কোনো সুযোগ পায়নি দুষ্কৃতীরা।

গাড়িটি আটক করে তল্লাশি চালাতেই পেছনের ডালার কাছে বসে থাকা দুই যুবকের মধ্যে একজনের কাছ থেকে একটি লোডেড কান্ট্রিমেড পিস্তল উদ্ধার হয়। অন্যজনের কাছ থেকে পাওয়া যায় দু-রাউন্ড তাজা গুলি। এরপরই পুলিশ গাড়ির চালক এবং তার পাশে বসে থাকা সহযোগীসহ মোট চারজন দুষ্কৃতীকে হাতেনাতে গ্রেপ্তার করে। ধৃতদের রাতেই তাহেরপুর থানায় নিয়ে আসা হয়। পুলিশ ইতিমধ্যেই সিজার লিস্ট এবং অ্যারেস্ট মেমো তৈরি করে নির্দিষ্ট আইনি ধারায় মামলা রুজু করেছে। এই চক্রের সাথে আর কারা জড়িত এবং তারা আনন্দনগরে ঠিক কী ধরনের অপরাধ করার ছক কষেছিল, তা জানতে ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে তাহেরপুর থানার পুলিশ।

ধান কাটার মরশুমে কর্দমাক্ত রাস্তা, সাফাইয়ের যৌথ উদ্যোগে পুলিশ ও কিষান বাহিনী

রুম্পা দাস, নয়া জামানা, বীরভূম ঃ বোরো ধান কাটার মরশুমে কম্বাইন হারভেস্টার ও ট্রাক্টরের চাকার সঙ্গে মাঠের কাদা-মাটি উঠে এসে রাস্তার উপর জমে যাওয়ায় কীর্ণাহার থানার বিভিন্ন এলাকার একাধিক রাস্তা কার্যত চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ বাড়তে থাকায় শনিবার উদ্যোগ নিল কীর্ণাহার থানার পুলিশ।শনিবার জামনা অঞ্চলের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা পরিষ্কার করার কাজ শুরু হয় পুলিশের উদ্যোগে। এই কাজে পুলিশকর্মীদের পাশাপাশি অংশ নেন স্থানীয় কৃষক ও ট্রাক্টর মালিকরাও। যৌথ উদ্যোগে রাস্তার উপর জমে থাকা কাদা ও মাটি সরিয়ে রাস্তা

স্বাভাবিক করার কাজ করা হয়। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, ধান কাটার মরশুমে প্রতিদিনই ভারী কৃষিযন্ত্র ও ট্রাক্টর চলাচলের ফলে রাস্তার উপর পুরু কাদার স্তর তৈরি হচ্ছে। এতে মোটরবাইক ও ছোট গাড়ি চলাচলে সমস্যার পাশাপাশি দুর্ঘটনার আশঙ্কাও বাড়ছে। বিশেষ করে সকাল ও সন্ধ্যার সময় সাধারণ মানুষকে চরম ভোগান্তির মুখে পড়তে হচ্ছে।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সাধারণ মানুষের সমস্যার কথা মাথায় রেখেই এই পরিষ্কার অভিযানে নামা হয়েছে। শুধু জামনা অঞ্চল নয়, কীর্ণাহার থানার অন্যান্য এলাকাতেও রাস্তার উপর জমে থাকা মাটি একই পদ্ধতিতে পরিষ্কার করা হবে। পাশাপাশি কৃষিযন্ত্র ও ট্রাক্টর চালকদেরও সচেতন করা হচ্ছে, যাতে মাঠ থেকে বেরোনোর সময় রাস্তার উপর অতিরিক্ত কাদা না ওঠে।পুলিশ, কৃষক ও স্থানীয় মানুষের এই যৌথ উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন এলাকার বাসিন্দারা। তাঁদের আশা, নিয়মিত এ ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হলে বর্ষার আগে রাস্তাঘাটের পরিস্থিতিরও উন্নতি হবে।

পথ দুর্ঘটনা রুখতে ‘অ্যাকশন মোডে’ রামপুরহাট ট্রাফিক ওসি গৌতম মণ্ডল

নয়া জামানা, বীরভূম ঃ নতুন সরকার গঠনের পর থেকেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে পুলিশের বিশেষ তৎপরতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তারই অংশ হিসেবে বীরভূমের রামপুরহাট শহরেও শুরু হয়েছে ট্রাফিক পুলিশের বিশেষ অভিযান। পথ দুর্ঘটনা রুখতে এবং সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে এদিন রাঙ্খ স্তায় নামতে দেখা যায় ট্রাফিক পুলিশকে। রামপুরহাট সাফ ট্রাফিক গার্ডের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক গৌতম মণ্ডল এর নেতৃত্বে চালানো হয় বিশেষ অভিযান। এদিন বীরভূমের রামপুরহাট শহরের মাড়গ্রাম মোড় এলাকার পাশাপাশি রানীগঞ্জ ১৪ নম্বর জাতীয় সড়কের একাধিক জায়গাতেও চালানো হয় বিশেষ অভিযান ও কড়া নজরদারি। যেসব বাইক আরোহীরা হেলমেট ছাড়াই

যাতায়াত করছিলেন কিংবা একটি বাইকে দুই বা তিনজন চেপে রাস্তায় বেরিয়েছিলেন, তাদের দাঁড় করিয়ে ট্রাফিক নিয়ম মেনে চলার বার্তা দেওয়া হয়। হেলমেট ব্যবহারের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন করেন পুলিশ আধিকারিকরা। পাশাপাশি ভবিষ্যতে ট্রাফিক আইন অমান্য করলে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলেও সতর্ক করা হয়। শুধু বাইক আরোহীদের নয়, চারচাকা গাড়ির চালকদেরও বৈধ নথিপত্র, ড্রাইভিং লাইসেন্স এবং সিটবেল্ট ব্যবহার নিয়ে বিশেষভাবে পরীক্ষা করা হয়। যেসব গাড়িচালক ট্রাফিক নিয়ম মানছিলেন না, তাদেরও সাবধান করা হয়। এছাড়াও যেসব বাইক আরোহীরা ট্রাফিক আইন অমান্য করছিলেন, তাদের মধ্যে বেশ কয়েকজনের বিরুদ্ধে ফাইন করা হয় বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। এদিনের এই বিশেষ অভিযানে ট্রাফিক গার্ডের পুলিশ কর্মীদের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন সিভিক ভলেন্টিয়াররাও। রাস্তায় দাঁড়িয়ে সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে দেখা যায় ট্রাফিক ওসি গৌতম মণ্ডলকে। পুলিশের দাবি, পথ দুর্ঘটনা কমাতে আগামী দিনেও এ ধরনের বিশেষ অভিযান আরও জোরদার করা হবে বলে জানা গিয়েছে পুলিশ সূত্রে।

বিজেপির বিজয়োল্লাস, গেরুয়া আবিরে রাঙল পলাশীপাড়া

পার্থ দাস বৈরাগ্য, নয়া জামানা, নদীয়া ঃ পলাশী পাড়ায় বিজেপির বিজয় উল্লাস ঘিরে উৎসবের পরিবেশ তৈরি হয়। পলাশীপাড়া মণ্ডল ২ নং এর উদ্যোগে আয়োজিত এই বিজয় মিছিলে অংশ নেন বহু বিজেপি কর্মী-সমর্থক ও গ্রামবাসী। বাজনার তালে নাচে ও জয় শ্রীরাম স্লোগানে মেতে ওঠেন সকলে। গেরুয়া আবিরে রঙিন হয়ে ওঠে গোটা এলাকা। বিজয় মিছিলকে কেন্দ্র করে পলাশীপাড়া এলাকায় উৎসবের আবহ দেখা যায়।কর্মী-সমর্থকেরা পায়ে পা মিলিয়ে আনন্দে সামিল হন।দীর্ঘদিন পর বাংলায় রাজনৈতিক পরিবর্তনের আবহে বিজেপির এই জয়কে কেন্দ্র করে উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়েন উপস্থিত সকলে। বিজেপি কর্মীদের দাবি, দীর্ঘ ১৫ বছরের তৃণমূল সরকারের আমলে দুর্নীতি ও সাধারণ মানুষের ক্ষোভ ক্রমশ বেড়েছিল। সেই পরিস্থিতির পরিবর্তন চেয়েই মানুষ এবার ভারতীয় জনতা পার্টিকে আশীর্বাদ করেছেন। মানুষের সমর্থন ও আশীর্বাদ নিয়েই বিজেপির এই জয় এসেছে বলেও দাবি করেন তাঁরা। এদিন ক্লাব ক্লাস ময়দান থেকে এই বিজয় মিছিল শুরু হয়ে বাজার পাড়া,রামনগর পাড়া হয়ে রুদ্রনগর পাড়া পরিক্রমা করে পুকুরপাড়া হয়ে বিডিও অফিস মোড় ঘুরে ক্লাব ক্লাস ময়দানে এসে শেষ হয়। এদিন পুরো এলাকা জুড়ে ছিল উৎসবমুখর পরিবেশ ও রাজনৈতিক উচ্ছ্বাসের ছবি।

নদিয়া ও বীরভূম জেলার মহকুমা ও প্রতিটি ব্লকে সাংবাদিক প্রয়োজন।যোগাযোগ ঃ ৯০০২৯৮৯১৩২

যমদূতের ছদ্মবেশে এডিস মশা, প্রতিরোধ দিবসে তেহট্ট -২ নং ব্লকে বিশেষ কর্মসূচি

পার্থ দাস বৈরাগ্য,নয়া জমানা, নদীয়া ঃ জাতীয় ডেঙ্গু প্রতিরোধ দিবস উপলক্ষে পথনাটিকা এবং পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হল তেহট্ট -২ নং ব্লকের গোপীনাথপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে।গ্রামীণ সম্পদ কর্মীদের উদ্যোগে এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। যেখানে কর্মীদের মধ্যে টিংকু সরকার, কুন্তল দাস, গণেশ মন্ডল, সুজন দাস-রাই কেউ যমরাজ, যমদূত,এডিস মশা,ঢাকি সেজে বাড়ি বাড়ি ঘুরে মানুষকে সচেতন করলেন।গোপীনাথপুর গ্রাম

পঞ্চায়েতের প্রধান মতিয়ুর রহমান শেখ জানান, আমরা প্রতিবারই আশ্চর্য হই এদের বুদ্ধিমত্তা এবং অদম্য প্রচেষ্টার জন্য। প্রতিবারের মত এবারো আমাদের এই গ্রামীণ সম্পদ কর্মীরা মানুষকে সচেতন করার বার্তা দিচ্ছে। ওদের প্রতি অজস্র ধন্যবাদ জানানো ছাড়া আর কিছুই আমরা দিতে পারি না। তেহট্ট-২ নং ব্লকের গ্রামীণ সম্পদ কর্মী সংগঠনের সভাপতি কৃষ্ণেন্দু হালদার জানান, আমরা বরাবর মানুষকে সচেতন করতে নিজেদের তাগিদে হাতের কাছে পাওয়া যে কোনো জিনিসকে কাজে লাগিয়ে কিছু না কিছু করে থাকি। আমরা নবনির্মিত সরকারের কাছে আবেদন রাখবো সরকার আমাদের জন্য যেনো আগামী দিনে চিন্তা করেন।

ফলহারিণী অমাবস্যায় তারাপীঠে উপচে পড়া ভিড়, মা তারার চরণে ভক্তদের ধল!

সায়ন ভান্ডারী, নয়া জামানা, বীরভূম ঃ জৈষ্ঠ মাসের কৃষ্ণপক্ষের পবিত্র অমাবস্যা তিথিতে শনিবার পালিত হচ্ছে ফলহারিণী অমাবস্যা। এই বিশেষ তিথিকে কেন্দ্র করে সকাল থেকেই বীরভূমের তারাপীঠ মন্দির চত্বরে ভক্তদের উপচে পড়া ভিড় লক্ষ্য করা যায়। ভোর থেকেই দূরদূরান্ত থেকে আসা হাজার হাজার পুণ্যার্থী মা তারার দর্শন ও পুজো দেওয়ার জন্য মন্দিরে ভিড় জমান। জয় মা তারা ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে ওঠে গোটা মন্দির এলাকা। শাস্ত্র মতে, ফলহারিণী অমাবস্যা তিথিতে মা কালী ও আদ্যাশক্তির আরাধনার বিশেষ মাহাত্ম্য রয়েছে। ভক্তদের বিশ্বাস, এই দিনে মায়ের কাছে জীবনের সমস্ত কুফল সমর্পণ করে সুফল কামনা করলে মা তারা ভক্তদের মনস্কামনা পূরণ করেন।

সেই কারণেই এই তিথিতে মাকে বিভিন্ন ধরনের ফল দিয়ে বিশেষভাবে পুজো করার রীতি প্রচলিত রয়েছে। এদিন সেই প্রথা মেনেই মা তারাকে নানা ফল দিয়ে বিশেষ সাজে সজ্জিত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়।মন্দির সূত্রে জানা গিয়েছে, ভোর চারটার পর মন্দিরের দরজা খুলে দেওয়া হয় ভক্তদের জন্য। তারপর থেকেই শুরু হয় পুজো ও দর্শন। ভক্তদের নিরাপত্তা ও সুষ্ঠুভাবে পুজো দেওয়ার সুবিধার্থে মন্দির কমিটি এবং তারামাতা সেবাইত সংঘের পক্ষ থেকে আলাদা লাইনের ব্যবস্থা করা হয়। পাশাপাশি যেকোনো অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে পুলিশ প্রশাসন, স্বেচ্ছাসেবী ও মন্দির কর্তৃপক্ষ কড়া নজরদারি চালান ।এই বিশেষ তিথিতে মা তারাকে বিশেষ ভোগ নিবেদন করা হবে বলেও জানা গিয়েছে। অন্যান্য দিনের মতো ভাত, ডাল, সবজি, পোলাও, পাঁচ রকম ভাজা, পাঁচ রকম মিষ্টি, পায়েস ও শোল মাছ পোড়া নিবেদন করা হবে। পাশাপাশি বলির পাঁঠার মাংসও মা তারার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হবে বলে মন্দির সূত্রে খবর। ফলহারিণী অমাবস্যাকে ঘিরে শনিবার সারাদিন ধরেই তারাপীঠে আধ্যাত্মিক আবহ ও ভক্তিমূলক পরিবেশ বিরাজ করে।

দুর্নীতির সাথে আপস নয়, জেলার স্বার্থে একাধিক কড়া বার্তা দিলেন বিধায়ক

তারিক আনোয়ার, নয়া জামানা, বীরভূম ঃ বীরভূম জেলার সার্বিক উন্নয়ন, প্রশাসনিক স্বচ্ছতা এবং সাধারণ মানুষের স্বার্থকে সর্বাগ্রে রেখে একের পর এক গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দিলেন সিউড়ি বিধানসভার নবনির্বাচিত বিধায়ক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়। জেলার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি, স্বাস্থ্য পরিষেবা, বেআইনি বালিঘাট, তোলাবাজি, ডেউচা-পাঁচামী প্রকল্প, রাস্তা ও যোগাযোগ ব্যবস্থা; একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে প্রশাসনিক আধিকারিকদের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেন তিনি। যদিও এই বৈঠককে একটি ইনফরমাল মিটিং বলা হয়েছে, তবে রাজনৈতিক মহলের মতে, এই বৈঠকের মধ্য দিয়েই আগামী দিনের প্রশাসনিক কড়াকড়ি এবং উন্নয়নের রূপরেখা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসকসহ জেলার বিভিন্ন দফতরের আধিকারিকরা। সেখানে জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন, বীরভূম জেলায় কোনওরকম বেআইনি কারবার, দুর্নীতি, তোলাবাজি বা সিন্ডিকেট রাজ বরদাস্ত করা হবে না। সাধারণ মানুষের স্বার্থে প্রশাসনকে আরও সক্রিয় ও কঠোর ভূমিকা নিতে হবে বলেও তিনি জানান।বিশেষভাবে সিউড়ির হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজকে পাথর ও বালি ব্যবসায়ীদের প্রভাবমুক্ত রাখার বিষয়টি তিনি গুরুত্ব সহকারে তুলে ধরেন। চিকিৎসা পরিষেবার মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে কোনও অসাধু চক্রের প্রভাব যাতে না পড়ে, সে বিষয়ে প্রশাসনকে কড়া নজরদারির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলেও সূত্রের খবর।

সাধারণ মানুষের চিকিৎসা ব্যবস্থাকে স্বচ্ছ ও নির্ভরযোগ্য করে তোলার ওপর জোর দেন তিনি।এছাড়াও জেলার বিভিন্ন এলাকায় বেআইনি বালিঘাট, নকল চালান ও ডুপ্লিকেট ডি.সি.আর.-এর মাধ্যমে চলা অবৈধ কারবার নিয়ে কড়া অবস্থান নেন বিধায়ক। তিনি বলেন, দীর্ঘদিন ধরে এই ধরনের বেআইনি ব্যবসার কারণে সরকারের রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে, পাশাপাশি সাধারণ মানুষও সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন। তাই এই সমস্ত বেআইনি কার্যকলাপের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ভবিষ্যতে যাতে কোনওভাবেই দুর্নীতি বা অবৈধ লেনদেন না হয়, সে বিষয়েও বিশেষ নজর দেওয়ার কথা বলেন তিনি।সাধারণ গরিব মানুষ যাতে কম দামে বালি পেতে পারেন, সেই বিষয়টিও বৈঠকে বিশেষভাবে তুলে ধরেন জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়। তাঁর মতে,

কিছু অসাধু চক্রের কারণে সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে নির্মাণ সামগ্রীর দাম। সেই কারণে বালি ব্যবসায় স্বচ্ছতা আনা এবং সাধারণ মানুষের স্বার্থ রক্ষা করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন তিনি।ডেউচা-পাঁচামী প্রকল্প নিয়েও বৈঠকে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়। চাকরির জন্য যতজন আবেদন করেছেন, তাঁদের মধ্যে কতজন আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত এবং কতজন অন্যান্য সম্প্রদায়ের, সেই তথ্য খতিয়ে দেখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

১৭ মে ২০২৬

পূর্ব ও পঃ বর্ধমান

নয়া জামানা

মজদুর থেকে মাফিয়া! কাটোয়ায় বাবুলাল সাম্রাজ্যের পতন, নেপথ্যে কোন রহস্য?

আমিনুর রহমান ।। নয়া জামানা ।। বর্ধমান

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ঘোষণা করেছেন সরকারি উদ্যোগে চলা কোন সামাজিক প্রকল্প বন্ধ হবে না। কিন্তু ওই ঘোষণার পর পূর্ব বর্ধমান জেলা জুড়ে আবাস যোজনা প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত উপভোক্তাদের সংশয় দেখা দিয়েছে। এই জেলায় প্রায় ৭০ হাজারের বেশি উপভোক্তাদের বাড়ি অর্ধেক হয়ে পড়েছে। বরাদ্দ টাকার অর্ধেক পেয়েছেন তারা। এমনকি বাড়ি তৈরির কাজও অর্ধেক হয়ে পড়ে আছে। পূর্ব বর্ধমান জেলায় আবাস যোজনায় বাংলার বাড়ি প্রকল্পে প্রায় ৭৭ হাজার উপভোক্তাদের প্রথম কিস্তির টাকা দেওয়া হয়। প্রথম কিস্তির টাকা পাবার পর বাড়ি তৈরীর কাজ শেষ হয়। সরকারের তরফে বলা হয়েছিল কাজ দেখার পর দ্বিতীয় কিস্তির টাকা মিলবে। কিন্তু তারপর ভোটের দামামা বেজে যায়। কাজও বন্ধ হয়, টাকা দেওয়া বন্ধ হয়ে যায়। এরপরই রাজ্যে রাজনৈতিক পালা বদল ঘটে। ফলে উপভোক্তাদের সংশয় বেড়ে যায়। প্রথম কিস্তির টাকা পাওয়া সব উপভোক্তাদেরই বাড়ি অসমাপ্ত অবস্থায় পড়ে আছে বলে জানা গিয়েছে। আদ্যোও তারা টাকা পাবেন কিনা তা নিয়ে কোন কিছু জানতে পারেননি বলে আশংকা অনেকটাই বেড়েছে। তৃণমূল কংগ্রেসের দাবি ছিল প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা প্রকল্প অনুযায়ী পূর্ব বর্ধমান জেলায় একটি তালিকা তৈরি করা হয়েছিল। কিন্তু কেন্দ্রের সরকার টাকা না দেবার অভিযোগ উঠে। তারপর সরকারিভাবে বাংলার বাড়ি প্রকল্প চালু করা হয়। পরে ওই প্রকল্পে এই জেলায় ৭৮ হাজার আবেদনকারীকে প্রথম কিস্তির ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা করে দেওয়া হয়েছিল । তাদের মধ্যে প্রায় ৮০ শতাংশ উপভোক্তা অর্ধেক বাড়ি তৈরি করে রেখে দ্বিতীয় কিস্তির জন্য অপেক্ষায়। সেই অবস্থায় পালা বদল ঘটে পশ্চিমবঙ্গে। বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসে।

যদিও মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সাফ জানিয়ে দিয়েছেন কোন সরকারি সামাজিক প্রকল্প বন্ধ করা হবে না। তবুও সংশয় কাটেনি। সূত্রের খবর দ্বিতীয় পর্যায়ে পূর্ব বর্ধমান জেলায় ৫৪ হাজার ৭০০ জনের মতো উপভোক্তাদের তালিকা তৈরি আছে। যাদের ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা করে শেষ কিস্তির টাকা দেবার কথা। যাতে তারা বাড়ি তৈরীর কাজ সম্পূর্ণ করতে পারেন। কিন্তু তার পরেই পালা বদল ঘটে যাবার পর, এখনও পর্যন্ত ওই টাকা মেলেনি বলে দাবি। এখানেই শেষ নয়, ভোটের আগে বন্যা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে বাড়িঘর ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে যাওয়া কয়েক হাজার উপভোক্তা তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে আবেদন করেছিলেন বাংলার বাড়ি প্রকল্পের সুবিধা পেতে। সেই সংখ্যাটাও নেহাত কম নয়। জেলাতে এই আবেদনের ফলে তালিকা ভুক্ত হয়েছিলেন ২২ হাজারের মতো। তারাও টাকা পাবেন কিনা সেসব বিষয়ে কোন কিছু জানা যায়নি। যদিও ভোটের আগে ২৮ জানুয়ারি থেকে সরকারি উদ্যোগে এই জেলায় ৬০ হাজার টাকা করে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পাঠানো শুরু হয়েছিল। ভোটের নির্ঘন্ট শুরু হওয়ায় মাঝ পথে টাকা পাঠানো বন্ধ রাখতে হয়। ওই টাকা ছিল প্রথম কিস্তির জন্য। একদিকে এসআইআর অন্যদিকে নির্বাচন প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার জন্য ৩৮০০ জনকে টাকা পাঠানো শুরু করা হয়নি। তাদের টাকা কোষাগারে ফেরত চলে গেছে বলেই জানা গেছে। রায়না, খন্ডঘোষ, জামালপুর, মেমারি, বর্ধমান ১ ব্লক সহ কালনা, কাটোয়া সব ব্লকের উপভোক্তাদের একটাই প্রশ্ন টাকা মিলবে কিনা। না পাওয়া গেলে অর্ধেক কাজ হয়ে যাওয়া বাড়ির কি হবে। সামনে বর্ষার মরশুম। মাথার উপর ছাদ না উঠলে বসবাস করা নিয়েও সংকট দেখা দিতে পারে বলে আশঙ্কা অনেকের। অনেকে আবার বাড়ি তৈরীর জন্য অন্য জায়গায় ভাড়া বাড়িতে থাকছেন। বাড়ি সম্পূর্ণ না হলে মাসের পর মাস টাকা খরচ করে থাকবেন কিভাবে তা নিয়েও দুঃচিন্তা দেখা দিয়েছে।

উন্নয়নের লক্ষ্যে আসানসোলে অগ্নিমিত্রা পালের মেগা বৈঠক, সমন্বয় বাড়াতে অভিনব উদ্যোগ

সীতারাম মুখার্জি, নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ পশ্চিম বর্ধমান জেলার সামগ্রিক পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং জনপরিষেবা দ্রুত মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে আসানসোলে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক বৈঠক করলেন রাজ্যের মহিলা ও শিশু কল্যাণ, নগরোন্নয়ন ও পুর মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল।

শনিবার আসানসোলের জেলাশাসক (ডিএম) কার্যালয়ে আয়োজিত এই হাইপ্রোফাইল বৈঠকে জেলাশাসক এস পোন্নাবালাম সহ বিভিন্ন প্রশাসনিক দপ্তরের ঊর্ধ্বতন আধিকারিক এবং জেলার নয়টি বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়করা উপস্থিত ছিলেন। নির্বাচনের আগে দেওয়া 'ডাবল ইঞ্জিন' সরকারের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে সমগ্র বাংলার পাশাপাশি পশ্চিম বর্ধমান জেলাতেও উন্নয়নের গতি বাড়ানোই এই বৈঠকের মূল লক্ষ্য ছিল।

বৈঠক শেষে সাংবাদিক বৈঠকে মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল জানান, জেলা স্তরে এটিই প্রথম এই ধরনের প্রশাসনিক বৈঠক। জেলা প্রশাসনের সমস্ত আধিকারিকদের সাথে নয়জন বিধায়কের সরাসরি পরিচয় ও যোগাযোগের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে, যাতে আগামী দিনে নিজ নিজ এলাকায় পানীয় জল, রাস্তাঘাট ও স্ট্রিট লাইটের মতো জরুরি সমস্যাগুলির দ্রুত সমাধান করা যায়। প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে সমন্বয় বাড়িয়ে সাধারণ মানুষের ক্ষোভ-বিক্ষোভ দূর করাই সরকারের প্রধান উদ্দেশ্য। জেলাশাসক এস পোন্নাবালাম জানান, বৈঠকে অতিরিক্ত জেলাশাসক (এডিএম), মহকুমা শাসক (এসডিও) এবং বিডিওরা উপস্থিত ছিলেন। এলাকার বিধায়করা তাঁদের নিজ নিজ কেন্দ্রের অভাব-অভিযোগ ও পরিকাঠামোগত সমস্যার কথা আধিকারিকদের সামনে তুলে ধরেন। পাশাপাশি, আগামী ১৮ মে থেকে ২৫ মে পর্যন্ত জেলা জুড়ে আয়োজিত হতে চলা দজন ভাগিদারী প্রচার অভিযানদ নিয়ে বৈঠকে বিস্তারিত আলোচনা হয়। এই সরকারি অভিযানে কীভাবে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ সর্বোচ্চ স্তরে নিয়ে যাওয়া যায়, তা নিয়েও একটি রূপরেখা তৈরি করা হয়েছে। প্রশাসনের দাবি, এই সমন্বয়ের ফলে জেলার নয়টি বিধানসভাতেই থমকে থাকা উন্নয়নমূলক কাজগুলি এবার দ্রুত গতি পাবে।

মানসিক চাপে যুবকের আত্মহত্যা, দেহ রেখে থানা ঘেরাও

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ পশ্চিম বর্ধমানের সালানপুরের ক্ষুদিকা গ্রামে প্রেমিকার পরিবারের মানসিক অত্যাচার ও আর্থিক দাবির মুখে পড়ে বিক্রম বাউরি (২৩) নামে এক যুবক আত্মহত্যা করেছেন। শুক্রবার গভীর রাতে সালানপুরের পঞ্চানন আশ্রমের কাছ থেকে তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়।

প্রায় দু'মাস আগে এক নাবালিকাকে বিয়ে করায় বিক্রমকে জেল খাটতে হয়েছিল। সম্প্রতি জামিনে মুক্তি পাওয়ার পর থেকেই মেয়েটির পরিবার এবং কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তি বিষয়টি মেটানোর জন্য তাঁর ওপর মোটা অঙ্কের টাকা চেয়ে লাগাতার ব্ল্যাকমেইল ও মানসিক চাপ সৃষ্টি করছিল বলে অভিযোগ। মৃত্যুর আগে এক বন্ধুকে ফোনে কান্নাকাটি করে হুমকির কথাও জানিয়েছিলেন বিক্রম। শনিবার এই ঘটনার জেরে তীব্র উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। আসানসোল জেলা হাসপাতালে ময়নাতদন্তের পর, ক্ষুব্ধ পরিবার ও গ্রামবাসীরা বিক্রমের মৃতদেহ সালানপুর থানার সামনে রেখে দোষীদের অবিলম্বে গ্রেফতারের দাবিতে তুমুল বিক্ষোভ দেখান। পুলিশ একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে নিরপেক্ষ তদন্তের আশ্বাস দিলেও, দোষীদের শাস্তির দাবিতে সন্ধ্যা পর্যন্ত বিক্ষোভ জারি থাকে।

বর্ধমানে বিরোধীদের তীব্র তোপ মন্ত্রী ক্ষুদিরাম টুডুর, জমি দখল ও ভুয়ো সার্টিফিকেটে কড়া হুঁশিয়ারি

সুজিত দত্ত, নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ শনিবার বর্ধমান শহরে এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে বিরোধীদের বিরুদ্ধে তীব্র রাজনৈতিক আক্রমণ শানালেন রাজ্যের মন্ত্রী ক্ষুদিরাম টুডু। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি স্পষ্ট জানান, অন্যায়কারীদের কোনওভাবেই রেহাই দেওয়া হবে না। গত ১৫ বছরে যাঁরা সাধারণ মানুষের বাক স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করেছেন বা প্ররোচনামূলক বক্তব্য রেখেছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

২০২১ সালের নির্বাচন পরবর্তী হিংসার ৩১১ জনের প্রাণহানির প্রসঙ্গ টেনে তিনি এর যথাযথ বিচারের দাবি জানান। পাশাপাশি, আরজি কর হাসপাতালের ঘটনা প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন যে, সরকার ইতিমধ্যেই প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েল-সহ তিনজন আইপিএস আধিকারিককে সাসপেন্ড করেছে। জেলায় বেআইনি নির্মাণ ও চার্চের জমি দখল নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে মন্ত্রী জানান, সরকারি বা বেআইনিভাবে দখল হওয়া জমি খালি করতে প্রয়োজনে বুলডোজার ব্যবহার করা হবে। এসসি-এসটি সার্টিফিকেট নিয়েও বড় তদন্তের ইঙ্গিত দিয়ে তিনি বলেন, ২০১১ সালের পর থেকে ইস্যু হওয়া সমস্ত সার্টিফিকেট খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং ভুয়ো প্রমাণ হলে চাকরি বা শিক্ষা ক্ষেত্র থেকে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এই বিষয়ে সিআইডি তদন্তের আবেদনও করা হয়েছে।

একইসঙ্গে রাজ্যজুড়ে অবৈধ মাদ্রাসা বন্ধের নির্দেশ দিয়ে আইন অমান্যকারীদের সতর্ক করেছেন তিনি। সবশেষে মন্ত্রী দাবি করেন, ক্ষুদ্রবল ইঞ্জিন সরকারক্ষুদ্র মডেলেই রাজ্য পরিচালিত হবে এবং দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন গড়তে পদক্ষেপ শুরু হয়েছে।

মেমারিতে গ্রেফতার পঞ্চায়েত কর্মাধ্যক্ষ সহ যুব তৃণমূল নেতা

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ পূর্ব বর্ধমান জেলার মেমারি ২ ব্লকে আর্থিক অনিয়ম ও তোলাবাজির অভিযোগে পুলিশি অভিযানে গ্রেফতার হলেন পঞ্চায়েত সমিতির খাদ্য কর্মাধ্যক্ষ সঞ্জয় মন্ডল। একই সঙ্গে পুলিশের জালে ধরা পড়েছেন বোহার ১ অঞ্চলের যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি রাজকুমার মন্ডলও। স্থানীয় প্রশাসন সূত্রে খবর, নির্দিষ্ট কিছু সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ও আর্থিক দুর্নীতির ভিত্তিতেই এই দুজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এই জোড়া গ্রেফতারির ঘটনা সামনে আসতেই মেমারি ও সংলগ্ন এলাকার রাজনৈতিক মহলে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। শুরু হয়েছে শাসক ও বিরোধী শিবিরের মধ্যে রাজনৈতিক চাপানউতোর। তবে এই গ্রেফতারি প্রসঙ্গে স্থানীয় প্রশাসন কিংবা তৃণমূল কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্বের তরফ থেকে এখনও পর্যন্ত আনুষ্ঠানিক ও বিস্তারিত কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি। অন্যদিকে, নিজের বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন ধৃত খাদ্য কর্মাধ্যক্ষ সঞ্জয় মন্ডল। তাঁর দাবি, তিনি কোনও রকম আর্থিক তোলাবাজির সঙ্গে যুক্ত নন এবং কে বা কারা, কী উদ্দেশ্যে তাঁর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ এনেছে, সে বিষয়ে তিনি কিছুই জানেন না। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

মেধায় হারল দারিদ্র্য, উচ্চ মাধ্যমিকে রাজ্যে নবম রায়নার কৃষকের ছেলে ময়ূখ

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ আর্থিক অনটন যে মেধার পথে বাধা হতে পারে না, তা আরও একবার প্রমাণ করল পূর্ব বর্ধমানের রায়না ২ ব্লকের আখিনা গ্রামের ময়ূখ পাল। অতি সাধারণ কৃষক পরিবারের এই সন্তান চলতি বছরের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৪৮৮ নম্বর পেয়ে রাজ্যের মেধা তালিকায় নবম স্থান অধিকার করেছে। তার এই অসাধারণ সাফল্যে খুশির হাওয়া গোটা রায়না জুড়ে। ময়ূখের এই কৃতিত্বকে সম্মান জানাতে শনিবার তার বাড়িতে উপস্থিত হন রায়নার বিধায়ক সুভাষ পাত্র।

তিনি কৃতী ছাত্রের হাতে ফুল ও মিষ্টি তুলে দিয়ে তার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করেন এবং ময়ূখের বাবা-মায়ের সঙ্গে কথা বলেন। বিধায়ক জানান, কলকাতায় ব্যস্ততা কাটিয়ে ফিরেই তিনি সরাসরি ময়ূখের বাড়িতে এসেছেন, কারণ এই সাফল্য গোটা এলাকার জন্য অত্যন্ত গর্বের। জানা গিয়েছে, চরম আর্থিক সীমাবদ্ধতার মধ্যেও ছেলের পড়াশোনায় কোনো খামতি রাখেননি তার কৃষক বাবা এবং গৃহবধূ মা। পরিবারের অক্লান্ত সমর্থন, শিক্ষকদের সঠিক পরামর্শ এবং নিজের কঠোর পরিশ্রমই ময়ূখের এই সাফল্যের মূল চাবিকাঠি। ভবিষ্যতে ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়াশোনা করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে কাজ করার স্বপ্ন রয়েছে তার। গ্রামের সাধারণ পরিবেশ থেকে উঠে এসে ময়ূখের এই রাজকীয় সাফল্য আজ শুধু তার পরিবারকেই নয়, গোটা আখিনা গ্রামকে এক উৎসবের আবহে ভাসিয়ে দিয়েছে।

মেমারিতে অবৈধভাবে গরু পাচারের চেষ্টা বানচাল, চালক সহ গ্রেপ্তার ৩

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ মেমারি থানার পুলিশের তৎপরতায় শুক্রবার রাতে একটি গরু বোঝাই গাড়ি আটক করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, একটি পিকআপ ভ্যানে করে বারোটি গরু ও মোষ অবৈধভাবে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। গাড়িটি বিহারের জামুই থেকে হুগলির গুড়াপ এলাকার দিকে যাচ্ছিল। মেমারি থানার পুলিশ গাড়িটিকে আটকে তল্লাশি চালালে

চালক বা আরোহীরা গবাদি পশু পরিবহনের কোনো বৈধ কাগজপত্র দেখাতে পারেনি। বৈধ নথিপত্র না থাকায় পুলিশ গাড়িটি বাজেয়াপ্ত করে এবং চালকসহ মোট তিনজনকে আটক করে। ধৃতদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। শনিবারই অভিযুক্তদের বর্ধমান আদালতে পেশ করে পুলিশ। এই চক্রের পেছনে আর কে বা কারা জড়িত রয়েছে এবং এই পাচারের উৎস খতিয়ে দেখতে ধৃতদের নিজেদের হেফাজতে চেয়ে তিন দিনের রিমান্ডের আবেদন জানিয়েছে মেমারি থানার পুলিশ। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

বকেয়া মজুরি ও ১০০ দিনের কাজের দাবিতে ভাতারে বামেদের জোরালো বিক্ষোভ

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ লোকসভা নির্বাচনের আবহ কাটতেই ১০০ দিনের কাজের দাবিতে পুনরায় পথে নামল বামেরা।

দীর্ঘক্ষণ ধরে চলা এই প্রতিবাদের মূল উদ্যোক্তা ছিল সারা ভারত খেতমজুর ও গ্রামীণ শ্রমজীবী ইউনিয়নের ভাতার ব্লক কমিটি। আন্দোলনকারী বাম নেতৃত্বের অভিযোগ, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের মধ্যকার রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের কারণে পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ চরম সংকটে পড়েছেন। দীর্ঘদিন ধরে

তাঁদের ন্যায্য মজুরির টাকা আটকে রাখা হয়েছে। এদিনের সমাবেশ থেকে অবিলম্বে গরিব শ্রমিকদের বকেয়া টাকা মিটিয়ে দেওয়ার এবং দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ থাকা ১০০ দিনের কাজ পুনরায় চালু করার জন্য রাজ্য সরকারের কাছে জোরালো দাবি জানানো হয়।

এই প্রতিবাদী কর্মসূচিতে উপস্থিত থেকে

আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন সুভাষ মন্ডল ও মিজানুর রহমান সহ অন্যান্য বাম নেতৃবৃন্দ।

উত্তপ্ত আসানসোল, পুলিশ ফাঁড়িতে দুষ্কৃতী তাণ্ডব, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে লাঠিচার্জ ও টিয়ার গ্যাস

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ পশ্চিম বর্ধমানের আসানসোলের রেলপার এলাকায় একটি পুলিশ ফাঁড়িতে দুষ্কৃতী হামলার ঘটনাকে কেন্দ্র করে চরম উত্তেজনা ছড়িয়েছে। শুক্রবার রাত ৯টা নাগাদ আসানসোল উত্তর থানার অন্তর্গত জাহাঙ্গীর মহল্লা পুলিশ ফাঁড়িতে একদল মানুষ আচমকা চড়াও হয়। উন্মত্ত জনতা ফাঁড়ি ভাঙচুর করে, জরুরি নথি নষ্ট করে এবং বাইরে থাকা একাধিক গাড়িতে অগ্নিসংযোগ ও ভাঙচুর চালায়।

এই হামলায় ফাঁড়ি ইনচার্জ উজ্জ্বল সাহা সহ বেশ কয়েকজন পুলিশ কর্মী আহত হয়েছেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী পাঠানো হয়। উত্তেজিত জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ লাঠিচার্জ করে এবং কাঁদানে গ্যাসের সেল ফাটায়। দীর্ঘ এক ঘণ্টার চেষ্টায় পরিস্থিতি কিছুটা নিয়ন্ত্রণে আসে। স্থানীয় সূত্রে খবর, একটি মসজিদে মাইক বন্ধ করার নির্দেশ দেওয়াকে কেন্দ্র করে এই ক্ষোভের সূত্রপাত কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

শনিবার সকালেও এলাকা থমথমে রয়েছে, সমস্ত দোকানপাট বন্ধ। ডিসিপি (সেন্ট্রাল) ধ্রুব দাস জানিয়েছেন, সিসিটিভি ফুটেজ দেখে হামলাকারীদের শনাক্ত করার কাজ চলছে এবং ইতিমধ্যেই কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এদিকে ঘটনার তীব্র নিন্দা করে আসানসোল উত্তরের বিজেপি বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায় বলেন, এটি একটি পরিকল্পিত হামলা। দোষী ও উস্কানিদাতাদের কঠোর শাস্তির দাবি জানানোর পাশাপাশি তিনি সাধারণ মানুষকে শান্তি বজায় রাখার আবেদন জানিয়েছেন।

তৃণমূলের কর্মাধ্যক্ষ ও সিভিক ভলেন্টিয়ার সহ গ্রেফতার ৬, বারাবনিতে চাঞ্চল্য

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ ভোট পরবর্তী হিংসা, হুমকি ও মারধরের অভিযোগে পশ্চিম বর্ধমানের বারাবনি পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ সুকুমার সাঁধু এবং এক সিভিক ভলেন্টিয়ার সহ মোট ৬ জনকে গ্রেফতার করেছে বারাবনি থানার পুলিশ। ধৃত সিভিক ভলেন্টিয়ারের নাম দেবাশীষ গোপ এবং বাকি চারজন হলেন উত্তম মন্ডল, দীনবন্ধু মাজি, সাজিদ খান ও শিবেন ঘাঁটি। পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃতরা সকলেই বারাবনি ব্লক তৃণমূল সভাপতি অসিত সিংয়ের ঘনিষ্ঠ এবং এদের বিরুদ্ধে কয়লা কারবার, তোলাবাজি ও সমাজবিরোধী কাজের একাধিক অভিযোগ রয়েছে। ২০২১

সালের ভোট পরবর্তী হিংসা এবং ২০২৬ সালের নির্বাচনের আগে এলাকায় আতঙ্ক ছড়ানোর অভিযোগে শুক্রবার রাতে তাঁদের গ্রেফতার করে শনিবার আসানসোল আদালতে পেশ করা হয়। এই গ্রেফতারির পর রাজনৈতিক পারদ চড়তে শুরু করেছে শিল্পাঞ্চলে। বিজেপি যুব মোর্চার জেলা নেতা সূরজ সিং দাবি করেছেন, বিজেপি সরকার গঠন করার পর মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কড়া বার্তার কারণেই পুলিশ প্রশাসন অবশেষে সক্রিয় হয়েছে। অন্যদিকে রাজ্যের মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল তৃণমূলকে তীব্র আক্রমণ শানিয়ে স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন যে, বিগত দিনে যারা বিজেপি সমর্থকদের ওপর নির্যাতন চালিয়েছেন, মহিলাদের অসম্মান করেছেন বা ঘরছাড়া করেছেন, তাঁদের প্রত্যেকের অতীতের সমস্ত অন্যায়ের হিসাব নেওয়া হবে এবং কাউকেই রেয়াত করা হবে না।

পূর্ব বর্ধমান ও পশ্চিম বর্ধমান জেলার মহকুমা ও প্রতিটি ব্লকে সাংবাদিক প্রয়োজন। যোগাযোগ ঃ ৯০০২৯৮৯১৩২

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 17-05-2026 02:13 Page 9

হেলমেট ছাড়া রাস্তায় নামলেই ফেরত! পিংলায় কড়া পুলিশি অভিযানে চাঞ্চল্য

ভরত বেরা, নয়া জামানা,পিংলা ঃ সড়ক নিরাপত্তা নিয়ে এবার আরও কড়া অবস্থানে পিংলা থানার পুলিশ। হেলমেট ছাড়া বাইক চালানো এবং বাস-ট্রেকারের ছাদে যাত্রী পরিবহণ রুখতে শনিবার পশ্চিম মেদিনীপুরের জামনা বাজার এলাকায় বিশেষ অভিযান চালাল পিংলা থানার পুলিশ ও ট্রাফিক বিভাগ। পুলিশের এই কড়া অভিযানে একদিকে যেমন সতর্কবার্তা মিলেছে, তেমনই দেখা গিয়েছে মানবিক উদ্যোগও। অভিযানে নেতৃত্ব দেন চিন্ময় প্রামানিক এবং গোপাল রানা। রাস্তায় দাঁড়িয়ে একের পর এক বাইক থামিয়ে চালক ও আরোহীদের হেলমেট পরীক্ষা করা হয়। যাঁদের মাথায় হেলমেট ছিল না, তাঁদের সেখান থেকেই বাড়ি ফিরিয়ে দেয় পুলিশ।

পাশাপাশি স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়, আগামী দিনে নিয়ম ভাঙলে মোটা অঙ্কের জরিমানা গুনতে হবে। শুধু বাইক আরোহীদের নয়, পুলিশের নজরে আসে বাস ও ট্রেকারের ছাদে ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত করা যাত্রীরাও। সঙ্গে সঙ্গেই তাঁদের নামিয়ে দেওয়া হয় এবং গাড়ির চালকদের কড়া সতর্কবার্তা দেওয়া হয়। পুলিশ জানায়, ছাদে যাত্রী তুললে ভবিষ্যতে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তবে কড়া পদক্ষেপের পাশাপাশি এদিন মানবিক ছবিও ধরা পড়ে। অভিযানের সময় বাইকে থাকা স্কুল পড়ুয়া ও ছোট শিশুদের হাতে চকলেট ও জলের বোতল তুলে দেন পুলিশকর্মীরা। শিশুদের সচেতন করতে তাদের সঙ্গে কথাও বলেন ওসি চিন্ময় প্রামানিক। তিনি বলেন, নিরাপত্তার জন্য হেলমেট অত্যন্ত জরুরি।

নিজের জীবন বাঁচাতে সবাইকে নিয়ম মেনে চলতে হবে। পুলিশ সূত্রে খবর, সড়ক দুর্ঘটনা কমাতে আগামী দিনেও এই ধরনের অভিযান আরও জোরদার করা হবে।

ফলহারিণী কালীপুজোয় তমলুকে জনস্রোত

রাজবেশে মোহময়ী মা বর্গভীমা

নয়া জামানা , তমলুক ঃ ফলহারিণী কালীপুজোকে ঘিরে শনিবার ভক্তদের ঢলে উপচে পড়ল পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুকের ঐতিহ্যবাহী বর্গভীমা মন্দির চত্বর। একান্ন সতীপীঠের অন্যতম এই শক্তিপীঠে সকাল থেকেই জেলার বিভিন্ন প্রান্তের পাশাপাশি ভিনজেলা থেকেও হাজার হাজার পুণ্যার্থী ভিড় জমান। মায়ের চরণে পুজো দিয়ে সুখ, শান্তি ও মঙ্গল কামনায় প্রার্থনা করেন ভক্তরা। ঐতিহাসিক তাম্রলিপ্ত তথা বর্তমান তমলুকের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হিসেবে বহু যুগ ধরে পূজিত হয়ে আসছেন মা বর্গভীমা। শক্তিস্বরূপিণী আদ্যাশক্তি মহামায়ারূপে এই মন্দিরের বিশেষ মাহাত্ম্য রয়েছে। মতান্তরে দেবী ভীমরূপা বা ভৈরব কপালী নামেও পরিচিত। ইতিহাস ও ধর্মীয় বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে আজও এই মন্দির ঘিরে মানুষের গভীর আস্থা অটুট রয়েছে। ওড়িশি স্থাপত্যশৈলীতে নির্মিত প্রায় ৬০ ফুট উচ্চতার এই প্রাচীন মন্দিরের গায়ে রয়েছে অসাধারণ টেরাকোটার কারুকাজ। গর্ভগৃহে কালো পাথরে নির্মিত উগ্রতারারূপে বিরাজ করছেন মা বর্গভীমা। ভক্তদের বিশ্বাস, ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ; এই চার 'বর্গ' প্রদান করেন বলেই দেবীর নাম হয়েছে বর্গভীমা। ফলহারিণী কালীপুজো উপলক্ষে এদিন বিশেষভাবে রাজবেশে সাজানো হয় দেবীকে। ধূপ, দীপ, শঙ্খধ্বনি, মন্ত্রোচ্চারণ ও ঢাকের বাদ্যে মুখর হয়ে ওঠে গোটা মন্দির চত্বর। পুজোর পাশাপাশি অনুষ্ঠিত হয় বিশেষ হোম-যজ্ঞ ও রাত্রিব্যাপী আরাধনা। মন্দিরের পুরোহিত প্রণব চক্রবর্তী জানান, তাঁরা বছরই মায়ের বিভিন্ন বিশেষ পুজো হয়। তবে ফলহারিণী কালীপুজোয় ভক্তদের সমাগম সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। এই দিনে মায়ের কাছে প্রার্থনা করলে জীবনের দুঃখ-কষ্ট দূর হয় বলে মানুষের বিশ্বাস।দ ভক্তদের বিশ্বাস ও আস্থার মিলনক্ষেত্রে পরিণত হওয়া তমলুকের এই প্রাচীন শক্তিপীঠ এদিন যেন এক অন্য আধ্যাত্মিক আবহে ধরা দিল।

বই ছিল না, ছিল জেদ! উচ্চ মাধ্যমিকে স্কুলসেরা ঝাড়গ্রামের রাধিকা

নয়া জামানা , ঝাড়গ্রাম ঃ পাঠ্যবই ছিল না, ছিল শুধুই অদম্য ইচ্ছাশক্তি আর কঠোর পরিশ্রম। সেই জেদকেই সঙ্গী করে উচ্চ মাধ্যমিকে ৪৫৬ নম্বর পেয়ে স্কুলে প্রথম হয়ে নজর কাড়ল ঝাড়গ্রাম শহরের স্টেশনপাড়ার ছাত্রী রাধিকা মিস্ত্রি। ঝাড়গ্রামের নেতাজি আদর্শ বিদ্যালয়-এর হিন্দি মাধ্যমের বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রী রাধিকার এই সাফল্যে খুশির হাওয়া পরিবার থেকে স্কুলজুড়ে। স্কুলে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণিতে হিন্দি মাধ্যমে বিজ্ঞান বিভাগে পড়ার সুযোগ থাকলেও প্রয়োজনীয় হিন্দি পাঠ্যবইয়ের অভাবে সমস্যায় পড়তে হয়েছিল রাধিকাকে। ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, বায়োলজি ও অঙ্কের বই বিভিন্ন জায়গায় খুঁজেও পায়নি সে। বাধ্য হয়ে বাংলা ও ইংরেজি মাধ্যমের বই নিয়ে পড়াশোনা শুরু করে। পাশাপাশি ইউটিউব এবং নিজস্ব অনুবাদের সাহায্যেও চালিয়ে যায় প্রস্তুতি। রাধিকা জানায়, অনেক সময় নিজেই বাংলা টেক্সট হিন্দিতে অনুবাদ করে পড়েছি। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সাহায্য না পেলে এত ভালো ফল করা সম্ভব হতো না। রাধিকার বাবা নন্দলাল মিস্ত্রি ঝাড়গ্রামের জুবলি মার্কেটে কামারশালার কাজ করেন। মা বিন্দু মিস্ত্রি সংসার সামলান। মেয়ের সাফল্যে গর্বিত পরিবার। উচ্চ মাধ্যমিকে রাধিকা হিন্দিতে ৯২, ইংরেজিতে ৯৬, বায়োলজিতে ৯৩, কেমিস্ট্রিতে ৯২, ফিজিক্সে ৮৩ এবং অঙ্কে ৬৮ নম্বর পেয়েছে। ভবিষ্যতে চিকিৎসক হওয়ার স্বপ্ন দেখছে রাধিকা। সে জানায়, নিট পরীক্ষাও দিয়েছিল। স্কুলের প্রধান শিক্ষক অপর্ণেষ মিশ্র বলেন, রাধিকার একাগ্রতা এবং পরিশ্রম সত্যিই প্রশংসনীয়।

সর্পদংশনে শিশুমৃত্যু ঘিরে উত্তাল পুঞ্চা

হাসপাতাল, চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ

নয়া জামানা, পুরুলিয়া ঃ সাপের কামড়ে এক শিশুর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে শনিবার উত্তপ্ত হয়ে উঠল পুরুলিয়ার পুঞ্চা ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র। চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ তুলে হাসপাতাল চত্বরে বিক্ষোভ দেখান মৃত শিশুর পরিবারের সদস্য ও স্থানীয় বাসিন্দারা। পরিস্থিতি এতটাই উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে ওঠে যে হাসপাতালের ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক এবং কর্তব্যরত এক মহিলা চিকিৎসককে ঘিরে তীব্র বিক্ষোভ দেখানো হয়।

জানা গিয়েছে, পুঞ্চা থানার বাগদা হাতিহাড় গ্রামের সাত বছরের শিশু অরূপ গোপকে শুক্রবার গভীর রাতে সাপের কামড়ের পর অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরিবারের অভিযোগ, শিশুটির শারীরিক অবস্থার অবনতি হলেও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ দ্রুত ব্যবস্থা নেয়নি। বারবার চিকিৎসকদের ডাকা হলেও সঠিক সাড়া মেলেনি বলেও অভিযোগ পরিবারের। অভিযোগ, দীর্ঘক্ষণ চিকিৎসার অপেক্ষায় থাকার পর ধীরে ধীরে শিশুটির মৃত্যু হয়। এরপরই ক্ষোভে ফেটে পড়েন পরিবারের সদস্যরা ও এলাকার মানুষ।

হাসপাতাল চত্বরে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে মোতায়েন করা হয় বিশাল পুলিশ বাহিনী ও কেন্দ্রীয় বাহিনী। পরে হাসপাতালের পরিকাঠামোর উন্নয়ন এবং ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্তের দাবিতে পুঞ্চা ব্লক মোড়ে পথ অবরোধ করা হয়। দীর্ঘক্ষণ অবরোধ চলার পর প্রশাসন, স্বাস্থ্য দপ্তর ও রাজনৈতিক প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকের মাধ্যমে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। তদন্তের আশ্বাস দেওয়ার পর বিক্ষোভ তুলে নেন স্থানীয়রা। এদিকে ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক নবকুমার বিশ্বাস দাবি করেছেন, চিকিৎসায় কোনও গাফিলতি হয়নি এবং শিশুটিকে প্রয়োজনীয় অ্যান্টিভেনম দেওয়া হয়েছিল। অন্যদিকে ডঃ মহুয়া মহান্তী জানিয়েছেন, পুরো ঘটনার তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

জ্বালানি ও দুধের দামবৃদ্ধির প্রতিবাদে

মেছেদায় বিক্ষোভ, পথে নামল এসইউসিআই

অরুণ কুমার সাউ,নয়া জামানা, মেছেদা ঃ পেট্রোল, ডিজেল ও দুধের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে এবং নিট ইউজি পরীক্ষার প্রশ্নফাঁসের অভিযোগকে সামনে রেখে শনিবার মেছেদায় বিক্ষোভ মিছিল করল এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)। সাধারণ মানুষের উপর লাগাতার মূল্যবৃদ্ধির চাপ এবং শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরব হয়ে দলীয় কর্মী-সমর্থকেরা শহরের বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা করেন। মিছিলে নেতৃত্ব দেন দলের পূর্ব মেদিনীপুর উত্তর সাংগঠনিক কমিটির জেলা সম্পাদক প্রণব মাইতি, মেছেদা লোকাল কমিটির সম্পাদক সুব্রত দাস, জেলা কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য নারায়ণ চন্দ্র নায়ক সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। মিছিল শেষে মেছেদা পাঁচমাথার মোড়ে এক প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হয়। সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রণব মাইতি অভিযোগ করেন, গত কয়েক মাস ধরে ধাপে ধাপে গ্যাস, পেট্রোল, ডিজেল, সিএনজি ও দুধের দাম বাড়ানো হচ্ছে। এর ফলে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দামও ক্রমশ ঊর্ধ্বমুখী হবে এবং সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা আরও কঠিন হয়ে উঠবে।তিনি বলেন, সরকারের পক্ষ থেকে জ্বালানির কোনও ঘাটতি নেই বলে দাবি করা হলেও বাস্তবে মূল্যবৃদ্ধির বোঝা চাপছে সাধারণ মানুষের কাঁধে। পাশাপাশি নিট ইউজি পরীক্ষার প্রশ্নফাঁসের ঘটনায় শিক্ষাব্যবস্থার স্বচ্ছতা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। সভা থেকে মূল্যবৃদ্ধির সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার এবং শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতির বিরুদ্ধে বৃহত্তর গণআন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানানো হয়। বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে এদিন মেছেদা এলাকায় কিছু সময়ের জন্য যান চলাচলেও প্রভাব পড়ে।

দেউলিয়া বাজারে মন্ত্রী দিলীপ ঘোষকে ঘিরে উচ্ছ্বাস, সংবর্ধনায় ভরালেন বিজেপি কর্মীরা

নয়া জামানা , কোলাঘাট ঃ পূর্ব মেদিনীপুরের কোলাঘাট ব্লকের দেউলিয়া বাজার শনিবার বিকেলে যেন পরিণত হয়েছিল রাজনৈতিক উৎসবের মঞ্চে। রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ-কে সংবর্ধনা জানাতে সেখানে ভিড় জমান অসংখ্য বিজেপি কর্মী-সমর্থক ও স্থানীয় নেতৃত্ব। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, খড়গপুর যাওয়ার পথে দেউলিয়া বাজারে কিছুক্ষণের জন্য যাত্রাবিরতি করেন মন্ত্রী। তাঁর আগমনের খবর ছড়িয়ে পড়তেই দুপুর থেকেই বাজার এলাকায় জমতে শুরু করে ভিড়। প্রিয় নেতাকে একঝলক দেখতে এবং শুভেচ্ছা জানাতে কর্মী-সমর্থকদের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। মন্ত্রীর গাড়ি দেউলিয়া বাজারে পৌঁছাতেই চারদিক স্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে।

বিজেপি কর্মীরা ফুলের তোড়া, উত্তরীয় ও মালা দিয়ে তাঁকে বরণ করে নেন। পরে গাড়ি থেকে নেমে মন্ত্রী স্থানীয় নেতৃত্ব ও কর্মীদের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ কথা বলেন। এলাকার সাংগঠনিক পরিস্থিতি, রাজনৈতিক পরিবেশ এবং সাধারণ মানুষের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কেও খোঁজখবর নেন তিনি। এদিনের অনুষ্ঠানে স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বের পাশাপাশি বহু সাধারণ মানুষও উপস্থিত ছিলেন।

মন্ত্রীর সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করতে পেরে উচ্ছ্বসিত দেখা যায় কর্মী-সমর্থকদের। রাজনৈতিক মহলের মতে, এই সফরকে কেন্দ্র করে কোলাঘাট এলাকায় বিজেপির সংগঠনের কর্মীদের মধ্যে নতুন উদ্দীপনা তৈরি হয়েছে। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের শেষে উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানান মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। তাঁর এই সংক্ষিপ্ত সফর ঘিরে দেউলিয়া বাজার এলাকায় ছিল উৎসবমুখর পরিবেশ।

ময়নায় তৃণমূলের ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিম, ভোট পরবর্তী হিংসা নিয়ে রিপোর্ট যাবে দলনেত্রীর কাছে

নয়া জামানা , পূর্ব মেদিনীপুর ঃ নির্বাচন পরবর্তী অশান্তি ও হিংসার অভিযোগ খতিয়ে দেখতে শনিবার পূর্ব মেদিনীপুরের ময়নায় পৌঁছল তৃণমূল কংগ্রেস-এর তিন সদস্যের ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিম। প্রতিনিধি দলে ছিলেন দোলা সেন, মোহাম্মদ নাদিমুল হক এবং সুশোভন রায়। প্রথমে প্রতিনিধি দল ময়নার ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস কার্যালয়ে পৌঁছে দলীয় কর্মী ও আক্রান্ত পরিবারগুলির সঙ্গে বৈঠক করেন। সেখানে বিভিন্ন এলাকার কর্মীরা ভোটের পরবর্তী পরিস্থিতি, হামলা, ভাঙচুর ও আতঙ্কের অভিযোগ তুলে ধরেন। দলীয় কর্মীদের বক্তব্য মন দিয়ে শোনেন প্রতিনিধি দলের সদস্যরা এবং সমস্ত তথ্য নথিভুক্ত করেন। বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে দোলা সেন অভিযোগ করেন, ৪ তারিখের পর থেকে তৃণমূল কর্মী ও সাধারণ মানুষের উপর একের পর এক অত্যাচারের ঘটনা ঘটছে। বহু জায়গায় ঘরবাড়ি ভাঙচুর করা হয়েছে, পার্টি অফিসে হামলা চালানো হয়েছে এবং কর্মীদের মারধর করা হয়েছে। তিনি আরও দাবি করেন, বিভিন্ন বুথ ও গণনাকেন্দ্রে ইভিএম টেম্পারিংয়ের অভিযোগও তাঁদের কাছে এসেছে। পাশাপাশি ভিভিপ্যাট গণনা করতে না দেওয়া এবং দলীয় কর্মীদের গণনাকেন্দ্র থেকে বের করে দেওয়ার মতো ঘটনাও তাঁদের সামনে উঠে এসেছে বলে জানান তিনি। দোলা সেন বলেন, প্রতিনিধি দলের সংগ্রহ করা সমস্ত তথ্য দলনেত্রীকে জানানো হবে। পাশাপাশি প্রশাসন এবং আদালতের কাছেও বিস্তারিত রিপোর্ট জমা দেওয়া হবে। নির্বাচন পরবর্তী পরিস্থিতি নিয়ে রাজনৈতিক মহলে নতুন করে চর্চা শুরু হয়েছে।

জঙ্গল বাঁচাতে কুড়মী সমাজের অভিনব উদ্যোগ, জঙ্গলমহলে সবুজ রক্ষার ডাক

বংশীধর সিংহ, নয়া জামানা, পুরুলিয়া ঃ পরিবেশ রক্ষা ও সবুজ বাঁচানোর বার্তা নিয়ে জঙ্গলমহলে অভিনব উদ্যোগ নিল আদিবাসী কুড়মী সমাজ। তজঙ্গল জিয়াউয়া হামদুমিদ নামে এক বিশেষ কর্মসূচির মাধ্যমে গাছ ও জঙ্গল রক্ষার বার্তা ছড়িয়ে দিচ্ছেন সমাজের মানুষজন। কুড়মালী ভাষায় এই কর্মসূচির অর্থ তজঙ্গল বাঁচাও, গাছ বাঁচাওদ। প্রখর গরম ও জলসংকটের কারণে ছোটনাগপুর মালভূমি এলাকার বহু গাছপালা শুকিয়ে যেতে শুরু করেছে। সেই পরিস্থিতিতে পরিবেশ রক্ষার লক্ষ্য নিয়েই এগিয়ে এসেছে কুড়মী সমাজ। টানা সাত দিন ধরে জঙ্গলমহলের বিভিন্ন এলাকায় এই সচেতনতামূলক কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে। শুধু প্রচার নয়, গাছের পরিচর্যা, জল দেওয়া এবং নতুন করে বৃক্ষরোপণের কাজও করছেন এলাকার মানুষ। শনিবার সকালে পুরুলিয়ার বামুনডিহা গরাম থানে সাড়ম্বরে পালিত হয় জঙ্গল জিয়াউয়া হামদুমি কর্মসূচি। স্থানীয় বাসিন্দাদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে অনুষ্ঠানটি উৎসবের চেহারা নেয়। এদিন বৃক্ষপুজো ও বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পরিবেশ রক্ষার শপথ নেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আদিবাসী কুড়মী সমাজের মূল খুঁটি মূল মানতা ও বিশিষ্ট সমাজকর্মী অজিত প্রসাদ মাহাতো। তিনি বলেন, জঙ্গল বাঁচলে তবেই মানুষ ও সংস্কৃতি বাঁচবে। প্রকৃতিকে রক্ষা করাই এখন সবচেয়ে বড় দায়িত্ব।দ পরিবেশবিদদের মতে, জঙ্গলমহলের মতো রুক্ষ এলাকায় এই ধরনের উদ্যোগ আগামী দিনে সমাজকে নতুন দিশা দেখাবে।

মানবতার বার্তা নিয়ে ডিএভি পাবলিক স্কুলে রক্তদান শিবির, উৎসাহে সামিল শিক্ষক-অভিভাবকরা

নয়া জামানা , মেদিনীপুর ঃ সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা ও মানবিকতার বার্তা ছড়িয়ে দিতে মেদিনীপুরের ডি এ ভি পাবলিক স্কুল-এর উদ্যোগে শনিবার অনুষ্ঠিত হলো তৃতীয় বার্ষিক রক্তদান শিবির। বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আয়োজিত এই শিবিরকে ঘিরে শিক্ষক-শিক্ষিকা, অভিভাবক, প্রাক্তনী ও শিক্ষাকর্মীদের মধ্যে ছিল উৎসবের আবহ।

সমবেত অতিথিদের উপস্থিতিতে পবিত্র মঙ্গলদীপ প্রজ্জ্বলন এবং গায়ত্রী মন্ত্র উচ্চারণের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়। রক্তদানের মতো মানবিক কাজে মানুষকে উৎসাহিত করতে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষক ও রক্তদান আন্দোলনের কর্মী সুদীপ কুমার খাঁড়া।এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ব্লাড ডোনার্স ফোরামের নেতৃত্ব অসীম ধর, মৃত্যুঞ্জয় সামন্ত, প্রবীর কুমার লায়েক সহ একাধিক সমাজকর্মী। এদিনের শিবিরে মেদিনীপুর ছাত্র সমাজ সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের সভাপতি কৃষ্ণগোপাল চক্রবর্তী, অনিমেষ প্রামাণিক ও অভিজিৎ চক্রবর্তী-রাও উপস্থিত ছিলেন। মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ ব্লাড সেন্টারের পক্ষ থেকে রক্ত সংগ্রহ করা হয়। মোট ৩৫ জন রক্তদাতা স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। যদিও শারীরিক অসুস্থতার কারণে কয়েকজন আগ্রহী রক্তদাতা শেষ পর্যন্ত রক্ত দিতে পারেননি। বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ এন কে গৌতম জানান, আগামী দিনে আরও বৃহত্তর পরিসরে এই ধরনের সামাজিক কর্মসূচি আয়োজনের পরিকল্পনা রয়েছে।

শতাব্দী প্রাচীন ফলহারিণী কালীপূজায় ভক্তসমাগমে মুখর আস্তাড়া গ্রাম

অরুণ কুমার সাউ,নয়া জামানা, তমলুক ঃ জ্যৈষ্ঠ মাসের পবিত্র ফলহারিণী অমাবস্যাকে ঘিরে ভক্তি, ঐতিহ্য ও উৎসবের আবহে মেতে উঠেছে পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুক থানার আস্তাড়া গ্রাম। প্রতি বছরের মতো এবারও শনিবার সন্ধ্যা থেকে শুরু হয়েছে জাগ্রত ফলহারিণী কালীমায়ের আরাধনা। শতাব্দী প্রাচীন এই পূজাকে কেন্দ্র করে গ্রামে ভিড় জমিয়েছেন হাজার হাজার ভক্ত ও দর্শনার্থী। লোকমুখে প্রচলিত রয়েছে, বহু বছর আগে ভয়াবহ কলেরা মহামারীর সময় আস্তাড়া গ্রামে এক পল্লীবাসীর স্বপ্নে দেবী ফলহারিণী আবির্ভূত হন। গ্রামবাসীদের মহামারী থেকে রক্ষা করতে মায়ের পুজোর নির্দেশ দেওয়া হয়। সেই থেকেই শুরু হয় এই পূজা। বর্তমানে তা এক ঐতিহ্যে পরিণত হয়েছে। প্রথমে বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকায় 'আদি পুজো' শুরু হলেও সময়ের সঙ্গে গ্রামে আরও দুটি মন্দিরে ফলহারিণী কালীপূজার প্রচলন হয়। এবারের উৎসব আরও বিশেষ, কারণ আস্তাড়া পশ্চিমপাড়ার পূজা সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই উপলক্ষে আয়োজন করা হয় বর্ণাঢ্য উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্বামী মুক্তেশ্বরানন্দজী, সৌর্যপ্রসাদ গর্গ, সন্দীপ চক্রবর্তী এবং পঞ্চায়েত প্রতিনিধি ভবানী মাইতি। স্থানীয় শিক্ষক সুবীর চৌধুরী জানান, সময়ের সঙ্গে পূজার বিস্তার ঘটলেও ভক্তি ও আবেগ আজও একইরকম অটুট রয়েছে। বিশেষ পূজা, যজ্ঞ, হোম ও রাত্রিজাগরণের মধ্য দিয়ে চলছে মায়ের আরাধনা। ঐতিহ্য মেনে এখনও এখানে পাঁঠা বলির রীতিও বজায় রয়েছে, যা দেখতে দূরদূরান্ত থেকে বহু মানুষ ভিড় জমান।

ঝাড়গ্রাম,বাঁকুড়া,পুরুলিয়া,পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার মহকুমা ও প্রতিটি ব্লকে সাংবাদিক প্রয়োজন।
যোগাযোগ ঃ ৯০০২৯৮৯১৩২

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 17-05-2026 02:13 Page 10

‘কোথায় পুষ্পা?’ ফলতার সভায়
বিস্ফোরক শুভেন্দু, শান্তিপূর্ণ ভোটের বার্তা

শুভজিৎ দাস,নয়া জামানা,দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ ফলতা বিধানসভা উপনির্বাচন ঘিরে রাজনৈতিক উত্তাপ যখন চরমে, সেই আবহেই শনিবার বিজেপি প্রার্থী দেবাংশু পাণ্ডার সমর্থনে বড় জনসভা করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । সভামঞ্চ থেকে একদিকে বিরোধীদের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন তিনি, অন্যদিকে শান্তিপূর্ণ ভোটের ডাক দিয়ে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার আশ্বাসও দিলেন। সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে শুভেন্দু অধিকারী অভিযোগ করেন, গত এক দশকে ফলতার বহু মানুষ স্বাধীনভাবে ভোট দিতে পারেননি। তাঁর দাবি, রাজনৈতিক সন্ত্রাস ও ভয় দেখানোর পরিবেশ তৈরি করা হয়েছিল।

তিনি বলেন, তঅনেকেই বলেছেন, এতদিন ভোট দিতে পারিনি। এবার মানুষ নিজের ভোট নিজে দেবে, প্রশাসন সেই পরিবেশ নিশ্চিত করবে।দ বিজেপি প্রার্থী দেবাংশু পাণ্ডার হয়ে ভোট চেয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, শুধু জয় নয়, বড় ব্যবধানে জয় নিশ্চিত করতে হবে। তিনি দাবি করেন, ফলতা বিধানসভায় প্রায় আড়াই লক্ষ ভোটারের সমর্থনই তাঁদের আসল শক্তি। তাঁর কথায়, তদেবাংশুকে শুধু জেতাবেন না, রেকর্ড ব্যবধানে জিতিয়ে পাঠান।দ সভামঞ্চ থেকে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকেও তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেন শুভেন্দু। নাম না করেই এক নেত্রীকে নিশানা করে বলেন, তওই ডাকাতটা কোথায়, পুষ্পা না কী যেন নাম! যত অভিযোগ করেছে, সব কিছুর তদন্ত হবে।দ তাঁর এই মন্তব্যে সভাস্থলে উপস্থিত কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে প্রবল উচ্ছ্বাস দেখা যায়। ডায়মন্ড হারবার ও ফলতা অঞ্চলে অতীতে রাজনৈতিক হিংসার অভিযোগ তুলে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সাধারণ মানুষের উপর অত্যাচার বরদাস্ত করা হবে না। পুলিশ প্রশাসনকে সমস্ত অভিযোগের তথ্য সংগ্রহের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলেও জানান তিনি। একই সঙ্গে তিনি ঘোষণা করেন, পুলিশ কল্যাণ পর্ষদ ভেঙে দেওয়া হয়েছে, কারণ সেটি রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করা হচ্ছিল বলে অভিযোগ। তবে রাজনৈতিক আক্রমণের মাঝেও শান্তিপূর্ণ ভোটের উপর বিশেষ জোর দেন শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেন, তকোনও অপ্রীতিকর ঘটনা চাই না।

শান্তিপূর্ণ ভোট হোক, মানুষ নিশ্চিন্তে ভোট দিক।দ পাশাপাশি ফলতার রাস্তা, পানীয় জল, স্বাস্থ্য পরিষেবা ও পরিকাঠামো উন্নয়নে বিশেষ প্রকল্প নেওয়ার আশ্বাসও দেন মুখ্যমন্ত্রী। উপনির্বাচনের আগে শুভেন্দুর এই আক্রমণাত্মক কিন্তু উন্নয়নমুখী বার্তা ফলতার রাজনৈতিক সমীকরণে কতটা প্রভাব ফেলে, এখন সেদিকেই নজর রাজনৈতিক মহলের।

ডায়মন্ড হারবারে কড়া বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর
পুলিশের উদ্দেশে ‘নিরপেক্ষতার’ নির্দেশ

শুভজিৎ দাস,নয়া জামানা,দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর প্রথম জেলা সফরেই প্রশাসনকে কড়া বার্তা দিলেন শুভেন্দু অধিকারী । শনিবার রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ডায়মন্ড হারবার থেকে শুরু হল তাঁর জেলা সফর।

এই এলাকা দীর্ঘদিন ধরেই রাজনৈতিক উত্তেজনা, ভোট-পরবর্তী হিংসা এবং প্রশাসনিক পক্ষপাতের অভিযোগে চর্চার কেন্দ্রে রয়েছে। ফলে মুখ্যমন্ত্রীর এই সফরকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলেও জোর চর্চা শুরু হয়েছে। শনিবার সকালে ডায়মন্ড হারবারে পৌঁছে মুখ্যমন্ত্রী সরাসরি যান সরকারি পর্যটন আবাস ‘সাগরিকা’-য়। সেখানে জেলার প্রশাসনিক শীর্ষ আধিকারিকদের নিয়ে দীর্ঘ বৈঠক করেন তিনি। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক, পুলিশ সুপার, বিভিন্ন মহকুমার আধিকারিক ও থানার কর্তারা। মুখ্যসচিব মনোজকুমার আগরওয়ালও বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, বৈঠকের মূল বিষয় ছিল আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি, ভোট-পরবর্তী হিংসা, বেআইনি ব্যবসা এবং সীমান্ত এলাকায় অনুপ্রবেশ রোধ। মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট ভাষায় জানান, পুলিশকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে হবে। সাধারণ মানুষের অভিযোগ গুরুত্ব দিয়ে শুনতে হবে বলেও নির্দেশ দেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, তপুলিশ কোনও রাজনৈতিক দলের জন্য নয়, মানুষের নিরাপত্তার জন্য কাজ করবে।দ এ দিনের বৈঠকে অবৈধ বালি খাদান, কয়লা পাচার ও বেআইনি চক্র নিয়েও কড়া অবস্থান নেন শুভেন্দু অধিকারী। প্রশাসনের কোনও ব্যক্তি বেআইনি কাজে যুক্ত থাকলে তাঁদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দেন তিনি। পাশাপাশি স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নয়ন, গ্রামীণ হাসপাতালের পরিকাঠামো এবং সুন্দরবন এলাকায় জরুরি চিকিৎসা পরিষেবা জোরদার করার উপরও গুরুত্ব দেন মুখ্যমন্ত্রী। রাজনৈতিক মহলে এ দিন আরও চর্চার বিষয় হয়ে ওঠে তৃণমূল বিধায়ক পান্নালাল হালদারের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর সাক্ষাৎ না হওয়া। যদিও প্রশাসনের তরফে এ বিষয়ে কোনও মন্তব্য করা হয়নি। প্রশাসনিক বৈঠকের পর বিকেলে ফলতায় বিজেপি প্রার্থী দেবাংশু পাণ্ডার সমর্থনে জনসভা করার কথা রয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর। সব মিলিয়ে, ডায়মন্ড হারবার সফরে প্রশাসন ও রাজনীতি; দুই ক্ষেত্রেই কড়া বার্তা দিলেন শুভেন্দু অধিকারী।

হেলমেট নেই? রাস্তাতেই কড়া অ্যাকশন সুন্দরবন পুলিশের
সচেতনতায় নামলেন শীর্ষ আধিকারিকরা

গোপাল শীল,নয়া জামানা,দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ পথ দুর্ঘটনা রুখতে এবার আরও কড়া অবস্থানে সুন্দরবন পুলিশ জেলা। মুখ্যমন্ত্রীর সড়ক নিরাপত্তা সংক্রান্ত বার্তাকে সামনে রেখে শুক্রবার মন্দির বাজার, কুলপি ও ঢোলা থানার সংযোগস্থল এলাকায় হেলমেটহীন বাইক চালকদের বিরুদ্ধে বিশেষ অভিযান চালায় পুলিশ প্রশাসন। অভিযানের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতার বার্তাও তুলে ধরা হয়। এই অভিযানে নেতৃত্ব দেন সুন্দরবন পুলিশ জেলার এডিশনাল এসপি (জোনাল) কৌস্তব দীপ্ত আচার্য, মন্দির বাজারের এসডিপিও প্রসেনজিৎ দাস এবং মন্দির বাজার থানার আইসি কৌশিক নাগ। সকাল থেকেই বিশাল পুলিশবাহিনী নিয়ে রাস্তায় নামেন তাঁরা। হেলমেট ছাড়া বাইক চালানো ব্যক্তিদের আটক করে আইন অনুযায়ী জরিমানা করা হয়। তবে শুধুমাত্র কড়া পদক্ষেপেই সীমাবদ্ধ থাকেনি পুলিশ। বাইক চালক ও যাত্রীদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলে হেলমেট ব্যবহারের গুরুত্ব বোঝান আধিকারিকরা। দুর্ঘটনার সময় একটি হেলমেট কীভাবে প্রাণ বাঁচাতে পারে, সেই বিষয়েও বিস্তারিতভাবে সচেতন করা হয় সাধারণ মানুষকে। অভিযানের সময় আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সামনে আসে। দেখা যায়, অনেক প্রাপ্তবয়স্কের মাথায় হেলমেট থাকলেও শিশুদের জন্য কোনও সুরক্ষার ব্যবস্থা নেই। সেই বিষয়েও অভিভাবকদের সতর্ক করেন পুলিশ আধিকারিকরা। শিশুদের নিরাপত্তার দিকেও সমান গুরুত্ব দেওয়ার বার্তা দেয় প্রশাসন। সবচেয়ে বেশি নজর কেড়েছে, পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের রাস্তায় দাঁড়িয়ে সাধারণ মানুষের সঙ্গে সরাসরি কথা বলা।

অনেক বাইক চালকও পুলিশের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন। তাঁদের মতে, শুধু জরিমানা নয়, সচেতনতার মাধ্যমে মানুষকে বোঝানো হলে তার প্রভাব আরও বেশি পড়বে।

সুন্দরবন পুলিশ জেলার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, পথ দুর্ঘটনা কমাতে আগামী দিনেও এই ধরনের বিশেষ অভিযান চলবে।

আইসি বদলের ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই ক্যানিংয়ে বড় অ্যাকশন
গ্রেফতার বিধায়কের দাদা উত্তম দাস

নয়া জামানা , দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ ক্যানিংয়ে পুলিশ প্রশাসনে বড় পরিবর্তনের পরেই শুরু হলো কড়া পদক্ষেপ। ক্যানিং থানার নতুন আইসি দায়িত্ব নেওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই গ্রেফতার করা হলো তৃণমূলের প্রভাবশালী নেতা তথা ক্যানিং ১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি উত্তম দাসকে। তিনি ক্যানিংয়ের তৃণমূল বিধায়ক পরেশ রাম দাসের দাদা বলেই পরিচিত। শনিবার গভীর রাতে পুলিশ উত্তম দাসের বাড়িতে অভিযান চালায়। পরে তাঁকে সেখান থেকেই গ্রেফতার করা হয়। এলাকায় উত্তেজনার আশঙ্কায় বাড়ির চারপাশে মোতায়েন করা হয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। পুলিশ সূত্রে খবর, একাধিক অভিযোগের ভিত্তিতেই এই গ্রেফতারি করা হয়েছে। যদিও ঠিক কী অভিযোগে তাঁকে ধরা হয়েছে, তা নিয়ে এখনও বিস্তারিতভাবে কিছু জানানো হয়নি। উল্লেখ্য, কয়েকদিন ধরেই ক্যানিং থানা ঘিরে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। অভিযোগ উঠেছিল, ভোট-পরবর্তী হিংসা ও অশান্তির ঘটনায় অভিযুক্ত তৃণমূল ঘনিষ্ঠ দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছে না পুলিশ। এই অভিযোগকে কেন্দ্র করে ক্যানিং থানার সামনে বিক্ষোভও দেখানো হয়। রাতে থানা ঘেরাও করে প্রতিবাদে সামিল হন স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ। এরপরই ক্যানিং থানার আইসি অমিত কুমার হাতিকে সাসপেন্ড করা হয়। তাঁর জায়গায় নতুন আইসি দায়িত্ব নেন। আর দায়িত্ব নেওয়ার পর প্রথম রাতেই বড়সড় অভিযানে নেমে বিধায়কের দাদা উত্তম দাসকে গ্রেফতার করা হয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ক্যানিংয়ের রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। বিরোধীদের দাবি, প্রশাসন এতদিন নিষ্ক্রিয় থাকলেও এখন চাপের মুখে পদক্ষেপ করতে বাধ্য হয়েছে। অন্যদিকে তৃণমূলের তরফে এখনও পর্যন্ত কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী ব্যক্তি হিসেবেই দেখা হতো। ফলে তাঁর গ্রেপ্তারিকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে জোর রাজনৈতিক চর্চা। পুলিশ সূত্রে খবর, সম্প্রতি একাধিক ব্যক্তি ফলতা থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগকারীদের দাবি, তাঁদের

দশ বছর পর রামগঙ্গায় ফের
কংগ্রেসের দখলে দলীয় কার্যালয়

নয়া জামানা , দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ দীর্ঘ প্রায় এক দশক পর ফের রামগঙ্গায় নিজেদের ব্লক কার্যালয়ের দখল ফিরে পেল কংগ্রেস। ঘটনাকে কেন্দ্র করে পাথরপ্রতিমা ব্লকের রাজনৈতিক মহলে নতুন করে উত্তেজনা ছড়িয়েছে। শনিবার স্থানীয় কংগ্রেস কর্মী-সমর্থকদের উপস্থিতিতে রামগঙ্গার ব্লক কংগ্রেস কার্যালয়ে দলীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। কংগ্রেস নেতৃত্বের দাবি, ২০১৬ সালে রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর এই কার্যালয় জোর করে দখল করা হয়েছিল। কংগ্রেসের অভিযোগ, সেই সময় রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় তাদের একাধিক দলীয় কার্যালয় তৃণমূল কংগ্রেসের

দখলে চলে যায়। রামগঙ্গার এই কার্যালয়ও তার ব্যতিক্রম ছিল না। তবে সাম্প্রতিক সময়ে এলাকায় কংগ্রেসের সাংগঠনিক শক্তি কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সাধারণ মানুষের সমর্থনও বাড়ছে বলে দাবি দলের নেতাদের। সেই আবহেই এদিন কার্যালয়টি তদখলমুক্তদ করা হয়েছে বলে জানানো হয়। স্থানীয় কংগ্রেস নেতৃত্বের বক্তব্য, এটি শুধুমাত্র একটি অফিস পুনর্দখলের ঘটনা নয়, বরং গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার লড়াইয়ের অংশ। দলীয় কর্মীদের মধ্যে এদিন ব্যাপক উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়। কার্যালয়ের সামনে স্লোগান, পতাকা ও আবিরে উৎসবের পরিবেশও তৈরি হয়। ঘটনার জেরে এলাকায় রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে। যদিও এই অভিযোগ ও ঘটনাকে ঘিরে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

ফলতায় পুলিশি অ্যাকশন, শুভেন্দুর সভার আগে ধৃত জাহাঙ্গীরের ‘ঘনিষ্ঠ’ সাইদুল

নয়া জামানা , দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ ফলতা বিধানসভা এলাকায় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী -র জনসভাকে ঘিরে রাজনৈতিক উত্তাপ যখন তুঙ্গে, ঠিক তার কয়েক ঘণ্টা আগেই বড়সড় পদক্ষেপ নিল পুলিশ। গ্রেপ্তার করা হলো জাহাঙ্গীর খানের ঘনিষ্ঠ ও আত্মীয় হিসেবে পরিচিত সাইদুল খানকে। তাঁর বিরুদ্ধে প্রাণনাশের হুমকি-সহ একাধিক গুরুতর অভিযোগ জমা পড়েছিল ফলতা থানায়। অভিযোগের ভিত্তিতেই তদন্তে নেমে পুলিশ এই পদক্ষেপ করেছে বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে। স্থানীয় রাজনৈতিক মহলে সাইদুল খান দীর্ঘদিন ধরেই পরিচিত মুখ। তিনি ফলতা পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতির দায়িত্বও সামলেছেন। এলাকায় তাঁকে জাহাঙ্গীর খানের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এবং বিভিন্নভাবে ভয় দেখানো হচ্ছিল এবং প্রাণনাশের হুমকিও দেওয়া হয়। তদন্তে নেমে পুলিশ বেশ কিছু তথ্যপ্রমাণ হাতে পায়। এরপরই সাইদুল খানকে গ্রেপ্তার করা হয়। এই ঘটনাকে ঘিরে রাজনৈতিক গুরুত্ব আরও বেড়েছে কারণ, এর মধ্যেই ফলতায় সভা করতে আসছেন শুভেন্দু অধিকারী। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশের মতে, সভার ঠিক আগে এই গ্রেপ্তারি প্রশাসনের কড়া বার্তা হিসেবেই দেখা হচ্ছে। আইনশৃঙ্খলা নিয়ে কোনও ঝুঁকি নিতে চাইছে না প্রশাসন। অন্যদিকে বিরোধীদের দাবি, দীর্ঘদিন ধরেই এলাকায় নানা অভিযোগ উঠলেও এতদিন কার্যকর পদক্ষেপ দেখা যায়নি। তবে এই গ্রেপ্তারির পর ফলতার রাজনৈতিক পরিস্থিতি নতুন মোড় নিতে পারে বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

১০ বছরেও শেষ হয়নি কালনাগিনী সেতু, ভাঙনের ক্ষত নিয়েই দাঁড়িয়ে অসম্পূর্ণ প্রকল্প

নয়া জামানা , দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ এক দশকেরও বেশি সময় কেটে গেলেও আজও সম্পূর্ণ হয়নি কাকদ্বীপের কালনাগিনী নদীর উপর নির্মীয়মাণ সেতুর কাজ। দীর্ঘসূত্রিতা, নির্মাণে গাফিলতি এবং প্রশাসনিক উদাসীনতার অভিযোগে ক্ষোভ বাড়ছে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে। প্রায় ১৪ কোটি টাকার এই প্রকল্প এখন কার্যত প্রশ্নের মুখে। ২০১৫ সালে তৎকালীন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী মন্টুরাম পাখিরা -র হাত ধরে এই সেতুর শিলান্যাস করা হয়। প্রায় ১২০ মিটার দীর্ঘ এই সেতু তিন বছরের মধ্যে তৈরি হয়ে যাবে বলে দাবি করেছিল প্রশাসন। স্থানীয় মানুষও আশা করেছিলেন, বহুদিনের যাতায়াত সমস্যার অবসান হবে। কিন্তু সেই আশায় জল ঢালে একের পর এক বাধা। ২০১৮ সালে নির্মাণ চলাকালীন আচমকাই সেতুর একটি বড় অংশ ভেঙে পড়ে। ঘটনার পর নিম্নমানের নির্মাণসামগ্রী ব্যবহারের অভিযোগ ওঠে। এরপর তদন্তের স্বার্থে কাজ বন্ধ করে দেয় সুন্দরবন উন্নয়ন দপ্তর। দীর্ঘ বিরতির পর নতুন ঠিকাদার সংস্থাকে দায়িত্ব দিয়ে ফের কাজ শুরু হলেও গতি ফেরেনি প্রকল্পে। পরবর্তীতে জানানো হয়েছিল, ২০২১ সালের মধ্যেই সেতুর কাজ শেষ হবে। কিন্তু ২০২৬ সালেও সেতু অসম্পূর্ণ অবস্থাতেই পড়ে রয়েছে। প্রতিদিন দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে স্থানীয় মানুষকে। নদী পারাপারে এখনও বিকল্প ব্যবস্থার উপর নির্ভর করতে হচ্ছে সাধারণ বাসিন্দাদের। এই প্রসঙ্গে মথুরাপুর সাংগঠনিক জেলা সম্পাদক কৌশিক দাস অভিযোগ করে বলেন, ২০১৮ সালে নিম্নমানের কাজের কারণেই সেতু ভেঙে পড়েছিল। এরপর দফায় দফায় টাকা বরাদ্দ হলেও কাজ কেন শেষ হলো না, তার জবাব প্রাক্তন বিধায়ক ও সংশ্লিষ্টদের দিতে হবে। সব মিলিয়ে, কালনাগিনী সেতু এখন উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি না প্রশাসনিক ব্যর্থতার প্রতীক;সেই প্রশ্নই ঘুরছে স্থানীয় মানুষের মুখে।

আদালতের নির্দেশে ভাঙল অবৈধ নির্মাণ

নয়া জামানা , উত্তর ২৪ পরগনা ঃ উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার হাসনাবাদ থানার তালপুকুর এলাকায় আদালতের নির্দেশে অবৈধ নির্মাণ ভাঙার কাজ শুরু হওয়ায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। শনিবার সকালে প্রশাসনের উপস্থিতিতে একটি বাড়ি তৈরির সরঞ্জামের দোকান ও নির্মীয়মাণ বিল্ডিং ভাঙার কাজ শুরু হয়। ঘটনাস্থলে মোতায়েন ছিল হাসনাবাদ থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গিয়াসউদ্দিন বৈদ্য নামে এক সিপিএম নেতার জমির উপর অবৈধভাবে নির্মাণ করা হয়েছে বলে অভিযোগ ওঠে। অভিযোগ, সাদ্দাম হোসেন ঘরামী ওই জমিতে বাড়ি তৈরির সামগ্রীর দোকান ও বহুতল নির্মাণ শুরু করেন। বিষয়টি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে আইনি লড়াই চলার পর কলকাতা হাইকোর্ট নির্মাণটিকে অবৈধ বলে ঘোষণা করে এবং তা ভেঙে ফেলার নির্দেশ দেয়। সেই নির্দেশ মেনেই শনিবার প্রশাসন ভাঙার কাজ শুরু করে। প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী আইন মেনেই পদক্ষেপ করা হচ্ছে। অন্যদিকে, সাদ্দাম হোসেন ঘরামির দাবি, তিনি বৈধভাবে জমির লিজ নিয়ে নির্মাণ কাজ করেছিলেন। পাশাপাশি তিনি জানান, হাইকোর্টের নির্দেশের বিরুদ্ধে তিনি সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন। যদিও এখনও পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্ট থেকে কোনও স্থগিতাদেশ বা নতুন নির্দেশ আসেনি। তার মধ্যেই প্রশাসন ভাঙার কাজ শুরু করায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন তিনি।

তৃণমূল নেতার বাড়িতে ‘বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী’! হিঙ্গলগঞ্জে রাতভর উত্তেজনা

নয়া জামানা, উত্তর ২৪ পরগনা ঃ হিঙ্গলগঞ্জ থানার অন্তর্গত স্যান্ডেলের বিল এলাকায় শনিবার গভীর রাতে চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘিরে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়াল। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, এক বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীকে আটক করে তাঁরা পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছেন। অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম শহিদুল গাজী। তাঁর বাড়ি বাংলাদেশের সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর থানা এলাকায় বলে অভিযোগ। স্থানীয় সূত্রের দাবি, স্যান্ডেলের বিল গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন উপপ্রধান তথা তৃণমূলের বর্তমান পঞ্চায়েত সদস্য জয়নাল আবেদীনের বিরুদ্ধে ওই ব্যক্তিকে অবৈধভাবে ভারতে নিয়ে আসার অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগ, কয়েক বছর আগে শহিদুল গাজীকে সীমান্ত পেরিয়ে এলাকায় আনা হয় এবং পরে ভুয়ো পরিচয়ে ভোটার কার্ড-সহ একাধিক নথিও তৈরি করে দেওয়া হয়। গ্রামবাসীদের আরও অভিযোগ, ওই ব্যক্তিকে দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় আশ্রয় দেওয়া হয়েছিল এবং তিনি স্থানীয় এক মহিলাকে বিয়ে করে সেখানেই বসবাস করছিলেন। শনিবার রাতে এলাকাবাসী তাঁকে আটক করে ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ-এর হাতে তুলে দেন।

উপস্থিত কয়েকজনের দাবি, সাংবাদিকদের সামনেও ওই ব্যক্তি অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশের কথা স্বীকার করেছেন। যদিও এই ঘটনায় যার বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে, সেই জয়নাল আবেদীন বাড়িতে ছিলেন না। তাঁর পরিবারের সঙ্গেও যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।

উত্তর ২৪ পরগনা ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার মহকুমা ও প্রতিটি ব্লকে সাংবাদিক প্রয়োজন।
যোগাযোগ ঃ ৯০০২৯৮৯১৩২

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 17-05-2026 02:13 Page 11

১২ থেকে ১৮ মে ২০২৬
কেমন যাবে ?
রইল সাপ্তাহিক রাশিফল

মেষ রাশি
অন্যদের মনোবল বৃদ্ধি করুন। নিজের ঈর্ষা ঝেড়ে ফেলুন, এতে অন্যদের কাছে একটা নতুন ভাবমূর্তি তৈরি করতে পারবেন।

বৃষ রাশি
পারিবরিক এবং কর্মের দিকে ইতিবাচক প্রভাব দেখতে পাওয়া যাবে। পরিবারের মানুষ আপনার সঙ্গ আশা করবেন।

মিথুন রাশি
বিদ্যার্থীদের জন্য ভাল। বিদ্যার্থীরা বহুমুখী প্রতিভা দেখানোর সুযোগ পেতে পারে।

কর্কট রাশি
খুবই উত্তেজনার মধ্যে কাটাবেন। যার ফলে মেজাজ ক্ষিপ্ত থাকতে পারে।

সিংহ রাশি
ইচ্ছাপূরণ করতে গিয়ে খরচ বাড়তে পারে। প্রেমের দিক বেশ ভাল থাকবে, তবে সময়ের সঙ্গে চলতে না পারায় অশান্তি হতে পারে।

কন্যা রাশি
অনেক দিন ধরে না-আদায় হওয়া অর্থ ফেরত পেতে পারেন। আর্থিক স্থিতি ভালই হবে।

তুলা রাশি
পরিবারের মানুষের সঙ্গে বেশি করে সময় কাটান, অন্যথায় তাঁদের অভিযোগের শিকার হতে হবে। সন্তানেরা চাইবে আপনার সঙ্গে সময় কাটাতে।

বৃশ্চিক রাশি
নিজের ব্যবসা কারও প্রতি বেশি বিশ্বাস করে ছেড়ে দেবেন না, ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে। প্রেমে বিবাদের আশঙ্কা রয়েছে, সঙ্গীর সঙ্গে বুঝে ব্যবহার করুন।

ধনু রাশি
কর্মের জায়গায় কারও উপদেশ নিতে যাবেন না, নিজে বুদ্ধিতেই কাজ করুন। পরিবারের মানুষদের সঙ্গে ভ্রমণের পরিকল্পনা সফল হতে পারে।

মকর রাশি
কাউকে উপদেশ দিয়ে সম্মানিত হতে পারেন। সামাজিক কাজের জন্য কোথাও যেতে হতে পারে।

কুম্ভ রাশি
প্রত্যেকের প্রতি সৃজনশীল ব্যবহার এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে। দয়ালু স্বভাবটা বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করুন।

মীন রাশি
অনেক দিনের কোনও ইচ্ছা প্রকাশ করতে চাইলে খুব বুঝে কথা বলুন। বাড়ির মানুষেরা আপনাকে নাও বুঝতে পারেন।

রাত জেগে ফোনে রিলস ? নিঃশব্দে
বাড়ছে স্থূলতা, নষ্ট হচ্ছে ঘুম-চোখ-মস্তিষ্ক

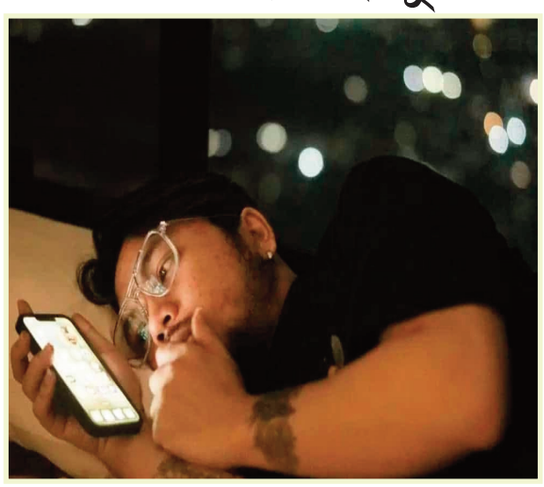

নয়া জামানা ঃ স্মার্টফোন এখন দৈনন্দিন জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। কাজ থেকে বিনোদন; সবকিছুই যেন বন্দি মোবাইলের ছোট্ট স্ক্রিনে। তবে প্রযুক্তির এই সুবিধাই ধীরে ধীরে ভয়ঙ্কর সমস্যার কারণ হয়ে উঠছে। বিশেষ করে রাত জেগে ঘণ্টার পর ঘণ্টা 'রিলস' বা শর্ট ভিডিও দেখার অভ্যাস এখন শিশু থেকে যুবসমাজ; সকলের মধ্যেই উদ্বেগজনক হারে বাড়ছে। চিকিৎসকদের মতে, এই বদভ্যাস শুধু ঘুম নষ্ট করছে না, বরং নিঃশব্দে মানুষকে ঠেলে দিচ্ছে স্থূলতা, মানসিক অবসাদ ও নানা শারীরিক জটিলতার দিকে।

ফেলিক্স গ্রুপ অব হসপিটালস-এর চেয়ারম্যান ও ডিরেক্টর ডাঃ ডি কে গুপ্ত জানিয়েছেন, ঘুমের আগে দীর্ঘক্ষণ ফোন ব্যবহার বর্তমানে এক গুরুতর স্বাস্থ্যঝুঁকিতে পরিণত হয়েছে। তাঁর কথায়, স্মোবাইলের স্ক্রিন থেকে বের হওয়া নীল আলো শরীরের স্বাভাবিক জৈবিক প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করে। এর সবচেয়ে বড় প্রভাব পড়ে ঘুমের উপর।বিশেষজ্ঞদের মতে, ফোনের 'ব্লু লাইট' শরীরে মেলাটোনিন হরমোনের ক্ষরণ কমিয়ে দেয়। এই হরমোন ঘুম আনতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ফলে রাত জেগে ফোন দেখার অভ্যাসে ঘুম আসতে দেরি হয়, মাঝরাতে ঘন ঘন ঘুম ভেঙে যায় এবং ধীরে ধীরে স্লিপ সাইকেল পুরোপুরি বিগড়ে যায়। চিকিৎসকদের সতর্কবার্তা, দীর্ঘদিন এমন চলতে থাকলে তা অনিদ্রা, উদ্বেগ এবং মানসিক অবসাদের কারণ হতে পারে।

শুধু ঘুম নয়, মোবাইলের অতিরিক্ত ব্যবহার চোখের জন্যও মারাত্মক ক্ষতিকর। একটানা স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে থাকার ফলে চোখে জ্বালা, শুষ্কভাব, চুলকানি এবং মাথাব্যথার সমস্যা বাড়ছে। যাঁদের আগে থেকেই চশমা রয়েছে, তাঁদের ক্ষেত্রে দ্রুত পাওয়ার বৃদ্ধির আশঙ্কাও থাকছে।

চিকিৎসকদের আরও দাবি, অতিরিক্ত ফোন ব্যবহারের ফলে শিশু ও কিশোরদের স্মৃতিশক্তি ও মনোযোগের ক্ষমতা কমে যাচ্ছে। পড়াশোনায় মন বসছে না, পরীক্ষার ফল খারাপ হচ্ছে এবং তা থেকে বাড়ছে মানসিক চাপ ও খিটখিটে মেজাজ। পাশাপাশি দীর্ঘক্ষণ একই ভঙ্গিতে শুয়ে বা বসে ফোন ব্যবহারের কারণে ঘাড়ে ব্যথা, পিঠে ব্যথা এবং সারভাইকাল স্পন্ডিলাইটিসের মতো সমস্যাও অল্প বয়সে দেখা দিচ্ছে।

সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয়, রাত জেগে ফোন ব্যবহারের সঙ্গে স্থূলতার সরাসরি যোগ খুঁজে পেয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। পর্যাপ্ত ঘুম না হওয়ায় পরদিন শরীরে ক্লান্তি ও দুর্বলতা তৈরি হয়। ফলে শারীরিক সক্রিয়তা কমে যায় এবং শরীর পর্যাপ্ত ক্যালোরি বার্ন করতে পারে না। এর ফলেই ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে ওজন। চিকিৎসকদের মতে, শিশুদের মধ্যে দ্রুত বাড়তে থাকা ওবেসিটির নেপথ্যেও এই রাত জাগা ফোন-আসক্তি বড় কারণ হয়ে উঠছে।

বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ, ঘুমানোর অন্তত এক ঘণ্টা আগে মোবাইল ব্যবহার বন্ধ করা উচিত। বিছানায় ফোন নিয়ে যাওয়ার অভ্যাস ত্যাগ করতে হবে এবং শিশুদের ক্ষেত্রেও নির্দিষ্ট 'স্ক্রিন টাইম' বেঁধে দেওয়া প্রয়োজন।

সুস্থ শরীর ও স্বাভাবিক জীবনযাপনের জন্য এখনই এই অভ্যাস বদলানো জরুরি বলেই মত চিকিৎসকদের।

গরমে শরীর ঠান্ডা রাখবে ঘরোয়া
ছাতু, জেনে নিন তৈরির পদ্ধতি

নয়া জামানা ঃ গরমে শরীর ঠান্ডা রাখতে ও শক্তি বাড়াতে ছাতুর জুড়ি মেলা ভার। বাজারে সহজেই ছাতু মিললেও অনেক সময় ভেজালের আশঙ্কা থেকেই যায়। তাই স্বাস্থ্যকর ও বিশুদ্ধ ছাতু বাড়িতেই তৈরি করার পরামর্শ দিচ্ছেন পুষ্টিবিদরা। অল্প কিছু উপকরণ আর সহজ পদ্ধতিতেই তৈরি করা যায় পুষ্টিকর ছাতু।

ছাতু মূলত ভাজা ছোলা, যব বা গম গুঁড়ো করে তৈরি হয়। এটি শরীর ঠান্ডা রাখে, হিট স্ট্রোকের ঝুঁকি কমায় এবং দীর্ঘক্ষণ শক্তি জোগায়। বিশেষ করে গরমকালে ছাতুর শরবত অত্যন্ত জনপ্রিয়। ছাতু তৈরির জন্য প্রয়োজন ৫০০ গ্রাম ছোলা, সামান্য যব বা গম (ঐচ্ছিক), একটি কড়াই এবং মিক্সার গ্রাইন্ডার। প্রথমে ছোলা পরিষ্কার করে ধুয়ে ভালোভাবে শুকিয়ে নিতে হবে। এরপর শুকনো কড়াইয়ে মাঝারি আঁচে ধীরে ধীরে ভেজে নিতে হবে, যতক্ষণ না হালকা বাদামি রং ও সুন্দর গন্ধ বের হয়। চাইলে যব বা গমও একইভাবে ভেজে নেওয়া যেতে পারে।

ভাজা উপকরণ ঠান্ডা হলে মিক্সারে ভালো করে গুঁড়ো করতে হবে। আরও মিহি করতে চাইলে চালুনি দিয়ে ছেঁকে খোসা আলাদা করা যায়। এরপর শুকনো কাচের জারে ভরে রাখলেই তৈরি ঘরোয়া ছাতু।

এই ছাতু দিয়ে নোনতা কিংবা মিষ্টি;দুই ধরনের শরবতই বানানো যায়। ঠান্ডা পানিতে লেবু, লবণ, পেঁয়াজ মিশিয়ে যেমন সুস্বাদু পানীয় তৈরি হয়, তেমনই দুধ, গুড় বা চিনি মিশিয়েও খাওয়া যায়।

বিশেষজ্ঞদের মতে, বাড়িতে তৈরি ছাতু সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক ও পুষ্টিকর। নিয়মিত ছাতু খেলে গরমের ক্লান্তি কমে এবং শরীর সতেজ থাকে।

নজরে INSTA

তামান্না

ঈশা

শ্যাম্ভুপ্তী

ঐন্দ্রিলা

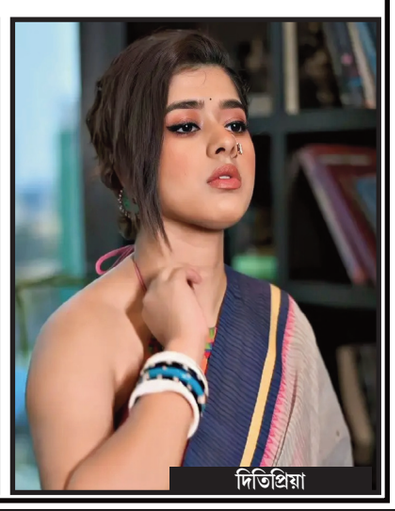
দিতিপ্রিয়া

আর্থিক সংকট ও মানসিক চাপ, এর পিছনে কি শনির সাড়ে সাতির প্রভাব !

নয়া জামানা ঃ দিনকাল কি ভালো যাচ্ছে না? একের পর এক আর্থিক সংকট, কর্মক্ষেত্রে বাধা কিংবা মানসিক অশান্তিতে ভুগছেন? জ্যোতিষশাস্ত্র মতে এর পিছনে অনেক সময় কারণ হতে পারে শনির দশা বা সাড়ে সাতি। বৈদিক জ্যোতিষে শনিকে কর্মফলের বিচারক হিসেবে ধরা হয়। মানুষের কর্ম অনুযায়ী ফল প্রদান করেন তিনি। তাই শনির প্রভাবকে যেমন অনেকে ভয়ের চোখে দেখেন, তেমনই অনেকের মতে এই সময় জীবনের বড় শিক্ষা নেওয়ারও সুযোগ তৈরি হয়।

জ্যোতিষশাস্ত্র অনুযায়ী শনির মহাদশা প্রায় ১৯ বছর স্থায়ী হয়। এছাড়াও 'সাড়ে সাতি' নামে পরিচিত একটি বিশেষ সময়কাল রয়েছে, যা প্রায় সাড়ে সাত বছর ধরে চলে। এই সময়ে ব্যক্তিজীবনে নানা পরিবর্তন দেখা দিতে পারে। কর্মক্ষেত্রে চাপ বৃদ্ধি, আর্থিক টানাপোড়েন, মানসিক অবসাদ বা জীবনে ধীরগতি;এসবই শনির প্রভাব হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়।

বিশেষজ্ঞদের মতে, শনির দশায় কর্মজীবনে কঠোর পরীক্ষা দিতে হয়। অনেক সময় পরিশ্রমের তুলনায় সাফল্য দেরিতে আসে। তবে ধৈর্য ও নিয়মানুবর্তিতা বজায় রাখলে দীর্ঘমেয়াদে স্থায়ী সাফল্যও মিলতে পারে। একই সঙ্গে এই সময় মানুষকে মানসিকভাবে আরও শক্ত ও সহনশীল করে তোলে।

আর্থিক ক্ষেত্রেও শনির প্রভাবে ওঠানামা দেখা যায়। খরচ বৃদ্ধি বা আয়ের গতি কমে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। তাই এই সময় পরিকল্পনা করে চলা এবং অপ্রয়োজনীয় ব্যয় এড়ানোর পরামর্শ দেওয়া হয়। অনেকের ক্ষেত্রে আবার আধ্যাত্মিকতার প্রতিও ঝোঁক বাড়তে দেখা যায়।তবে সব সময় শনি অশুভ ফল দেন না। জন্মকুণ্ডলীতে শনির অবস্থান শুভ হলে ব্যক্তি কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে বড় সাফল্য, সামাজিক সম্মান এবং দায়িত্ব অর্জন করতে পারেন। তাই জ্যোতিষীরা শনির সময়কে শুধুমাত্র দুর্ভাগ্যের সময় হিসেবে নয়, আত্মগঠনের সময় হিসেবেও দেখতে বলেন।শনির প্রভাব কমাতে জ্যোতিষশাস্ত্রে বেশ কিছু প্রতিকারের কথাও বলা হয়েছে। শনিবার শনি মন্ত্র বা শনি স্তোত্র পাঠ, মহাদেবের আরাধনা, তিলের তেলের প্রদীপ জ্বালানো, দরিদ্রদের সাহায্য করা এবং কালো তিল বা কালো ডাল দানের মতো উপায় প্রচলিত রয়েছে। পাশাপাশি সততা, শৃঙ্খলা ও সৎ পথে চলাকেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়।জ্যোতিষ মতে, শনি মানুষের কর্মেরই প্রতিফল দেন। তাই ভয় না পেয়ে ধৈর্য, পরিশ্রম ও ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে সময়কে মোকাবিলা করাই সবচেয়ে বড় উপায় বলে মত বিশেষজ্ঞদের।

রান্নায় নুন বেশি হয়ে গেছে? জেনে নিন স্বাদ ঠিক করার উপায়

রান্না করতে গিয়ে তাড়াহুড়োয় অনেক সময় তরকারিতে নুন বেশি পড়ে যায়। তখন অনেকেই চিন্তায় পড়ে যান, পুরো রান্না কি ফেলে দিতে হবে? তবে চিন্তার কোনও কারণ নেই। রান্না নষ্ট না করেই কয়েকটি সহজ উপায়ে অতিরিক্ত নোনতা স্বাদ কমিয়ে আনা সম্ভব।রান্নার স্বাদ বাড়াতে নুন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

নয়া জামানা ঃ রান্না করতে গিয়ে তাড়াহুড়োয় অনেক সময় তরকারিতে নুন বেশি পড়ে যায়। তখন অনেকেই চিন্তায় পড়ে যান, পুরো রান্না কি ফেলে দিতে হবে? তবে চিন্তার কোনও কারণ নেই। রান্না নষ্ট না করেই কয়েকটি সহজ উপায়ে অতিরিক্ত নোনতা স্বাদ কমিয়ে আনা সম্ভব।রান্নার স্বাদ বাড়াতে নুন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। কিন্তু নুনের পরিমাণ একটু বেশি হলেই খাবারের স্বাদ পুরো বদলে যায়। বিশেষজ্ঞদের মতে, কিছু ঘরোয়া টোটকা ব্যবহার করলেই এই সমস্যা সহজে মেটানো যায়।

সবচেয়ে পরিচিত উপায় হলো কাঁচা আলুর ব্যবহার। তরকারিতে কয়েক টুকরো কাঁচা আলু দিয়ে কিছুক্ষণ ফুটিয়ে নিলে আলু অতিরিক্ত নুন শুষে নেয়। পরে সেই আলুর টুকরো তুলে ফেললেই স্বাদ অনেকটাই স্বাভাবিক হয়ে যায়।

ডাল, ঝোল বা তরকারিতে নুন বেশি হলে সামান্য গরম জল যোগ করলেও নোনতা ভাব কমে। তবে এতে স্বাদ ঠিক রাখতে অল্প মশলা বাড়িয়ে নেওয়া যেতে পারে। আবার টমেটো বা দই ব্যবহার করলেও অতিরিক্ত নুনের স্বাদ অনেকটা ব্যালান্স হয়ে যায়। বিশেষ করে মাংস বা সবজির ঝোলে এই পদ্ধতি বেশ কার্যকর।

রান্নায় মাখন বা ফ্রেশ ক্রিম মিশিয়ে দিলেও নোনতা স্বাদ কিছুটা কমে যায় এবং খাবার আরও মোলায়েম লাগে। এছাড়াও আটা বা ময়দার ছোট বল তৈরি করে ঝোলে দিলে সেগুলো অতিরিক্ত নুন টেনে নেয়। পরে সেই বলগুলো তুলে ফেলতে হয়।

মাছ বা মাংসের রান্নায় কয়েক ফোঁটা লেবুর রস ব্যবহার করলেও স্বাদে ভারসাম্য আসে। একই সঙ্গে ডাল বা সবজিতে সামান্য চিনি মিশিয়েও নোনতা ভাব কম অনুভব করা যায়।রান্নাবিদদের মতে, নুন বেশি হয়ে গেলে আতঙ্কিত না হয়ে ঠান্ডা মাথায় এই ছোট ছোট উপায়গুলি মেনে চললেই খাবারের স্বাদ আবার ফিরিয়ে আনা সম্ভব।

পশ্চিমবঙ্গে জোট নয়

‘একলা লড়াই’র ডাক রাহুল গান্ধীর

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ দীর্ঘ রাজনৈতিক ব্যর্থতা, সাংগঠনিক দুর্বলতা এবং বারবার জোট রাজনীতির ধাক্কার পর অবশেষে পশ্চিমবঙ্গে নতুন কৌশলের পথে হাঁটতে চাইছে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত বিধানসভা নির্বাচনে মাত্র দুটি আসনে জয় পেলেও সেই ফলকেই ঘুরে দাঁড়ানোর সম্ভাবনা হিসেবে দেখছে দলটির শীর্ষ নেতৃত্ব। আর সেই প্রেক্ষাপটেই পশ্চিমবঙ্গের নবনির্বাচিত দুই কংগ্রেস বিধায়কের সঙ্গে বৈঠকে স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। বলেছেন, ‘জোটের ভরসা নয়, নিজেদের শক্তিতেই লড়তে হবে’।রাজধানী দিল্লিতে অনুষ্ঠিত ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ফরাক্কার নবনির্বাচিত বিধায়ক মোতাব শেখ এবং রানীনগরের বিধায়ক জুলফিকার আলি।সূত্র জানিয়েছে, তাদের সামনে রাহুল গান্ধী স্পষ্ট করে বলেছেন, পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে সংগঠন পুনর্গঠনের ওপর। তৃণমূল কিংবা বামেদের সঙ্গে রাজনৈতিক সমঝোতার বদলে এবার ‘একলা চলো’ নীতিতেই এগোতে চাইছে কংগ্রেস।রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, এই অবস্থান তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ গত এক দশকে পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস কখনও বামেদের সঙ্গে, কখনও বৃহত্তর বিরোধী জোটের অংশ হয়ে নির্বাচনে লড়লেও সাংগঠনিকভাবে ক্রমশ দুর্বল হয়েছে। ভোটব্যাংকের বড় অংশ সরে গেছে তৃণমূল ও বিজেপির দিকে। ফলে এবার দলীয় নেতৃত্ব বুঝতে পারছে, জোটের রাজনীতিতে নিজেদের স্বতন্ত্র রাজনৈতিক পরিচয় অনেকটাই ম্লান হয়ে পড়েছে।জানা গেছে, বৈঠকে রাহুল গান্ধী দুই বিধায়ককে বলেছেন, ‘এই জয় শেষ নয়, বরং শুরু।’তার মতে, পশ্চিমবঙ্গের মানুষ এখন বিকল্প রাজনৈতিক শক্তির সন্ধান করছে। বিজেপির সাম্প্রদায়িক রাজনীতি এবং তৃণমূলের বিরুদ্ধে ওঠা দুর্নীতির অভিযোগ;এই দুইয়ের মাঝখানে নিজেদের গ্রহণযোগ্য শক্তি হিসেবে তুলে ধরতে চায় কংগ্রেস।দলীয় সূত্রে জানা গেছে, বুথস্তর থেকে সংগঠন পুনর্গঠনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে যুব, ছাত্র এবং সংখ্যালঘু সমাজের মধ্যে নতুন করে প্রভাব বিস্তারের ওপর জোর দিতে বলেছেন রাহুল। পাশাপাশি দলিত ও আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকাতেও জনসংযোগ বাড়ানোর পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে।শুধু বিধানসভায় বক্তব্য রাখাই নয়, এলাকায় এলাকায় ঘুরে মানুষের সমস্যা শোনা এবং লাগাতার আন্দোলনের মাধ্যমে জনসংযোগ বাড়াতে দুই বিধায়ককে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দুর্নীতি, বেকারত্ব, নারী নিরাপত্তা এবং কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের প্রশ্নকে সামনে রেখে আগামী দিনে রাজপথে সক্রিয় হওয়ার কথাও বলা হয়েছে।রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, কংগ্রেস এখন বুঝতে পারছে যে পশ্চিমবঙ্গে তাদের সবচেয়ে বড় সংকট সংগঠন নয়, বরং আত্মবিশ্বাসের অভাব। মাত্র দুটি আসনে জয় পেলেও সেই ফলকে ঘিরে দলীয় কর্মীদের মধ্যে নতুন করে উদ্দীপনা তৈরি হয়েছে। বহু বছর পর বিধানসভায় কংগ্রেসের উপস্থিতি ফিরেছে, যা প্রতীকী দিক থেকেও গুরুত্বপূর্ণ।তবে চ্যালেঞ্জও কম নয়। একদিকে বিজেপি ও তৃণমূলের তীব্র মেরুকরণের রাজনীতি, অন্যদিকে বামেদের সঙ্গে সম্পর্কের টানাপোড়েন;সব মিলিয়ে কংগ্রেসের সামনে পথ এখনও কঠিন। তবু রাজনৈতিক মহলের মতে, রাহুল গান্ধীর এই বার্তা স্পষ্ট করে দিচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস এবার আর অন্য দলের ছায়ায় থাকতে রাজি নয়।দুই বিধায়ককে সামনে রেখে নতুন প্রজন্মের নেতৃত্ব তৈরি এবং তৃণমূল-বিজেপিবিরোধী আলাদা রাজনৈতিক পরিসর গড়ে তোলাই এখন কংগ্রেসের প্রধান লক্ষ্য হয়ে উঠছে।

কোন জাহাজ হরমুজ দিয়ে চলাচল করতে পারবে জানালেন ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি কোনো আস্থা নেই বলে মন্তব্য করেছেন ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাগচি। তিনি বলেছেন, ওয়াশিংটন যদি আন্তরিক হয়, তবেই কেবল তেহরান আলোচনায় আগ্রহী। খবর আল আরাবিয়ার। শুক্রবার (১৫ মে) যুদ্ধ বন্ধে চলমান আলোচনা স্থগিত থাকার মধ্যেই এ মন্তব্য করেন তিনি।নয়াদিল্লিতে ব্রিকস পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের বৈঠকে অংশ নিতে গিয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে আরাগচি বলেন, তেহরানের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িত নয়; এমন সব জাহাজ হরমুজ প্রণালি দিয়ে চলাচল করতে পারবে। তবে যেসব জাহাজ ওই পথ ব্যবহার করতে চায়, তাদের ইরানের নৌবাহিনীর সঙ্গে সমন্বয় করতে হবে।তিনি জানান, গুরুত্বপূর্ণ এ নৌপথ ঘিরে পরিস্থিতি বর্তমানে ‘খুবই জটিল’।চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইলের সঙ্গে যুদ্ধ শুরুর পর বিশ্ব জ্বালানি সরবরাহের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পথ হরমুজ প্রণালিতে অধিকাংশ জাহাজ চলাচল কার্যত বন্ধ করে দেয় ইরান। এর আগে বৈশ্বিক তেল ও গ্যাস সরবরাহের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ এই পথ দিয়ে পরিবাহিত হতো।গত মাসে ওয়াশিংটন ও তেহরান যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হলেও স্থায়ী শান্তিচুক্তি নিয়ে এখনও সমঝোতায় পৌঁছাতে পারেনি দুই পক্ষ। পাকিস্তানের মধ্যস্থতায় চলা আলোচনা গত সপ্তাহে স্থগিত হয়ে যায়, কারণ উভয় দেশই একে অপরের সর্বশেষ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে।

আরাগচি বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে ‘পরস্পরবিরোধী বার্তা’ আসায় আলোচনার বিষয়ে তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য নিয়ে ইরানের মধ্যে সংশয় তৈরি হয়েছে। তবে পাকিস্তানের মধ্যস্থতা ব্যর্থ হয়নি, বরং তা বর্তমানে ‘জটিল পরিস্থিতির’ মধ্যে রয়েছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি। তিনি আরও বলেন, কূটনীতিকে সুযোগ দিতে ইরান যুদ্ধবিরতি বজায় রাখার চেষ্টা করছে। তবে প্রয়োজনে আবারও যুদ্ধে ফিরতে প্রস্তুত রয়েছে তেহরান।দুই দেশের আলোচনায় প্রধান অচলাবস্থার কারণ হিসেবে ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি ও হরমুজ প্রণালির নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি উঠে এসেছে।

এদিকে আরাগচির এ বক্তব্যের কয়েক ঘণ্টা আগে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেন, ইরান ইস্যুতে তার ধৈর্যের সীমা ফুরিয়ে আসছে। একই সঙ্গে চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং,এর সঙ্গে আলোচনায় তিনি একমত হয়েছেন যে, তেহরানকে হরমুজ প্রণালি পুনরায় খুলে দিতে হবে।

চীনের অত্যন্ত স্পর্শকাতর বাগান ঘুরে যা দেখলেন ট্রাম্প

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তার বেইজিং সফরের শেষ দিনটি কাটিয়েছেন চীনের ক্ষমতাসীন কমিউনিস্ট পার্টির অত্যন্ত গোপনীয় এবং কঠোর নিরাপত্তাবেষ্টিত সদরদপ্তর ‘ঝংনানহাই’-তে। চীনের ক্ষমতার এই কেন্দ্রবিন্দুটিকে প্রায়শই যুক্তরাষ্ট্রের হোয়াইট হাউস বা রাশিয়ার ক্রেমলিনের সঙ্গে তুলনা করা হয়, যেখানে সাধারণ মানুষের প্রবেশাধিকার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ এবং ডিজিটাল মানচিত্রেও এর ছবিগুলো ঝাপসা করে রাখা হয়। বেইজিংয়ের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত এই শতাব্দীপ্রাচীন লাল দেয়াল ঘেরা চত্বরে প্রবেশ করার সৌভাগ্য হাতেগোনা কয়েকজন মার্কিন নেতারই হয়েছে। সফরের শেষ সকালে ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং এই ঐতিহাসিক চত্বরের মনোরম বাগানে একসঙ্গে হেঁটে বেড়ান। সেখানে ট্রাম্প বাগানের গোলাপ ফুলের প্রশংসা করলে শি জিনপিং তাকে উপহার হিসেবে সেই ফুলের বীজ দেওয়ার প্রস্তাব দেন এবং পরবর্তীতে তারা চা চক্র ও মধ্যাহ্নভোজে অংশ নেন।প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং নিজেই এই বিশেষ স্থানে ট্রাম্পকে আমন্ত্রণ জানানোর কারণ ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি জানান, ২০১৭ সালে ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদে যখন তিনি ফ্লোরিডার মার-এ-লাগো রিসোর্টে গিয়েছিলেন, সেখানে ট্রাম্প তাকে যেভাবে উষ্ণ আতিথেয়তা দিয়েছিলেন, তারই কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তিনি এবার ট্রাম্পকে চীনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই রাজনৈতিক কেন্দ্রে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। শি জিনপিং ট্রাম্পকে মনে করিয়ে দেন, ১৯৪৯ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী চীন প্রতিষ্ঠার পর থেকে মাও সেতুং, চৌ এনলাই, দেং জিয়াওপিং, জিয়াং জেমিন এবং হু জিনতাওয়ের মতো চীনের শীর্ষ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা এখানে বসবাস ও কাজ করেছেন এবং বর্তমানে তিনিও এখানেই থাকেন। বাগানে হাঁটার সময় জিনপিং সেখানকার গাছপালার প্রাচীন ইতিহাস তুলে ধরেন এবং প্রায় ৪৯০ বছর পুরোনো

একটি গাছ দেখিয়ে ট্রাম্পকে সেটি স্পর্শ করতে উৎসাহিত করেন। এই রাজকীয় পরিবেশ দেখে মুগ্ধ ট্রাম্প বলেন, জায়গাটি সত্যিই চমৎকার এবং তিনি এর সঙ্গে সহজেই অভ্যস্ত হয়ে যেতে পারবেন।ঐতিহাসিকভাবে ‘ঝংনানহাই’ ছিল এক সময় চীনের সম্রাটদের অবসর যাপনের রাজকীয় বাগান। ১৯১২ সালে রাজতন্ত্রের অবসানের পর এটি রাষ্ট্রপতির বাসভবনে পরিণত হয় এবং পরবর্তীতে কমিউনিস্ট বিপ্লবের পর মাও সেতুং এটিকে ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে বেছে নেন। মাও মূলত ব্যর্থ রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার অতীত থেকে দূরত্ব বজায় রাখতে এবং কমিউনিস্ট ভাবাদর্শের প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে সম্রাটদের মূল প্রাসাদ ফরবিডেন সিটি বর্জন করে এই স্থানটি বেছে নিয়েছিলেন। এর আগে ১৯৭২ সালে প্রথম মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে রিচার্ড নিক্সন এখানে এসে মাও সেতুংয়ের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। পরবর্তীতে জর্জ ডব্লিউ বুশ এবং সর্বশেষ ২০১৪ সালে বারাক ওবামা এখানে সফর করেন। বিশ্ব রাজনীতির এই ঐতিহাসিক ও গোপনীয় কেন্দ্রে ডোনাল্ড ট্রাম্পের সফরটি দুই পরাশক্তির বর্তমান সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হিসেবে দেখা হচ্ছে।

জুনেই মোদি মন্ত্রিসভার রদবদল

আগামী ২১ মে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হতে চলা কেন্দ্রীয় মন্ত্রিপরিষদের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠককে ঘিরে রাজনৈতিক মহলে জোর জল্পনা শুরু হয়েছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, ২০২৭ সালের একাধিক রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন এবং ২০২৯-এর লোকসভা ভোটকে সামনে রেখে বিজেপি নেতৃত্ব এখন থেকেই সাংগঠনিক ও প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাসের প্রস্তুতি শুরু করেছে। বর্তমানে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় ৭২ জন সদস্য রয়েছেন। যদিও সাংবিধানিকভাবে আরও কয়েকজন মন্ত্রী নেওয়ার সুযোগ রয়েছে। সেই কারণেই সম্ভাব্য রদবদল নিয়ে জল্পনা আরও তীব্র হয়েছে। সূত্রের দাবি, পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরপ্রদেশ, বিহার ও দক্ষিণ ভারতের প্রতিনিধিত্ব বাড়াতে নতুন মুখ আনা হতে পারে। পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে বঙ্গ বিজেপির কয়েকজন সাংসদকেও কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত করার সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। বাংলা ও পূর্ব ভারতের রাজনৈতিক সমীকরণকে গুরুত্ব দিয়েই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে। মোদি সরকারের মন্ত্রিসভায় বাংলা এতদিন প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব পেলেও পূর্ণমন্ত্রক একটিও জোটেনি। বিজেপির বঙ্গ জয়ের পর সেই ছবিতে বদল আসতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। বিজেপি সূত্রের খবর, রাজ্য বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য এবং দলীয় সাংসদ সৌমিত্র খাঁ কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় জায়গা পেতে পারেন, এমন সম্ভাবনা প্রবল। রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, সাম্প্রতিক বিভিন্ন বিতর্কের জেরে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রকের পারফরম্যান্স নিয়ে অসন্তোষ রয়েছে কেন্দ্রের শীর্ষ নেতৃত্বের মধ্যে। বিশেষ করে নিট-ইউজি প্রশ্নফাঁস বিতর্কে শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের ভূমিকা নিয়ে চাপ তৈরি হয়েছে বলে রাজনৈতিক মহলে আলোচনা চলছে। পাশাপাশি রেল সংক্রান্ত একাধিক ইস্যুর কারণে রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের দপ্তর পরিবর্তনের জল্পনাও শোনা যাচ্ছে। অন্যদিকে, বিজেপির ভিতরে সাংগঠনিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করা কয়েকজন নেতাকে বড় দায়িত্ব দেওয়া হতে পারে বলেও সূত্রের ইঙ্গিত। বিশেষ করে শিবরাজ সিং চৌহান, ভূপেন্দ্র যাদব এবং জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়ার নাম রাজনৈতিক চর্চায় উঠে আসছে। তবে এখনও পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর বা বিজেপির তরফে কোনও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করা হয়নি। ফলে গোটা বিষয়টি আপাতত জল্পনার পর্যায়েই রয়েছে। তবুও ২১ মে-র বৈঠককে কেন্দ্র করে দিল্লির রাজনৈতিক মহলে উত্তেজনা তুঙ্গে।

ফ্রান্সে হান্টাভাইরাস আতঙ্ক, সতর্কতা জারি

বিশ্বজুড়ে নতুন করে উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠছে হান্টাভাইরাস। এবার ফ্রান্সেও এই ভাইরাসের সম্ভাব্য সংক্রমণ ঘিরে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। আক্রান্ত একটি জাহাজ থেকে উদ্ধার করে দেশে ফিরিয়ে আনার পথে এক ফরাসি নাগরিকের শরীরে হান্টাভাইরাসের উপসর্গ দেখা দেওয়ার পর দেশটির স্বাস্থ্য বিভাগ সর্বোচ্চ সতর্কতা জারি করেছে। ফরাসি গণমাধ্যম সূত্রে জানা গেছে, ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী সেবাস্তিয়াঁ ল্যকর্নু এক সংবাদ সম্মেলনে জানান, জাহাজটি থেকে কয়েকজন যাত্রী ও কর্মীকে উদ্ধার করে বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ফিরিয়ে আনা হচ্ছিল। যাত্রাপথেই এক ফরাসি নাগরিক জ্বর, শ্বাসকষ্ট, মাথাব্যথা ও তীব্র শারীরিক দুর্বলতার মতো উপসর্গে আক্রান্ত হন। পরে চিকিৎসকরা তার শরীরে হান্টাভাইরাস সংক্রমণের সম্ভাবনা সন্দেহ করেন এবং দ্রুত তাকে আইসোলেশনে নেওয়া হয়। প্রধানমন্ত্রী আরও জানান, আক্রান্ত ব্যক্তির শারীরিক অবস্থা বর্তমানে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। একই সঙ্গে তার সংস্পর্শে আসা যাত্রী, জাহাজকর্মী এবং চিকিৎসা-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদেরও স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হচ্ছে। পরিস্থিতি মোকাবিলায় ফরাসি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় একটি বিশেষ মেডিকেল টিম গঠন করেছে। স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মতে, হান্টাভাইরাস মূলত ইঁদুরজাতীয় প্রাণীর মাধ্যমে ছড়ায়। সংক্রমিত প্রাণীর মল, মূত্র বা লালার সংস্পর্শে এলে মানুষ আক্রান্ত হতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে

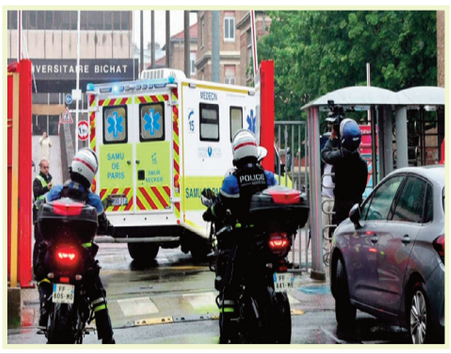

শুকনো বর্জ্য কণা বাতাসের মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ করলেও সংক্রমণ ঘটতে পারে। তবে সাধারণত মানুষ থেকে মানুষে এই ভাইরাস সহজে ছড়ায় না। চিকিৎসকদের ভাষ্য অনুযায়ী, হান্টাভাইরাসে আক্রান্ত হলে শুরুতে জ্বর, গা ব্যথা, মাথাব্যথা ও দুর্বলতা দেখা দেয়। পরে অবস্থা গুরুতর হলে শ্বাসকষ্ট, ফুসফুসে সংক্রমণ এবং কিডনির জটিলতা দেখা দিতে পারে। দ্রুত চিকিৎসা না নিলে রোগীর মৃত্যুঝুঁকিও রয়েছে।

ফরাসি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় দেশবাসীকে আতঙ্কিত না হয়ে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়েছে। বিশেষ করে যেসব এলাকায় ইঁদুরের উপদ্রব বেশি, সেখানে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা, খাবার ঢেকে রাখা এবং সম্ভাব্য সংক্রমণের উৎস এড়িয়ে চলার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি সীমান্ত ও সমুদ্রবন্দরে স্বাস্থ্য পরীক্ষা আরও জোরদার করা হয়েছে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন দেশে সংক্রামক রোগের বিস্তার বাড়ায় আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। যদিও হান্টাভাইরাস করোনাভাইরাসের মতো দ্রুত ছড়ায় না, তবুও এ ধরনের ভাইরাসের ক্ষেত্রে দ্রুত শনাক্তকরণ ও কার্যকর প্রতিরোধ ব্যবস্থা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে আক্রান্ত ফরাসি নাগরিকের পরীক্ষার চূড়ান্ত ফলাফলের অপেক্ষায় রয়েছে কর্তৃপক্ষ। পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে ফরাসি প্রশাসন ও আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য সংস্থাগুলো।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 17-05-2026 02:13 Page 13

ইডেনে সহজেই গুজরাট-বধ

নাইটদের প্লেঅফ স্বপ্ন বাঁচিয়ে রাখলেন ফিন-অঙ্গকৃষ-নারিনরা

অসম্ভবের স্বপ্ন জারি কেকেআরের। ইডেনে গুজরাট টাইটান্সকে ২৯ হারিয়ে প্লেঅফের আশা জাগিয়ে রাখ ল নাইট রাইডার্স। প্রথমে ব্যাট করে ‘ফ্যানটাস্টিক’ ফিন অ্যালেন ও বিধ্বংসী অঙ্গকৃষ রঘুবংশীর ইনিংসে ভর করে ২৪৭ রান তোলে কেকেআর। জবাবে শুভমান গিলদের ইনিংস থেমে যায় ২১৮ রানে। যথেষ্ট লড়াই দিলেও শেষরক্ষা হল না গুজরাটের। বোলাররা দেদার রান বিলোলেন ঠিকই, তবে গুরুত্বপূর্ণ দু’টি পয়েন্ট ঘরে তুলে নিলেন অজিঙ্ক রাহানেরা। ১২ ম্যাচে কেকেআরের পয়েন্ট দাঁড়াল ১১। সপ্তম স্থানে উঠে এসে প্লেঅফের লড়াইয়ে বেঁচে রইল নাইটরা।প্লেঅফে যেতে হলে সব ম্যাচই জিততে হবে। এই হচ্ছে নাইটদের অঙ্ক। রাজ্যে নির্বাচনের জন্য ৫ ম্যাচ পর ইডেনে ফিরেছে কেকেআর। ইডেনে এটা নাইটদের ১০০তম ম্যাচ। টসে হেরে প্রথম ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে ‘ভাগ্যের সাহায্য’ পেল কেকেআর। রাহানে ১৪ রানে ফেরার পর ক্যাচ পড়ল ফিন অ্যালেনের। ফিন অ্যালেনের রান তখন ছিল ৩৪, শেষ পর্যন্ত থামলেন ৯৩ রানে। অল্পের জন্য সেঞ্চুরি মিস হল। ইনিংস সাজানো ছিল ৪টে চার ও ১০টা ছক্কা দিয়ে। স্ট্রাইক রেট ২৬৫.৭১। রশিদ খান থেকে আর্শাদ খান, যিনি বল করতে আসুন না, সব মাঠের বাইরে। শেষমেশ সাই কিশোরের স্পিনে বাউন্ডারি লাইনে ধরা পড়লেন। এবার সংহারক রূপ ধরলেন অঙ্গকৃষ রঘুবংশী। হাফসেঞ্চুরি করলেন ৩৩ বলে। পরের ১১ বলে এল ৩০-র বেশি রান। শেষ পর্যন্ত ৪টে চার ও ৭টা ছক্কায় ৮২ রানে অপরাজিত থাকলেন নাইটদের ‘স্টারবয়।’ ওদিকে ক্যামেরন গ্রিনকে জীবন দিলেন আর্শাদ খান। তিনি করলেন ৫২ রান। কেকেআর ২ উইকেট হারিয়ে করল ২৪৭ রান। যা কেকেআরের তৃতীয় সর্বোচ্চ রান।ইডেনের পিচ ব্যাটিং সহায়ক হলেও ২৪৮ রান তাড়া করা নিঃসন্দেহে কঠিন। শুরুটা ভালোই করেছিলেন শুভমান গিল, সাই সুদর্শনরা। প্রথম ৩ ওভারে ৪২ রান তোলার পর প্রথম ধাক্কা খায় গুজরাট। কার্তিক ত্যাগীর বল সোজা এসে লাগে সুদর্শনের কনুইয়ে। শুশ্রূষার জন্য মাঠের বাইরে চলে যেতে হয়। এরপর নিশান্ত সিন্ধুকে ফেরান সুনীল নারিন। দারুণ ক্যাচ ধরেন মণীশ পাণ্ডে। জস বাটলার রানের গতি বাড়াতে একটু দেরি করে ফেললেন। ফলে সব চাপ এসে পড়ল শুভমান গিলের উপর। ভারতের ওয়ানডে ও টেস্ট অধিনায়ক চাপ নিতে অভ্যস্ত। এই ধরনের ম্যাচ কীভাবে বের করতে হয়, সেটা খুব ভালোমতোই জানেন। তাঁর কাজ কিছুটা সহজ করে দেন আনফিট বরুণ চক্রবর্তী। পায়ের চোট নিয়েই বল করে নিঃসন্দেহে লড়াকু মানসিকতার পরিচয় দিলেন। কিন্তু শেষ ওভারে আর যেন পারছিলেন না। সেই ওভারেই গিল তুলে নিলেন ২২ রান।কিন্তু বিপদে পড়লে এখনও নাইটদের ত্রাতা একজনই। তিনি সুনীল নারিন। এলেন, দেখবেন, ম্যাচ জেতাবেন। গিল যখন ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছেন, তখ নই এসে উইকেটটা তুলে নিলেন নাইটদের ক্যারিবিয়ান স্পিনার। কেকেআরের জয়ে অবশ্যই মূল কৃতিত্ব পাবেন ফিন, অঙ্গকৃষরা। তবে ১৭তম ওভারে এসে আসল কাজটি করে দিলেন এদিন আইপিএলে ২০০তম ম্যাচ খেলা নারিনই। প্রশংসা করতে হয় বাউন্ডারি লাইনে অনুকূল রায় যেভাবে গিলের কঠিন ক্যাচটি ধরলেন, তারও। দেদার রান বিলোলেন কার্তিক ত্যাগী। চোট সারিয়ে ফিরে ৮টি বল করে ফের চোটের কবলে পড়লেন মাথিশা পাথিরানা। তবে ভরসা সেই নারিনই। গিল ফিরলেন ৪৯ বলে ৮৫ রানে। তাঁর ইনিংসে ছিল ৫টি চার ও ৭টি ছয়। মাঠে ফিরে সুদর্শনের হাফসেঞ্চুরি বা বাটলারের রান তোলার মরিয়া চেষ্টাও আর কাজে লাগেনি। প্রশংসার দাবিদার- নাইটদের তরুণ পেসার সৌরভ দুবের। ১৯ তম ওভারে মাত্র ৫ রান দিয়ে জস বাটলারের উইকেট তুলে নাইটদের জয় কার্যত নিশ্চিত করে দেন। শেষ ওভারে ৪০ রান ওঠার কোনও প্রশ্নই ছিল না। অবশেষে নাইটরা জিতল ২৯ রানে।

প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রীর বিরুদ্ধে ১০০ কোটির মানহানির মামলার প্রস্তুতি শতদ্রুর

রাজ্যে পালাবদলের পরই অরূপ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে মুখ খুলেছিলেন শতদ্রু দত্ত। ফুটবল কিংবদন্তি লিওনেল মেসিকে ‘গোট ট্যুরে’ কলকাতা-সহ ভারতের একাধিক শহরে আনার মূল উদ্যোক্তা ছিলেন শতদ্রু। কিন্তু ২০২৫-এর ডিসেম্বরে যুবভারতীতে মেসিকে দেখা নিয়ে যে বিশৃঙ্খলা হয়, তার জেরে জেল খে টেছেন কোন্নগরের ব্যবসায়ী। যার জন্য আঙুল তোলা হয়, তৎকালীন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের দিকে। এবার তাঁর বিরুদ্ধে ১০০ কোটি টাকার মানহানির মামলা দায়ের করতে চলেছেন শতদ্রু দত্ত। একটি সংবাদমাধ্যমকে শতদ্রু জানান, আগে তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে চুপ ছিলেন না। সে সময় মুখ খুললে তাঁর পরিবারকে ক্ষতি করার হুমকি দেওয়া হয়েছিল বলেই তিনি নীরব থাকতে বাধ্য হন। রাজনৈতিক অবস্থান নিয়ে ওঠা প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, অতীতেও তিনি সজল ঘোষের সঙ্গে তৃণমূল আমলে বিভিন্ন ইভেন্টে কাজ করেছেন, তখন কেউ তাঁকে অবস্থান বদলের অভিযোগ তোলেনি। এছাড়া তিনি জানান, নির্দিষ্ট সীমার বেশি ‘ইনসাইড ফেন্সিং’ ও ‘ক্লোজ প্রক্সিমিটি’ কার্ড ইস্যু করা সম্ভব নয়, এ কথা জানিয়েও অরূপ বিশ্বাসের পক্ষ থেকে সেই কার্ডের জন্য চাপ দেওয়া হচ্ছিল। বিষয়টি জানিয়ে তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে ই-মেল করেছিলেন, কিন্তু সেখান থেকে কোনও জবাব পাননি।শতদ্রু অভিযোগ, গোটা ঘটনায় তাঁকে বলির পাঁঠা করা হয়েছে। তবে মেসি-সংক্রান্ত বিতর্কে তাঁর ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হয়নি বলেই তাঁর দাবি। তিনি জানান, বিষয়টি নিয়ে দেশের মানুষও অবগত। জেল থেকে মুক্তির পর বিজেপি-শাসিত দু’টি রাজ্যে তাঁকে সম্মানিত করা হয়েছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, তআমাকে বলির পাঁঠা করা হয়েছিল। মেসিকাণ্ডের জেরে আমি বিন্দুমাত্র কলুষিত হইনি, বরং গোটা ভারত জানে আমার সঙ্গে কী জঘন্য কাজ করা হয়েছিল।দপাশাপাশি তিনি জানান, আগামী ডিসেম্বর মাসে চারটি রাজ্যে বড় প্রকল্প হাতে নেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। একই সঙ্গে ১০০ কোটি টাকার মানহানি মামলার প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, মামলায় জিতলে সেই অর্থ মেসিকে দেখতে টিকিট কেটে সেদিন হতাশ হয়ে বাড়ি ফেরা দর্শকদের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়া হবে। এ প্রসঙ্গে তিনি অরূপ বিশ্বাস ও তৎকালীন পুলিশ কর্তাদের ভূমিকা খতিয়ে দেখারও দাবি জানান। শতদ্রুর মন্তব্য, ত১০০ কোটি টাকার মানহানি মামলায় যদি আমি জিতি, ওই টাকাটা যারা মেসির জন্য টিকিট কেটে সেদিন কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি গিয়েছেন, তাদের দিয়ে দেওয়া হবে।দতিনি আরও জানান, জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর তিনি লিওনেল মেসির বাবার সঙ্গে কথা বলেছেন এবং ভবিষ্যতে মেসিকে আবার কলকাতায় আনার পরিকল্পনা রয়েছে। তিনি বলেন, তমেসিকে আবার আমি কলকাতায় নিয়ে আসবই আসব।দ মেসিকে ভালোভাবে দেখার আশা ভক্তদের পূরণ হয়নি। তাঁকে ‘বলির পাঁঠা’ বানানোয় ৩৮ দিন জেলে থাকতে হয়েছে। তিনি কড়া অবস্থান নেবেন অরূপ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে।

৮ বল করেই ফের চোটের কবলে পাথিরানা

প্রায় ২ মাস মাঠের বাইরে। কবে মাথিশা পাথিরানাকে নাইট জার্সিতে দেখা যাবে, সেই নিয়ে আগ্রহ ছিল কেকেআর সমর্থকদের। পাথিরানা ফিরলেন,৮বল করলেন এবং মাঠের বাইরে চলে গেলেন। ষষ্ঠ ওভারের দ্বিতীয় বলটি করার পরই পা ধরে খে ড়াতে থাকেন। তারপর সাজঘরে ফিরে যান। গুজরাট টাইটান্সের বিরুদ্ধে আর বল করতে ফেরেননি। কবে ফের মাঠে ফিরবেন এখনই বলা যাচ্ছে না ইডেনে প্রথমে ব্যাট করে কেকেআর তোলে ২৪৭ রান। বড় লক্ষ্য বাঁচাতে নেমে শুরুতেই চমক দেয় নাইটরা। ফিন অ্যালেনের বদলে ‘ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার’ হিসেবে নামেন পাথিরানা। প্রথম ওভারে মাত্র ৭ রান দেন। চোট আছে বলে মনে হয়নি। এরপর ষষ্ঠ ওভারে তাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে আসা হয়। শুভমান গিলকে প্রথম বলটি করেন ১৪৫ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা গতিবেগে। দ্বিতীয় বলটা করতে এসে আচমকা থমকে যান। হ্যামস্ট্রিংয়ে হাত দিতে দেখেই বোঝা যায় সেটা অশনি সংকেত। তারপরও কোনও মতে দ্বিতীয় বলটি করেন। কিন্তু সেই বলটি করার পরই ফিজিওদের সঙ্গে মাঠ ছাড়েন। সাজঘরে যাওয়ার আগে যেন বোঝাচ্ছিলেন, পায়ে কী ধরনের সমস্যা হয়েছে।এদিন বরুণ চক্রবর্তীকে দলে ফেরায় কেকেআর। আগের ম্যাচে পায়ের চোটে খেলতে পারেননি। আবার আচমকাই দেখা যায়, ঘাড়ে ম্যাসাজ করাচ্ছেন শুভমান গিল। ইডেনে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টেস্ট খেলার সময় ঘাড়ে টান পড়ে। ওই টেস্টে তো বটেই, তারপর ওয়ানডেতেও খে লতে পারেননি।

এশিয়ান গেমসের আগে স্বস্তি

ইস্তানবুলে ডব্লিউটিটি-তে সোনা বাংলার সুতীর্থা-ঐহিকার

এক মাসের ব্যবধান। ফের তুরস্কে ডব্লিউটিটি ফিডারে চ্যাম্পিয়ন হলেন বাংলার প্যাডলার সুতীর্থা মুখে াপাধ্যায় এবং ঐহিকা মুখোপাধ্যায়। এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহে ক্যাপাডোসিয়ায় মহিলা ডবলসে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন তাঁরা। বৃহস্পতিবার রাতের দিকে ইস্তানবুলে ফের একই ইভেন্টে সেরা হল এই জুটি। এশিয়ান গেমসের বছরে ডব্লুটিটি-র মঞ্চে সুতীর্থা-ঐহিকার টানা সাফল্য আশা বাড়াচ্ছে ভারতীয় টিটি-র। ইস্তানবুলে ফাইনালে সুতীর্থা-ঐহিকার প্রতিপক্ষ ছিল শীর্ষবাছাই ইউ-ঝুন লি এবং তুং-চুয়ান চেন জুটি। প্রথম গেম ১১-৮ পয়েন্টে জিতে শুরুতেই অ্যাডভান্টেজ পেয়ে যায় এই ভারতীয় জুটি। দ্বিতীয় গেমে একটা সময় লি-চেন এগিয়ে যান ৭-১ পয়েন্টে। সেখান থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে সুতীর্থারা জেতেন ১২-১০ পয়েন্টে। তৃতীয় গেম দুই বঙ্গকন্যা ৩-১১ পয়েন্টে হারার পর চতুর্থ গেমেও শুরুতে ০-৮ ব্যবধানে এগিয়ে যায় চাইনিজ তাইপের জুটি। দুরন্ত প্রত্যাবর্তনে টানা আটটা পয়েন্ট তুলে ৮-৮ করেন সুতীর্থারা।শেষ পর্যন্ত ১২-১০ পয়েন্টে গেম জিতে চ্যাম্পিয়ন হন তাঁরা। ইস্তানবুল থেকে হোয়াটসঅ্যাপ কলে সুতীর্থা বলছিলেন, তদু’মাসে দু’টো ডব্লিউটিটি ফিডার জিততে পেরে ভালোই লাগছে। ফাইনালে পিছিয়ে গেলেও আমরা চাপে পড়িনি। নিজেদের পারফরম্যান্সের উপর ভরসা রেখেছিলাম। প্রতিপক্ষ কী করছে, সেসব নিয়ে ভাবনাচিন্তা করিনি। তারই ফল পেয়েছি।দ এশিয়ান গেমসের বছর হওয়ার এবার একটু বেশিই প্রতিযোগিতায় নামতে হচ্ছে সুতীর্থাদের। এশীয় ক্রীড়ার শ্রেষ্ঠ মঞ্চে শেষ সংস্করণে দুরন্ত ফর্মে ছিলেন সুতীর্থা-ঐহিকা জুটি। যদিও এবার একসঙ্গে জাতীয় দলে জায়গা পাবেন কি না, তা নিশ্চিত নয়। সুতীর্থা বলছিলেন, তঐহিকার সঙ্গে খেলতে আমি খুবই স্বচ্ছন্দ্য। দীর্ঘদিনের বোঝাপড়া রয়েছে ওর সঙ্গে। সেটা খেলার সময় সাহায্য করে। এশিয়ান গেমসের দল কী হবে, এখনও জানি না। তবে আমরা তৈরি থাকছি।দ তুরস্ক থেকে সরাসরি পর্তুগালে ডব্লিউটিটি ফিডার খেলতে যাচ্ছেন সুতীর্থারা। অন্যদিকে, ইস্তানবুলের এই ইভেন্টে পুরুষদের সিঙ্গলসে সেমিফাইনালে হেরে গিয়েছেন ভারতের অঙ্কুর ভট্টাচার্য ও প্রয়াস জৈন।

ডার্বিতেই দেশের সর্বোচ্চ লিগের ভাগ্য নির্ধারণ

অর্থনৈতিক সূত্র বলে জোগান বৃদ্ধি হলে চাহিদা কমে। ঐকিক নিয়মে চাহিদা অনুযায়ী সম্পূর্ণ জোগান, চাহিদাকে নির্মূল করতে পারে। কিন্তু বাস্তবে জোগান কখনওই চাহিদাকে ছুঁয়ে ফেলতে পারে না। কারণ চাহিদা অনন্ত। যার কোনও শেষ নেই। ষাট ও সত্তরের দশকে যখন ময়দানের ঘেরা মাঠে পনেরো হাজার দর্শক গ্যালারিতে খেলা হত, টিকিটের চাহিদা তুঙ্গে থাকত। আশির দশকের পরে সেই দর্শকাসন একসময় এক লাখ হয়েছে। এখন তা ব্যাকেট চেয়ারের সৌজন্যে কমে দাঁড়িয়েছে ৬৫ হাজারে। কিন্তু চাহিদার শেষ নেই। এবারের ডার্বিও তার ব্যতিক্রম নয়। যাকে দেখা হচ্ছে দেশের সর্বোচ্চ লিগের ইতিহাসে সবচেয়ে নির্ণায়ক ডার্বি হিসাবে। নানান গল্প আবেগে মোড়া বাঙালির এই আত্মপরিচয়ের খেলা শতবর্ষ পেরিয়ে এসেও একইভাবে জনপ্রিয়। আত্মবিস্মৃত, ইতিহাসবিমুখ ইত্যাদি শব্দ আজ বাঙালির কপালে জুটেছে। কিন্তু কিছু ক্ষেত্র আছে, যেখানে বাঙালি আত্মবিস্মৃত বা ইতিহাসবিমুখ নয়। পিওরিটি বা বিশুদ্ধতার দিক থেকে বাঙালির এই বড় ম্যাচ কিন্তু উন্মাদনার দিক থেকে বহুকিছুকে হার মানাবে। এবং এটা কালে কালে হয়ে আসছে বলেই এই ডার্বির সময় এগোচ্ছে, ততই যেন উত্তাপ বাড়ছে শহর কলকাতায়। টিকিট প্রায় শেষের মুখে। রবিবার যাতে ম্যাচ শেষে সমর্থকরা বাড়ি ফিরতে পারেন তার জন্য ২০০টি বাসের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে শহরের বিভিন্ন পয়েন্টে। ম্যাচ শেষে থাকছে মেট্রো ও ফেরির ব্যবস্থাও।আইএসএল পয়েন্ট টেবিলে আপাতত দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে মোহনবাগান। শীর্ষে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ইস্টবেঙ্গল। আগামী রবিবার চিরশত্রু দুই দল মুখোমুখি হবে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে। রবিবারের ডার্বি যে জিতবে, আইএসএল খেতাব কার্যত তাদের হাতের মুঠোয় চলে আসবে। ফলে দুই দলের কাছেই এই ডার্বি মহা গুরুত্বপূর্ণ। তবে কেবল খেলা নয়, রবিবারের ডার্বি ঘিরে তৈরি হয়েছে আবগের এক অন্যরকম আবহ। টুটুবাবুর মৃত্যুর পর সবুজ-মেরুন সমর্থকরা চাইছেন, ডার্বি জিতেই শ্রদ্ধা জানানো হোক মোহনবাগানের প্রাণপুরুষকে। তাছাড়াও ইস্টবেঙ্গলের এক্সিকিউটিভ কমিটির মিটিংয়েও নীরবতা পালন করা হয় টুটুবাবুকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে। তবে ডার্বিতেই দেশের সর্বোচ্চ লিগের ভাগ্য যে নির্ধারণ হতে চলেছে, এমনটা আগে কখনও ঘটেছে? এই পরিস্থিতিতে মনে পড়ছে, ২০১৭-১৮ মরশুমের আই লিগের শেষ ডার্বির কথা। যা লিগের শিরোপা নির্ধারণে ভূমিকা রেখে ছিল। ২১ জানুয়ারি মুখোমুখি হয়েছিল যুযুধান দুই প্রতিপক্ষ। সেই ম্যাচে ২-০ গোলে জেতে মোহনবাগান। এই হারের প্রভাব গিয়ে পড়ে পয়েন্ট টেবিলে। মাত্র ১ পয়েন্টের ব্যবধানে চেন্নাইয়িন সিটির কাছে আই লিগ হাতছাড়া হয় ইস্টবেঙ্গলের। তাছাড়া কলকাতা লিগে অতীতে মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের মধ্যে প্লেঅফ বা শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্লেঅফ ম্যাচটি হয়েছিল ১৯৬২ সালে। লিগ শিরোপা জয়ের জন্য দু’টি দল শেষ ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছিল। ম্যাচটি জিতেছিল ইস্টবেঙ্গল। অতীতেও আরও বেশ কয়েকবার লিগ নিষ্পত্তির জন্য এই দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীর ম্যাচ আয়োজিত হয়েছে। এরমধ্যে ১৯৯৮ এবং ২০০২ উল্লেখযোগ্য। দু’বারই লিগ চ্যাম্পিয়ন হয় ইস্টবেঙ্গল। বহু বছর পর আইএসএল ডার্বি কার্যত দেশের সর্বোচ্চ লিগের ভাগ্য নির্ধারণ করতে চলেছে। এখন কেবল কিক অফের অপেক্ষা। হ্যাঁ, এমনটা আইএসএল ইতিহাসে আগে কখনও ঘটেনি।

ডার্বিতে আমন্ত্রিত মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু

ম্যাচের আগে টুটু বোসের জন্য নীরবতা পালনের সিদ্ধান্ত ফেডারেশনের

রবিবার যুবভারতীতে হাইভোল্টেজ ডার্বি। যে জিতবে, এবারের আইএসএল জয়ের খুব কাছে চলে আসবে সেই দল। যুবভারতীতে ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান দেখতে আসতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন থেকে মুখ্যমন্ত্রী ও ক্রীড়ামন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিককে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। পাশাপাশি এআইএফএফ সভাপতি কল্যাণ চৌবে জানান, প্রয়াত টুটু বোসকে শ্রদ্ধা জানাতে কলকাতা ডার্বি শুরুর আগে নীরবতা পালন করা হবে। সদ্য প্রয়াত হয়েছেন মোহনবাগানের প্রাক্তন সভাপতি স্বপনসাধন বোস। যিনি টুটু বোস নামেই বেশি পরিচিত ছিলেন। ডার্বির আগে মনখারাপ ফুটবলভক্তদের। ফেডারেশন সভাপতি কল্যাণ চৌবে জানালেন, তাঁর সঙ্গে টুটু-পুত্র তথা মোহনবাগানের বর্তমান সচিব সৃঞ্জয় বোসের কথা হয়েছে। সেই অনুযায়ী ডার্বির আগে নীরবতা পালন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কল্যাণ জানান, তআমাকে সৃঞ্জয় বোস ফোন করেছিলেন, যদি নীরবতা পালন করা যায়। আমি বলেছি অবশ্যই। বাংলার ফুটবল ও মোহনবাগানের ক্ষেত্রে টুটুবাবুর ভূমিকা অনস্বীকার্য। দীর্ঘদিন মোহনবাগানের সভাপতি ছিলেন। ফেডারেশন অবশ্যই তাঁকে সম্মান জানাবে।দঅন্যদিকে ক্রীড়ামন্ত্রীকে যে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে, তা আগেই ‘সংবাদ প্রতিদিন’-এ প্রকাশিত হয়েছিল। এবার কল্যাণ জানালেন, আমন্ত্রিত মুখ্যমন্ত্রীও। ফেডারেশন সভাপতি বলেন, তআমরা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি। ক্রীড়ামন্ত্রীকেও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। এত বছরের আইএসএলে কখনও বড় ম্যাচ ট্রফিজয়ের নির্ণায়ক ভূমিকা নিতে পারে, এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে বলে তো আমার অন্তত মনে পড়ছে না। বাংলার ফুটবলপ্রেমীদের মধ্যে উন্মাদনা রয়েছে। ভরা স্টেডিয়ামে মুখ্যমন্ত্রী ও ক্রীড়ামন্ত্রীর উপস্থিতি বাংলার ফুটবলকে বাড়তি উৎসাহ যোগাবে।দ এই মুহূর্তে মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল, দুটি দলেরই পয়েন্ট ১১ ম্যাচে ২২। যে জিতবে লিগজয় তার কার্যত নিশ্চিত। এই পরিস্থিতিতে ডার্বি ও আইএসএল জিততে পারলে তা টুটু বোসকে সত্যিকারের সম্মান জানানো হবে বলে মনে করেন মোহনবাগান সভাপতি দেবাশিস দত্ত। তিনি বলেন, তটুটুবাবুর আশীর্বাদ আমাদের উপর সবসময় আছে। আমরা আশা রাখি কালকের ডার্বি জিতে তাঁকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করতে পারব। কালকের ম্যাচ জিততে পারলে আইএসএল চ্যাম্পিয়ন হব। সেটাই হবে টুটুদাকে সত্যিকারের সম্মান জানানো।দ তবে তিনি রেফারিং নিয়ে ইস্টবেঙ্গলকে খোঁচা দিয়ে বলেন, তযদি ১১ জন বনাম ১১ জন খেলা হয়, তাহলে আমরা জিতব। আর ১১ জনের বদলে যদি ১৪ জন খেলে, তাহলে মুশকিল।

আইপিএলের মাঝেই চরম ক্ষুব্ধ কোহলি

আইপিএল মানেই উন্মাদনা। তারকা ক্রিকেটারদের গতিবিধি, খুনসুটি সবই তুলে দেওয়া হয় দর্শকদের হাতে। প্রতিনিয়ত পিছনে ঘুরছে ক্যামেরা।সবমুহূর্তেইসোশাল মিডিয়ায় কনটেন্ট। কিন্তু তাতে আপত্তি বিরাট কোহলির। এভাবে সব সময় ক্যামেরার নজরদারি থাকা নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিলেন ‘কিং’।ভারতীয় ক্রিকেটের সুপারস্টার। স্ত্রী অভিনেত্রী অনুষ্কা শর্মা। প্রায় দেড় দশক ধরে পাপারাৎজিরা ধাওয়া করে চলেছে তাঁদের। সন্তানদের মুখ দেখাতেও আপত্তি রয়েছে। ক্রিকেট না থাকলে সপরিবারে লন্ডনে থাকেন কোহলি। তাতে ‘শান্তি’ পেয়েছেন। তবে আইপিএলে এলে ফের ক্যামেরার খ বরদারি। সেসবে প্রচণ্ড বিরক্ত কোহলি।সম্প্রতি আরসিবি’র একটি পডকাস্টে কোহলি বলেন, অ্যাচের চাপ নিতে আমার ভালো লাগে। কিন্তু তার বাইরে একটা বিরক্তিকর চাপ সামলাতে হয়। যে কোনও দলের বাণিজ্যিক প্রচার বা ভক্তদের কাছে টানার জন্য সোশাল মিডিয়া খ ুব গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু বুকে হাত রেখে বলছি, আমার মনে হয়, এটাকে নিয়ন্ত্রণ করা উচিত। আপনি দেখ বেন, আইপিএল শুরু হওয়ার অনেক পরে এই ফ্যান ক্লাব বা অফিশিয়াল ফ্যান ক্লাবগুলো চালু হয়েছে। তার মানে প্রথম দিন থেকেই এটা ছিল না। তঅনুশীলনে নামলেই দেখি, ৬টা ক্যামেরা অনুসরণ করছে। ব্যাপারটা একেবারেই স্বস্তির নয়। যে কোনও খেলোয়াড়ই শান্তিতে খেলাধুলো করতে হয়। যদি তুমি যা করছ, সবই ক্যামেরাবন্দি করে দেখানো হয়, তাহলে সেটা স্বাভাবিক নয়।

১৯শে মে বাংলাভাষা আন্দোলনের সূর্য সন্তানেরা

রমজান আলি

কমলা ভট্টাচার্য ঃ পৃথিবীর প্রথম মহিলা ভাষাশহীদ। ১৯ মে শহীদ হওয়ার সময় তাঁর বয়স ছিল যাত্রে বছর, মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। কমলার স্বপ্ন ছিল, তিনি গ্রাজুয়েট হবেন। তার মৃত্যুর পরে যখন ম্যাট্রিক পরীক্ষার রেজাল্ট প্রকাশিত হয়, দেখা যায়, কমলা ভট্টাচার্য দ্বিতীয় বিভাগে ম্যাট্রিক পাশ করেছেন। তিনি সে রেজাল্ট যেমন দেখে যেতে পারেননি, তার গ্র্যাজুয়েশন ডিগ্রিও লাভ করা হয়নি।
উনিশে মে ভোরে বাড়ি থেকে না খেয়ে তারাপুর স্টেশনে গিয়েছিলেন কমলা। মা যখন দুপুরে রেল স্টেশনে গিয়েছিলেন, তখন ক্ষুধার্ত-তৃষার্ত কমলা মায়ের কাছে খাবার চেয়েছিলেন। শরবত পান করত চয়েছিলেন। মা স্বপ্নভাষিণী ভট্টাচার্য, মেয়েকে খাবার কিংবা শরবত কিছুই দিতেই পারেননি। হঠাৎ পুলিশের গুলি বর্ষণ শুরু হল ক্ষুধার্ত-তৃষ্ণার্ত-অতৃপ্ত কমলা ভট্টাচার্যের ডান চোখের পাশ দিয়ে একটি গুলি মাথায় ঢুকে যায়। তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন এবং মাতৃভাষা জিন্দাবাদ উচ্চারণ করেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে অমর ধামে প্রস্থান করেন।

কুমুদরঞ্জন দাস ঃ উনিশে মে ভোরে গিয়ে রেল লাইনে বসে পড়ল কুমুদ। না খেয়ে সারাদিন বসেছিল রেললাইনে। ব্যবসায়ীদের সংগঠন খিচুড়ি নিয়ে এসেছে দুপুরে। ক্ষুধার্ত কুমুদের বড়ই আগ্রহ সেই খিচুড়ির দিকে। কিন্তু তা আর খ াওয়া হয়নি। সেনার গুলি কুমুদের বুক, মাথা ভেদ করে। মাটিতে লুটিয়ে পড়ে কুমুদরঞ্জন দাস। মাতৃভাষা জিন্দাবাদ বলতে বলতে পরলোকে গমন করেন।

সুকোমল পুরকায়স্থ ঃ উনিশে মে ভোরে অন্যান্য সত্যাগ্রহীদের সঙ্গে তারাপুর রেল স্টেশনে গিয়ে, রেল অবরোধে বসে গেলেন। দুইটা পঁয়ত্রিশ পর্যন্ত পুলিশ লাঠিচার্জ, গ্রফতার, কাঁদানে গ্যাস ব্যবহার করেও সত্যাগ্রহীদর সরাতে পারনি। এবার গুলি, বন্দুকের গুলি। তারই একটি গুলি সুকোমলের বাম উরু এফোড়-ওফোড় করে বেরিয়ে গেল। শত চেষ্টা করেও রক্তের স্রোতকে বাধ মানানো গেলো না। সিভিল সার্জন আশুতোষ মুখার্জী ও তার সহকর্মীদের প্রাণপণ চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে সুকোমল পুরকায়স্থ শেষ নিঃশ্বাস ছাড়লেন হাসপাতালের বিছানায়। মাতৃভাষার জন্য জীবন উৎসর্গ করে ছত্রিশ বছরের শহীদ সুকোমল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেলেন। ধন্য তোমার জন্ম সুকোমল।

বীরেন্দ্র সূত্রধর ঃ উনিশে মে তাঁর গুলি লাগলেও পরের দুপুরে মারা যান। সিভিল হাসপাতালের ডাক্তাররা প্রাণপণ চেষ্টা করেও তাঁকে বাঁচাতে পারেননি। বিশ তারিখে একবার জ্ঞান ফিরে এলে ডাক্তাররা আশান্বিত হন। বীরেন্দ্র তখন স্ত্রী ও কন্যাকে দেখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু স্ত্রী-কন্যা এসে পৌঁছানো পর্যন্ত বীরেন্দ্র সূত্রধর অপেক্ষা করলেন না, তাঁকে তাঁর মা ডাকছেন স্বর্গ থেকে, বাবা আহ্বান করছেন।স্নেহময়ী ঠাকুরমা ডাকতে ডাকতে আকুল হচ্ছেন। বীরেন্দ্র তাঁদের আহ্বানে পৃথিবীর আলো বাতাসে শেষ নিঃশ্বাসটি ফেললেন। দেখা হল না স্ত্রী ধনকুমারী আর শিশুকন্যা রানীর সঙ্গে।

তরণী দেবনাথ ঃ উনিশে মে সত্যাগ্রহীদের সঙ্গে তিনিও রেল অবরোধে তারাপুর স্টেশনে গিয়েছিলেন। বারোটার দিকে ব্যাপক লাঠিচার্জের সময় তরণী মাথা ও কোমরে আঘাত গ্যাসও তাঁকে রেল লাইন থেকে সরাতে পারেনি। যখন গুলি বর্ষণ শুরু হল, তখনও তরণী নিজের জায়গা থেকে দৌড়ে পালাননি। হঠাৎ একটি গুলি একুশ বছরের তরণীর মাথা ভেদ করে পেছন দিকে বেরিয়ে গেল। মাতৃভাষা জিন্দাবাদ' উচ্চারণ করতে করতে লুটিয়ে পড়লেন রেললাইনের উপরে।

হীতেশ বিশ্বাসঃ এদিন অন্যান্য সত্যাগ্রহীদের সঙ্গে তারাপুর রেল স্টেশনে পিকেটিং-এ বসলেন। লাঠিচার্জ, টিয়ার গ্যাস, কিছুই তাকে স্থানচ্যুত করতে পারেনি। ভাইয়ের সঙ্গে দিদিও পিকেটিং করতে এসেছিলেন। দু'টো পঁত্রিশে যখন গুলিবর্ষণ শুরু হয়, হীতেশের পায়ে প্রথম গুলি লাগে। দিদি ভাইকে জড়িয়ে ধরে সামনে দেব-দের বাড়ির রেডক্রশের চিকিৎসা কেন্দ্রে নেওয়ার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু হীতেশ নাছোড়ে। 'পায়ে গুলি লেগেছে, কিছু হবে না, বলে তিনি দিদিকে ধাক্কা মেরে চলে যেতে বলেন। দিদি ধাক্কা সামলাতে না পেরে পড়ে যান। আর তখনই এক ঝাঁক গুলি এসে হীতেশকে ছিন্নভিন্ন করে দেয়। হীতেশ বিশ্বাস মাতৃভাষার সম্মান রক্ষায় মাতৃভূমির আঁচলে লুটিয়ে।পড়লেন।

চণ্ডীচরণ সূত্রধর ঃ প্রথমবার পুলিশের লাঠিচার্জে চণ্ডীচরণ সামান্য আহত হন। দ্বিতীয়বার লাঠিচার্জ এবং পরে টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ করতে লাগল। চণ্ডীচরণের শরীরে লাঠির আঘাতে জজরিত, মুখমণ্ডল ঝলসে গেছে টিয়ার গ্যাসের আক্রমণে। তবুও তিনি জায়গা থেকে নড়েননি। কিন্তু দুপুর দুইটা পঁয়ত্রিশ পুলিশ যখন চরম অ্যাকসনে গেল, তারই একটি গুলি চণ্ডীচরণকে ধরাশায়ী করে দিল। রেডক্রশের আগেই, রেল লাইনে থাকা অবস্থায়ই তিনি জনমের মত শেষ নিঃশ্বাস ছেড়েছিলেন।

শচীন্দ্র পাল ঃ সতের মে, ম্যাট্রিক পরীক্ষা শেষ হল শচীন্দ্র পালের।আঠার তারিখের রাতে তাদের বাড়ি জড়ো হয়েছিল আড়াইশ ছেলে। ১৯শে মে ভোরে ঠাকুরমা, মা, জেঠিমা, দিদি ও মাসীমা সমবেত ছেলেদের মাথায় ধান-দুর্বা ও কপালে সাদা চন্দনের ফোঁটা দিয়ে আশীর্বাদ করেন। মায়ের আশীর্বাদ পেয়ে, মাকে প্রণাম করে ঘর থেকে বেড়িয়ে যায়। মা কি জানতেন, এটাই শেষ প্রণাম।প্রথমবার লাঠির আঘাত খেয়ে 'মাতৃভাষা জিন্দাবাদ' বলে স্লোগান দেয়। দ্বিতীয়বার লাঠিচার্জ শুরু হয়। লাঠির আঘাতে ক্ষতশরীরের বিভিন্ন অংশ। ততক্ষণ টিয়ার গ্যাস ছুড়েছে পুলিশ। গ্যাসের যন্ত্রণায় চিৎকার করছে শচীন; 'জান দেব, জবান দেব না' স্লোগান।দুপুর দুটো পয়ত্রিশ, ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি ছুঁড়ত থাকে পুলিশ ও অন্যান্য বাহিনীর লোকেরা। একটি গুলি শচীন্দ্র পালের বুক দিয়ে ঢুকে পিঠ দিয়ে বেরিয়ে গেল। দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু ততক্ষণ সব শেষ, মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে শচীন্দ্র পাল শহীদ হয়ে গেছেন।

সত্যেন্দ্র দেব ঃ মাতৃভাষার টানে কপালে চন্দনের জয়টিকা পরে তিনি গিয়েছিলেন তারাপুর রেলস্টেশনে।রেল গেটের পাশে বন্দি সত্যাগ্রহীদের যে ট্রাকে আগুন লেগেছিল তা নেভানোর জন্য জলে নেমেছিল কচুরিপানা আনার জন্য।কিন্তু ততক্ষণে গুলি বর্ষণ শুরু হয়ে গেছে। সেই গুলি যে এই পুকুরেও আসবে তা ভাবনার বাইরে ছিল সত্যন্দ্র দেবের। পুকুরে ২০ শে মে, যে মৃতদেহটি ভেসে উঠল, তা সত্যন্দ্র দেবের। সকলের অজান্তেই, হতভাগ্য সত্যন্দ্র, পুকুরের জলেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

সুনীল সরকার ঃ শিলচর অভয়াচরণ পাঠশালার দশম শ্রেণির কৃতী ছাত্র সে।
উনিশে মে ভোরে সুনীল যখন তারাপুর রেলস্টেশনে যান তখন বাবা, মা, বোন, দাদা-বৌদি সকলের সতঃস্ফূর্তি সম্মতি নিয়েইবাড়ি থেকে বের হয়েছিলেন। কউ বাধা দেননি। দশটার দিকে একবার তিনি সত্যাগ্রহী বন্ধুদের সাথে বাড়ি এসে এক থালায় ভাতও খেয়েছিলেন। টিয়ার গ্যাসের আক্রমণের চিহ্ন চারজনের মুখেই স্পষ্ট ছিল। ছেলের এই অবস্থা দেখে, বাবা একবার শুধু যেতে বারণ করেছিলেন। সুনীলের আগ্রহ দেখে বাবা দ্বিতীয়বার আর নিষেধ করেননি।সুনীলের গুলি লেগে শহীদ হওয়ার খবর প্রথম মায়ের কাছে পৌঁছায়। ছেলের মৃত্যুর খবর শুনে মা মূর্চ্ছা যান। বাবাও তাই।সুনীলর জন্মবারটি ছিল শুক্রবার। তিনি শহীদও হলন শুক্রবার দুপুর দুটো পয়ত্রিশ। সদিন রাত দুটো পয়ত্রিশ জন্ম নিল সুনীলের বৌদির নবজাতক।কানাইলাল নিয়োগী তিনি ছিলেন রেলের পার্সেল ক্লার্ক। দেশভাগের সময় অপশন নিয়ে শিলচরে এসে যোগ দেন। হঠাৎ করেগুলি বর্ষণ শুরু হলে, নিজের পরিবারকে পাশর একটি কোয়ার্টারে রেখে চলে যান বন্দি সত্যাগ্রহীদের নিয়ে আসা যে ট্রাকটি নিয়েগোলযোগ শুরু হয়েছে, তা সামাল দিতে।
স্ত্রী-স্মৃতিকণা নিয়োগী স্বামীর গুলি লাগার খবর পেয়ে স্টেশনে ছুটে যান্। ততক্ষণে কনাইলালকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে সিভিল হাসপাতালে। সেখানে গিয় স্মৃতিকণা জানতে পারেন, তার স্বামী শেষ নিঃশ্বাসটি ফেলে শহীদ পদবীকে

বঙ্গীয় সাহিত্যিক অনুসন্ধান ট্রাস্ট -এর হুগলি জেলা সাংগঠনিক সভা অনুষ্ঠিত হল পাণ্ডুয়ার এলাহী মেডিকেল সভাকক্ষ

১০ মে রবিবার ২০২৬ হুগলি জেলা শাখার উদ্যোগে একটি সাংগঠনিক মিটিং ও সংবর্ধনা সভার আয়োজন করা হয় পাণ্ডুয়া বিডিও অফিস সংলগ্ন কাজী মহল্লায় এলাহী মেডিকেল সভাকক্ষে ।
অনুষ্ঠানে রাজ্য কমিটির পক্ষে উপস্থিত ছিলেন এম রুহুল আমিন, সহ সম্পাদিকা, উপদেষ্টা ড. নুরুল ইসলাম, বর্ধমান জেলা কোঅর্ডিনেটর ।এদিন মূলতঃ হুগলি জেলা শাখার কার্যাবলী নিয়ে আলোচিত হয় ।
পরে উপস্থিত জেলা সদস্যগণের সম্মতিতে ২০২৬-২৭ বর্ষের জেলা কমিটি গঠিত হয় । নব নির্বাচিত কমিটি হল -সভাপতি -নৌশাদ মল্লিক , সহ সভাপতি -আব্দুল গফ্ফার , সম্পাদক(জেলা সমন্বয়ক)-ফিরোজা বেগম , সহ সম্পাদক

-নাজিয়া ইলাহী ,কোষাধ্যক্ষ -জারিফুল হক , সদস্যমন্ডলী -সাহানাজ বেগম,
ইমারন নাহার,নাসিমা বেগম (বুলু),তীর্থঙ্কর সুমিত,সেখ নসরত আলি, পাঁপড়ি দত্ত,অশোক রায় ।এদিন বঙ্গীয় সাহিত্য স্মারক সম্মাননা তুলে দেওয়া হয় প্রবীণ সাহিত্যিক ও পত্রিকা সম্পাদক সামসুল আলম সরকার , সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও পত্রিকা সম্পাদক নৌশাদ মল্লিক এবং সাহিত্যিক ও পত্রিকা সম্পাদক সেখ নসরত আলি ।
ঈদ স্মারক সম্মাননা দেওয়া হয় নিভৃতচারী কবি ইমারন নাহার,কবি নাজিয়া ইলাহী ও উদীয়মান কবি সাহনাজ বেগমকে
।বঙ্গীয় স্মৃতি স্মারক সম্মাননা (সাঈদ উদ্দীন খাঁন স্মৃতি স্মারক)-২০২৬ প্রাপক -ডাঃ শামসুল হক এর হাতে তুলে দেওয়া হয় । হুগলি জেলা ছাড়াও পূর্ব বর্ধমান থেকে স্বামিমা আসমান (জেলা কোঅর্ডিনেটর) ও পূর্ণিমা বাগ এবং কলকাতা জেলা থেকে বেশ কিছু কবি সাহিত্যিক উপস্থিত ছিলেন । অনুষ্ঠানে কচিকাঁচাদের গান, আবৃত্তি সকলকে মুগ্ধ করে ।

গল্প

জাতিস্মর ঋজু

রবীন বসু

কী কারণে যেন পর পর তিন দিন ছুটি ছিল। পাশের কাউন্টারে বসা অনিকেত ঋজুকে বলল, 'বস্ চল, কাছাকাছি কোথাও ঘুরে আসি। এমন সুযোগ তো সহজে মেলে না। উইক এন্ডটা এনজয় করি। ব্যাঙ্কের এই একঘেয়ে কাজ আর ভাল লাগে না।' ঋজু একটু নড়ে বসে। অনেকটা তার মনের কথাই বলেছে অনিকেত। সে আগ্রহ নিয়ে জানতে চায়, 'কিন্তু কোথায় যাবি?'
'কাছেই আছে বাওয়ালি জমিদার বাড়ি। বজবজ স্টেশনে নেমে অটোতে লাগে মিনিট পনেরো। দুটো দিন কাটিয়ে আসি চ'।'
জমিদার বাড়ির কথা শুনে ঋজুর বুকের মধ্যেটা ধড়াস করে ওঠে। কোথায় যেন ঘন্টা বাজে। প্রায়ই স্বপ্নে দেখে একটা বড় জমিদার বাড়ির উঠোনে সে খেলছে। ঋজুর চোখে ঘোর।
অনিকেত ঝুঁকে বলে, 'কিরে, যাবি?' ঋজু ঘাড় নাড়ে। 'তাহলে পরিমলকেও বলি, ও যদি যায়, শেয়ারে খরচ কম হবে।' অনিকেত উঠে যায়।
শনিবার সকালেই ওরা বেরিয়ে পড়ে। বেলা বারোটায় ওদের বুকিং। ট্রেনে বসে গুগল সার্চ করে ঋজু জেনে যায়, বাওয়ালি রাজবাড়ির ইতিহাস প্রায় ২৫০ বছরের। মুঘল সম্রাট আকবরের শাসনকালে উত্তরপ্রদেশের এক সৈনিক শোভারাম রাই বাংলার কৃষক ও দস্যুদের মিলিত বিদ্রোহ দমন করেন। প্রতিদানে তিনি সুন্দরবন অঞ্চলের তিন লক্ষ একর জমি দান হিসেবে পান। শেষে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বজবজের কাছে বাওয়ালিতে তারা স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য রাজবাড়ি স্থাপন করে। মণ্ডল রাজবংশ ও রাজ পরিবার হিসেবে পরিচিত হল। এবার আবার বুকে ধাক্কা খেল ঋজু। তার পদবিও তো মণ্ডল! বাবার কাছে শুনেছে তাদের পূর্বপুরুষ জমিদার ছিল। এক সময় তাদেরও বড় জমিদার বাড়ি ছিল। তবে কি!
বাওয়ালি জমিদার বাড়ির সামনে ওরা যখন পৌঁছল, শাঁখ বাজিয়ে মহিলারা তাদের অভ্যর্থনা জানাল। 'পুরনো জমিদার বাড়িটায় ঢুকে জায়গাটা কেমন যেন চেনা চেনা লাগল ঋজুর। খিলান, দরজা, জানলা যেন কত পরিচিত! তাহলে কি সত্যিই' সে এই জমিদার বাড়ির কেউ! কোনো এক সময় এই বাড়ির প্রাঙ্গণে খেলেছে! সোনার কেল্লা সিনেমার মুকুলের মতো সেও কি জাতিস্মর! নাহলে এই জমিদার বাড়ি তার এত চেনা, এত আপন মনে হচ্ছে কেন!

> কী কারণে যেন পর পর তিন দিন ছুটি ছিল। পাশের কাউন্টারে বসা অনিকেত ঋজুকে বলল, 'বস্ চল, কাছাকাছি কোথাও ঘুরে আসি। এমন সুযোগ তো সহজে মেলে না। উইক এন্ডটা এনজয় করি। ব্যাঙ্কের এই একঘেয়ে কাজ আর ভাল লাগে না।'ঋজু একটু নড়ে বসে। অনেকটা তার মনের কথাই বলেছে অনিকেত। সে আগ্রহ নিয়ে জানতে চায়, 'কিন্তু কোথায় যাবি?'

অনিকেত আর পরিমল লক্ষ করল, ঋজু কেমন চঞ্চল হয়ে পড়েছে। জমিদার বাড়ির ভিতরের উঠোনে ঢুকে সে যেন আত্মহারা হয়ে ছুটছে। তিন লাফ দিয়ে অগুনতি সিঁড়ি টপকে বারান্দার সুন্দর আলপনার উপর বসে হাত বুলুচ্ছে। কখনো-বা অবাক বিস্ময় নিয়ে ঘরের কোণে রাখা বড় পিয়ানোর সামনে দাঁড়িয়ে বলছে, জানিস অনি, মা এই পিয়ানো বাজিয়ে গান করত। মেহগিনি কাঠের টেবিলে রাখা পুরনো গ্রামোফোনে হাত বুলিয়ে বলছে, বাবা রেকর্ড চাপিয়ে এই গ্রামোফোন গান শুনত। তারপর এক ছুটে বাইরে বেরিয়ে গেল। ওখানে প্রাঙ্গণে একটা উঁচু বেদিতে কারা যেন বাউল গান গাইছে। ঋজু অনির হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে গেল বাগানে। এই দেখ , আমাদের গোলাপ বাগিচা। ওই দেখ, পদ্মবিল! আমি কত সাঁতার কেটেছি বিলের জলে। বাবা লঠি হাতে পাড়ে এলে তবে উঠতুম!'
দুপুরে অনিকেতরা লাঞ্চে জমিদারি থালি নিল। কাঁসার থালা ভর্তি অন্ন-ব্যঞ্জন। সরু চালের ভাত, মুগের ডাল, দু'তিন রকম ভাজা, সজনে ডাঁটা দিয়ে শুক্তো, আলুপোস্ত, রুই মাছের কালিয়া, খাসির মাংস, চাটনি; আরো কত কিছু। ঋজু খুব তৃপ্তি সহকারে খেল। রাতে ঋজু বলল, 'অনি, ছাদে যাবি! আমি ছাদে বসে পূর্ণিমা রাতে বাঁশি বাজাতুম।'
কিন্তু বন্ধু, এখন তো ছাদে যাওয়া যাবে না। ছাদে ওঠা মানা। সিঁড়িও বন্ধ।'
ঋজুর খুব মন খারাপ হয়ে গেল। দীর্ঘশ্বাস চেপে শুয়ে পড়ল। দুটো দিন বেশ মজা আর ঘোরের মধ্যে কাটল। ঋজু কিছুতেই বাড়ি ফিরবে না! ওর চোখে যেন গত জন্মের ছায়া! অনিকেতের মনে হল, ঋজু সত্যি জাতিস্মর নয় তো!

প্রাচীন সাপ

তৈমুর খান

এক-একটি ফণার মতো মানুষের মুখ
গর্ত থেকে বেরিয়ে আসে
ফণায় ফণায় দোলায় দংশন
দংশনে দংশনে বিষ

দুধভাত নিয়ে আসে কেউ
কেউ কেউ মনসা ভাসানের গান
আমরা নিশ্ছিদ্র বাসর বানাই
বাঁচুক আমাদের প্রিয় লখিন্দর

রাজপথে সভ্যতা হাটে
জানালার ফাঁকে ফাঁকে রোদ
ছাদের ওপরে মাথাভর্তি নীল আকাশ
তবুও প্রাচীন সব মাথার ভেতরে খেলা করে
ঝিকিমিকি সুন্দর বিষদাঁতে কী সুন্দর সূক্ষ্ম হাসি ঝরে

আমরা শুধু চুমু খেতে চাই
সরু মাজা পিছল শরীরে উচ্ছল চাঁদের আলোয়...

জন্মদিন ও আমি

শশাঙ্কশেখর পাল

জন্মদিন সরানো কী যায়
বরং মুছে যদি রাখি নিকানো দাওয়ার শরীরে
জন্মদিন কয়েকটি ধারার বেড়ার দাগ
থাকনা পিড়িত মানুষের কয়েকটি উপন্যাস

লড়াইয়ে নানা ঔজ্জ্বল্যে কেউ কেউ যুগ বিস্তৃত শিক্ষক
যেমন আমার মতো
না না সত্যি সত্যি তিন সত্যি আমি

অন্ধকারে ডুবে যেতে যেতে ব্যালটে বন্দী হয়ে যাই
তখন জন্ম মৃত্যুর কোন সীমা নেই স্থান কাল পাত্র

এতো অত্যাচার বঞ্চনা ঠকবাজি মিলেমিশে
আজগুবি স্বপ্ন
খেঁড়োখাতার আগড়ুম বিপ্লবীর বাগড়ুম থামিয়ে
যুবক আসে কোন দুর্গা কী ঝনঝন অস্ত্রে সস্ত্রে শান
চুরচুর হতে থাকে বোতলের ছিপি

তার জন্মদিন কালান্তরে ধাবমান স্বর্ণ রেখা মৃত্যুহীন

রবি

রোজি খাতুন

আঁধার আকাশে উদিত হয়েছিলে
সেই কবে!
ঘুচিয়েছো কালো।
মুক্তির আলোয় ভরেছে চারিদিক;
বিজয় নিশান উড়িয়েছো বিশ্বে।

বুঝিয়েছো তুমি ;বাঙালি কভু
নয় নগন্য।
তোমার দীপ্তিতে উজ্জ্বল বাংলা।

বাংলার গর্ব তুমি; গর্বিত আমরা।
তুমি রবি- তুমি সবিতা;
তুমি বিশ্ব- তুমি জগৎ।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস । সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।